জেলা পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

সিরাজগঞ্জ জেলা

পরিকল্পনা প্রণয়নে ঃ

জেলা পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সিরাজগঞ্জ

সমন্বয়ে ঃ

ইডা-EADA

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশ একটি দূর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে স্থানভেদে এদেশে প্রতি বছর বন্যা (নদীবাহিত/বৃষ্টিপাত জনিত), নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, খরা, ঘন কুয়াশার মত বিভিন্ন ধরণের আপদ আঘাত হানে। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় প্রতিবছর এলাকা ভিত্তিক নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে বহু মানুষ ভিটে-মাটি ছাড়া হয়, নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং নদী-নালা, খাল-বিল ভরাট জনিত কারণে এলাকা ভিত্তিক অধিবাসীদের সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের আপদের সম্মুখীন হতে হয়। এ সমস্ত আপদের প্রভাবে সহায় সম্পদ সহ জান-মাল, পশু সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে শুধু আক্রান্ত জনগোষ্ঠীই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না, জাতীয় সম্পদ এবং অর্থনীতিতে ও ব্যাপক এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

দূর্যোগ প্রবণ দেশ হলেও পূর্বে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের সহায় সম্পদসহ জান-মাল, পশু সম্পদ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর সুদূর প্রসারী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যাতিরেকে শুধুমাত্র ত্রাণ ও পূনর্বাসনকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার UNDP সহ বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর আর্থিক সহায়তায় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরীর মাধ্যমে এক যুগান্তকারী কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ, জেলা ও উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পর্যালোনার মাধ্যমে কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঝুঁকি নিরসন কর্ম-পরিকল্পনায় স্থানীয় আপদসমূহ চিহ্নিত করে ঝুঁকি নিরসনের জন্য প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমি সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোঃ বিল্লাল হোসেন
জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ।
ও
সভাপতি
জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
সিরাজগঞ্জ জেলা, সিরাজগঞ্জ।

বাণী

যমুনা নদীর কোল ঘেষে সিরাজগঞ্জ জেলা অবস্থিত। প্রাকৃতিক দূর্যোগের সঙ্গে সখ্যতা গড়েই এই জেলার মানুষগুলো জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রকৃতির অপরুপ সৌন্দর্যের গৌরব যেমন এই এলাকার মানুষগুলোকে আলাদাভাবে মর্যাদায় আসীন করেছে তেমনি প্রকৃতির রুঢ়তা এই জনপদের মানুষগুলোকে বারবার উন্নয়নের ধারা থেকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে। যমুনা নদী বেষ্টিত সিরাজগঞ্জ জেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি ও তাঁত শিল্প। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া, এ জেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল বন্যা, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড়, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি। প্রাকৃতিক দূর্যোগসমূহ প্রায়শই ভয়াবহ আকারে আঘাত হেনে জানমাল ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করে, যা শুধুমাত্র ব্যক্তি বা একটি সমাজের জনগোষ্ঠীকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, জাতীয় আর্থনীতি ও সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। দূর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি সঠিক পরিকল্পনা।

এরই ধারাবাহিকায় ইডা সিরাজগঞ্জ জেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় বাস্তবতার নিরিখে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করেছে। পরিকল্পনাটিতে যেসব তথ্য বিদ্যমান সেগুলো হল স্থানীয় এলাকা পরিচিতি- দূর্যোগের ইতিহাস, জনসংখ্যা, অবকাঠামো, দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস-ঝুঁকির কারণ, ঝুঁকি নিরসনের উপায়, দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি, দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি, স্বাভাবিক সময়ে করণীয়, জরুরী সারা প্রদান, উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা ইত্যাদি। ইহা অত্র জেলার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

মো: জাকিউর রহিম সাহেদ
জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা
সিরাজগঞ্জ।
ও
সদস্য সচিব
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
সিরাজগঞ্জ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	-
১.১ পটভূমি	০৭
১. ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	০৭
১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	০৭
১.৩.১ জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	০৭
১.৩. ২ আয়তন	০৮
১.৩.৩ জনসংখ্যা	১৫
১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা থাকতে হবে	১৫
১.৪.১ অবকাঠামো	১৫
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	১৬
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	২২
১.৪.৪ অন্যান্য	২২
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	-
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	২৫
২.২ জেলা/উপজেলার আপদ সমুহ	২৬
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্রবর্ননা	২৬
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	২৭
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	২৯
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ	৩২
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	৩৭
২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	৩৮
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩৯
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৪০
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৪১
২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৪১
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৪৬
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস	-
৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৫৭
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৬০
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৬৩
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৬৪
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন	৬৫
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী	৬৭
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৬৯
চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান	-
৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)	৭১
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা	৭১
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা	৭১
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৭৩
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার	৭৩
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	৭৩
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান	৭৪
৪.২.৫ আশ্রয় কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন	৭৪
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা	৭৪
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ	৭৪
৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	৭৪
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৭৫
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা	৭৫
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা	৭৫
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC)পরিচালনা	৭৫
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ	৭৬
৪.৩ জেলা/উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা	৭৬
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন	৭৬
৪.৫ জেলা/উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)	৯৯
৪.৬ অর্থায়ন	১০০
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ	১০৩
পঞ্চমঅধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা	-
৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন	১০৪
৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার	১০৮
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা	১০৮
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার	১০৮
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ	১০৮
৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা	১০৮
সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট	১০৯
সংযুক্তি ২ জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	১১০
সংযুক্তি ৩ জেলা/উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা	১১২

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা	১১৩
সংযুক্তি ৫ এক নজরে জেলা/উপজেলা	১৩৬
সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী	১৪৫
সংযুক্তি ৭ অবকাঠামো	১৪৬
সংযুক্তি ৮ সেচ ব্যবস্থা	১৪৭
সংযুক্তি ৯ হাট বাজারের তালিকা	১৪৮
সংযুক্তি ১০ নলকূপের তথ্য	১৪৯
সংযুক্তি ১১ পয়: নিষ্কাশনের তথ্য	১৫০
সংযুক্তি ১২ মসজিদ ও মন্দিরের তথ্য	১৫০
সংযুক্তি ১৩ ধর্মীয় জমায়েতের স্থানের তথ্য	১৫১
সংযুক্তি ১৪ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের তথ্য	১৫২
সংযুক্তি ১৫ ব্যাংক সমূহের তথ্য	১৫৪
সংযুক্তি ১৬ ক্লাবের তালিকা	১৫৭
সংযুক্তি ১৭ কবর স্থান ও শ্মশান ঘাটের তালিকা	১৫৭
সংযুক্তি ১৮ বন ও বনায়নের তথ্য	১৫৮
সংযুক্তি ১৯ নদীর তথ্য	১৫৮
সংযুক্তি ২০ আর্সেনিকের তথ্য	১৫৯
সংযুক্তি ২১ জেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা	১৬০
সংযুক্তি ২২ সর্বাধিক বিপদাপন্নতার মানচিত্র	১৭৮
সংযুক্তি ২৩ ওয়ার্কশপের ছবি	১৭৯
সংযুক্তি ২৪ ওয়ার্কশপের হাজিরা শীট	১৮০
সংযুক্তি ২৫ ওয়ার্কশপের পেপার কাটিং	১৮৩

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি:

ভৌগলিক অবস্থানের কারনে বালাদেশ একটি দূর্যোগ প্রবণ দেশ। ঘূর্নিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, নদীভাঙন, খরা, শৈত্য প্রবাহ, টর্নেডোর মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগসমুহ বাংলাদেশের জন্য নিয়মিত ঘটনা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এসব প্রাকৃতিক দূর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ । কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দূর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করার মতো ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। তবে দূর্যোগের বসবাসের অভিজ্ঞতা এ দেশের মানুষের দীর্ঘদিনের। এইদেশের মানুষের দূর্যোগ মোকাবিলার সাফল্য পৃথিবীর অন্যান্য দূর্যোগ প্রবন দেশের কাছে দৃষ্টান্ত হিসাবে অনুসরনীয়। বাংলাদেশের গতানুগতিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি প্রবন সমাজের এই সক্ষমতার বিষয়টি উপেক্ষিত। এদেশের প্রতিটি জেলাই কম বেশি দূর্যোগ আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলা অন্যতম। সিরাজগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলা একটি অত্যন্ত দূর্যোগ ঝুঁকি প্রবন এলাকা। বন্যাএই এলাকার প্রধান দূর্যোগ। প্রতিটি উপজেলা প্রতি বছর দূর্যোগ হয় এবংজন সাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরুপ প্রভাব ফেলে। প্রতি বছর বিভিন্ন দূর্যোগ পতিত হলেও জেলা পর্যায়ে কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সার্বিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি সিরাজগঞ্জ জেলার জন্য প্রনয়ন করা হয়েছে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

- ❖ পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দূর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করনে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উদ্ভাবন করা।
- ❖ স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করন ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- ❖ অপসারন, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপন ত্রান ও তাৎক্ষনিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- ❖ একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- ❖ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- ❖ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রনয়ণে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- ❖ সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি দূর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহন, কার্যকর ও অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি:

১.৩.১. জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান:

সিরাজগঞ্জ জেলা যমুনা নদীর তীর ঘেষেই রাজশাহী বিভাগে অবস্থতি। বিভাগ হতে ১৩০ কি: মি: দূরে অবস্থিত। জেলাটি বাংলাদেশের অক্ষাংশ ২৪°.০০ - ২৪°.৪০ দ্রাঘিমাংশ ৮৯° ২০ - ৮৯°৫০। সিরাজগঞ্জ জেলার উত্তর-পশ্চিমে বগুড়া ও নাটোর, পুর্ব-দক্ষিণে টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ ও পাবনা জেলা। সিরাগঞ্জ জেলায় মোট ৯টি উপজেলা, ১২টি থানা, ৬টি পৌরসভা, ৮২টি ইউনিয়ন। এই জেলার প্রধান প্রধান নদীগুলো হচ্ছে- যমুনা, বড়াল, ইছামতি, করতোয়া ও ফুলজোড় ইত্যাদি। মূলত যমুনার ভাঙ্গন রোধে জেলার চারটি উপজেলা ব্যাপী বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ রয়েছে। প্রতিটি উপজেলার সাথে পাকা রাস্তা রয়েছে। এছাড়াও গ্রাম থেকে গ্রামে যোগাযোগের জন্য কাচা রাস্তা রয়েছে।

১.৩.২ আয়তন :

আয়তন ২৪০২.০৫ বঃ কিলোমিটার। সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ৯টি উপজেলা, ১২টি থানা, ৬টি পৌরসভা, ৮২টি ইউনিয়ন, মৌজা-১৪৭২টি এবং ২১৮০টি গ্রাম রয়েছে।

জেলার নাম	উপজেলার নাম	মৌজার সংখ্যা	মৌজার নাম
সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	২০৬টি	মহিষামুড়া, একডালা, ফুল বয়রা, আগ বয়রা, খোদ্দ বয়রা, হরিণা রায়নপুর, বিনয়পুর,চক বাহুকা, রতনকান্দি, ভেন্না বাড়ী, খোলা বাড়ী, সরাতৈল, বাহুকা , শুকদেবপুর, গোবিন্দ পোটল, হরিণা, খামারগাতী, শ্যামপুর ও নারায়নদিয়া, বাগবাটি, মালি গাতি, আলোকদিয়া, হাসনা, সূবর্ণ গাতি, হরিণা গোপাল, ধলডোপ, কানগাতি, বৈদ্য ধলডোপ, গারুদহ, পানিয়াবাড়ী, চক মিরা খোর, হরিপুর, ঘোড়া চড়া, পিপুল বাড়িয়া, দত্তবাড়ী, চক ফুলকোচা, ফুলকোচা, ইছামতি, রাজিবপুর, নান্দিনা, বেজগাতি ও রাঙ্গালিয়া গাতি, বহুলী, ধীতপুর কানু, ধীতপুর আলাল, সাব্বিশা, খাগা, দক্ষিণ আলোকদিয়া, কালিদাসগাতি, চাদপাল, নুটি হরিণা, দেউজী, সিঙ্গারগাতি, ডুমুর, পদমপাল, রতুনী, হরিণাহাটা, রহিমপুর, রাজাপুর, বাগডুমুর, রঘুরগাতি, নিয়ামতপুর, সরাইচন্ডী ও ব্রক্ষখোলা, ফুলবাড়ী, রঘুনাথপুর, শিলন্দা, শিয়ালকোল, বিলধলী, বড় হামকুড়িয়া, চক শিয়ালকোল, খোদ্দ শিয়ালকোল, আড়িয়া মোহন, উত্তর সারুটিয়া, বহুতী, কয়েলগাতী, শিবনাথপুর, পশ্চিম মোহনপুর, চন্ডী দাসগাতী, ছোট হামকুড়িয়া, পশ্চিম কোনাগাতী, জগত গাতী, পাইকশা, পাচিল, দিয়ার পাচিল, ব্রাক্ষণ বয়রা, দৌলতপুর, খলিসাকুরা, শৈলাবাড়ী,চক খোকশাবাড়ী, খোকশাবাড়ী, গুনের গাঁতি, তেলকুপি, নওদা তেলকুপি, মুনসুমি, সাটিকা বাড়ী, ব্রাক্ষণ গাঁতি, শালুয়াভিটা, খিদরানী, আমিনপুর, খাতা, নওদা ফুলকোচা, ভুরভুরিয়া, বলিদহ, গুপিরপাড়া, শাহানগাছা, ঝিনাইগাতি, ছোনগাছা, পারপাচিল, ভাটপিয়ারী, বালিঘুগরী, ইটালী, বিল নলচুঙ্গী, বিলছিলপাতা, পাঁচ ঠাকুরী, মতিয়ারপুর, সিমলা, কেছুয়া হাটা, খারুয়া, জয়কৃষ্ণপাড়া, চর খারুয়া, পার মেছড়া, মেছড়া, বেতুয়া, বেড়াদড়ি, নলদাইর, খাস হুরকান্দি, রেহাই হুরকান্দি ভাঙ্গারা, রুপসা, তেঘড়ী, সাচালিয়া, খাসবালিয়ামেন্দা, আকনাদিঘী, গোটিয়া, খিদিরপুর, ঘোষের পটল, চাঁদগঞ্জ মুদীপাড়া, হাড়িভাঙ্গা, মাটিকোড়া, আঠার টাকার পাড়, উত্তর জামুয়া, হাট বয়রা, কাটেংগা, চক চিথুলিয়া, ভূতমা, বানিয়া বাড়ী, ক্ষুদ্র কাটেংগা, কাকমারী, সিংগাবিল, চিথুলিয়া, কাওয়াকোলা, কুড়িপাড়া, দোগাছী, মহেশকাংলা, বর্ণি, সয়াসেখা, মির্জাপুর, বড় কয়রা, দোরতা ছোট কয়রা, চন্ডাল বয়ড়া, বেরা বাড়ী, কালিয়া চৌধুরী, নারান বাড়ী, কালিয়া হরিপুর, তেতুলিয়া, বনবাড়িয়া, ছাতিয়ান তলী, মোরগ্রাম, বেলুটিয়া, বারাকান্দি, চাকুলী, রামগাতি, বিয়াড়া, ছোট পিয়ারী, বড় পিয়ারী ও সাপরী, খাস ছত্রগাছা, রেহাই ছত্রগাছা, যমুনাবালী, জগতলা, পূর্ব মোহনপুর, বাঐতারা, কোনাগাতি, কড্ডা, কৃষ্ণপুর, সদান্দপুর, জামতৈল, খিদিরপুর, জামতৈলদাস, জারিলা, সারটিয়া, দুখিয়াবাড়ী, সয়দাবাদ, গাছাবাড়ী, বড় শিমুল, পঞ্চসোনা, খাস বড় শিমুল, চক বয়রা ও বিরহাতী।

	কাজিপুর	১২৩টি	পারুলকান্দি, হরিনাথপুর, পরাণপুর, রশিকপুর, পাইকপাড়া, রৌহাবাড়ী, কৃষ্ণ গোবিন্দপুর, সোনামুখী, স্থলবাড়ী, গাড়াবেড়, কবিহার, বর্শী ভাঙ্গা,ভানুডাঙ্গা, সাতকয়া, হাটশিরা, মাথাইল চাপড়, ভবানীপুর, দুর্গতিয়াপাড়া, চালিতা ডাঙ্গা, লক্ষীপুর, কাচিহারা, খুকশিয়া, পশ্চিম বেতগাড়ী, কালিকাপুর, পাটাগ্রাম, বড়ইতলা, মীরারপাড়া, আলমপুর, গান্ধাইল, শুভগাছা, ঝুনকাইল, দোয়েল, চোরমারা, বয়রাবাড়ী, একডালা, রৌহাবাড়ী, বড়বাড়িয়া, আমননেহার, মেঘাই, ক্ষুদ বান্ধি, কাজিপুর, বিলদুয়ারিয়া, প্রজারপাড়া, চর সিংড়াবাড়ী, পূর্ব বেতগাড়ী, সিংড়াবাড়ী, হাটগাছা, সুতানারা, ভাটি মেওয়াখোলা, মাইজবাড়ী, ঢেকুড়িয়া, কুনকুনিয়া, পাইকরতলী, বানিয়াগাছা, যুক্তিগাছা, বিশিরগা, উজান মেওয়াখোলা, শানবান্দা, পীরগাছা, গোদার বাগ, বিলদলি, দাদবয়রা, খাসরাজবাড়ী, হাটশিরা, লক্ষীপুর, হাজরাহাটি, ভানু ডাঙ্গা, চর ভানু ডাঙ্গা, খুকশিয়া, গাড়াবেড়, গোদাগাড়ী, ভেটুয়া জগন্নাথপুর, চর ডগলাশ, চর মোমিন, ছালাল, সিন্দুর আটা, ঘুনাথপুর, জোড়মণি, গুজাবাড়ী, গুয়াখড়া, ভোলারদিয়া, রাজনাথপুর, চর নটি পাড়া, চর গিরিশ, বাউয়া মারী, উত্তর তেকানী, ফুলজোড়, নাটুয়ারপাড়া, খাস শুড়িবেড়, রেহাই শুড়িবেড়, জোড় গাছা, পানাগাড়ী, পার খুকশিয়া, জুমার খুকশিয়া, মানিক দাঈড়, আদিত্যপুর, কোনাবাড়ী, কিনারবেড়, দক্ষিণ তেকানী, চর পানাগাড়ী, চরদোরতা, চরপানাগাড়ি, পারদোরতা, চরজগন্নাথপুর, কাজলগ্রাম, নিশ্চিন্তপুর, গোয়ালবাথান, উত্তর ছালাল, শালদহ, ছিন্নাহ, চর শালদহ, শালগ্রাম, ভাওরামারী, দীঘল কান্দি, মাজনাবাড়ী, পূর্ব মাজনাবাড়ী, উত্তর কুমারিয়া বাড়ী ও দক্ষিণ কুমারিয়া বাড়ী।
	রায়গঞ্জ	১৯৩টি	আদিত্যবাড়ীয়া, আন্দ্রা, অজুনী, বাঁকাই, বাঁকাই, বড়ইল, বিনোদবাড়ী, চান্দের পাইকরা, ধামাইনগর, গোয়ালপাড়া, গোলতা, জামতৈল, খিয়াইল, খোদাদপুর, কোমরপুর, কৃষ্ণপুর, ক্ষিদ্র সুহারা, ক্ষিরতালা, কুড়চা, লক্ষিকোতলাতুর, মাঝডিয়া, মেছাবাড়িয়া, নবানকোটা, নেওপা, সাদ্রা, সারইল, শিবপুর, উত্তর ফরিদপুর, আকড়া, বন্দিহার, রানাইল, ভুঁইয়ট, ধনজাল, দোস্তপাড়া, গোপালপুর, গোথীতা, হাজিপুর, কলিয়া, খৈচালা, মধুপুর, মৌহার, নিমগাছি, পশ্চিম আটঘড়িয়া, পুল্লা, রুপাখাড়া, শিতলপাইক, সোনাখাড়া, শ্রীরামপুর, উঠরা হাজিপুর, আমসাড়া, বেতুয়া, চক দাউদ, চক ঘুঘাট, চৌধুরী ঘুঘাট, চুনিয়াখাড়া, ধুবিল কাতারমহল, ধুবিল মেহমানশাহী, গোপিনাথপুর, ইছাদহ, ঝাউল, খারিজা ঘুঘাট, মালতীনগর, নইপাড়া, সাতকুশি, শ্যামের ঘন, উত্তর পাড়া ভরমোহনী, শ্যামনাই, দেওভোগ, হাট ইচলা, খরদো রঘুনাথপুর, মরদিয়া, হারনি, ইচলাদিগর, ভুঞাগাতী, লাঙ্গালমোরী, চক গোবিন্দপুর, ঘুড়কা, রয়হাটি, জগন্নাথপুর, বাসুদেব কোলা, শ্রীরামের পাড়া, মধ্যপাড়া ভরমোহনী, চান্দাইকোনা, চকগাত্রা, সারটিয়া, নিঝুড়ি, সোনারাম, দেবরাহপুর, পারকোদলা, বিলধামাই, বল্লাভেংকর, সিমলা, খোদ দৌলতপুর, তবারী পাড়া, দাতিয়া দিগর, দেড়াগাতী, বেড়াবাজয়া, কোদলা দিগর, রূদ্রপুর, বাঐখোলা, ডুমরাই কাবারী পাড়া, পাইকড়া, খোকশাহাট, সরাইদহ, মোজাফ্ফারপুর, সরাই হাজীপুর, শ্যামঘোপ, লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রসাদ, প:লক্ষিখোলা, ঝাপাড়া, করিলাবাড়ী, আবুদিয়া,

			সোলিসাবলা, নলছিয়া, নিজপাড়া, বেতুয়া দিক্ষণপাড়া, রায়গঞ্জ, বিলচন্ডি, তেলীজানা, নলছিয়া, রৌহা, বাশুড়িয়া, আটঘটিয়া, পুর্ব আট ঘড়িয়া, ভিকনপুর, দরবস্ত, আলম চাঁদপুর, আংগারু, বিষ্ণুপুর, চকদাদের পাড়া, চক মনোহর, চর ফরিদপুর, দাদপুর, দত্তকুশা, গোপিনাথপুর, এরান্দহ ঝাকিড়ি, কাঠালবাড়িয়া, কুমেজপুর, পূর্ব মথুরামপুর, নলছিয়া, নলকা সেনগাতি, পূর্ব ফরিদপুর, রামপুর, সুজাপুর, তিন নান্দিনা, বেংনাই, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, চকনুর, দেউলমোরা, গ্রাম পাংঙ্গাসী, কালিনজা, মাটিকরা, মিক্রতেঘরী, মিরের দেউলামোর নওদা শালুয়া, নারায়ন শালুয়া, নারুয়া, রামেশ্বর গাতী, শ্রীদাস গাতি, ব্রাহ্মনভাগ, বারইভাগ, বুদারগাতি চক মোহনবাড়ী, বাসুরিয়া, ভাত হারিয়া, বিশ্বাসপাড়া, ব্রহ্মগাছা, চাঁদপুর, বৈবাঞ্জী গাতি, ধমদাস গাতি, গোদগাতি, হামেন দামেন, হাসিল হোসেন, হাসিল রঘুনাথপুর, ইলাঙ্গা, জানিকী গাতী, কয়ড়া, কালিয়াবাড়ি, খামার গাতি, কুমার গারা, কুঠারগাতি, রান্ডিলা প্রাসাদ, তেবাড়িয়া, ধানগড়া পূর্ব, ধানগড়া পশ্চিম, ধানগড়া উত্তর, সিমলা,রায়গঞ্জ উত্তর, রায়গঞ্জ মধ্য, রনতিয়া পূর্বপাড়া, দাশেরপাড়া, ধানগড়া উত্তর পূর্ব, পূর্ব লক্ষীখোলা উত্তর পাড়া, রনথিয়া উত্তর বাগাবাড়ি, বেতুয়া উত্তর, ক্ষুদ্র বাশুরিয়া, পূর্ব লক্ষিখোলা, উত্তর পাড়া, গুণগাতি, মকিমপুর, চক মাথুর, মহেষপুর, রাজিবপুর, মহেষপুর পশ্চিমপাড়া, রামনাথ ঝাপড়া,
	বেলকুচি	১০৮টি	শদকাদা, বেলকুচি, দেলুয়া, মনতলা, হাটবয়ড়া, রান্ধুনী বাড়ী, বয়ড়া মাসুম, কোনাবাড়ি, মাইঝাইল, সমেশপুর, ভাতুরীয়া, বেড়াখারুয়া, মকিমপুর, চন্দ্রপাড়া, রাজাপুর, ভাতুরীয়া, মধ্য খামার, বামনবাড়িয়া, আগুড়িয়া, শাহাপুর, হরিনাথপুর, নাগগাতি, আজুগড়া, কামারপাড়া, ভাঙ্গাবাড়ি, দৌলতপুর, ধুলগাগড়াখালী, গোপালপুর, গোপরেখী, জামতৈল, ক্ষিদ্রগোপরেখী, মামুদপুর, কান্দাপাড়া, শোলাকুড়া, মেঘুল্লা, শালদাইড়, গোপালপুর, চর নবীপুর, মাধবপুর, বিন্নাকান্দি, ধুল গাগড়াখালী, পেস্তুক, সগুনা, কল্যানপুর, সর্বতুলসী, ধুলদিয়ার, কলাগাছি, মেটুয়ানী, খামার উল্লাপাড়া, সড়াতৈল, লক্ষীপুর, পিরার চর, ধুকুরিয়া, বাহ্মনগ্রাম, চর গোঘাট, বালাবাড়ী, ধুকুরিয়া বেড়া, গয়নাকান্দি, কলের চর, বালিয়া পাড়া, মেহের নগর, চরবেল, ভাঙ্গাবাড়ী, কাটেঙ্গা, ছোটধুল, দূর্লবগাতি, দিঘুলিয়া, জাঙ্গালিয়া, পূর্বপাড়া, গোয়ালবাড়ী, ক্ষিদ্রচাপড়ী, বড়ধূল,কৃর্তিখোলা, বিলমহিষা, আলোকাদিয়ার, গাছচাপড়ী, বনখোরী, বিন্নিবাড়ী, খিদির সূবর্নসাড়া, বয়ড়াবাড়ী, বেড়া খারুয়া, ক্ষিদ্রমাটিয়া, সোহাগপুর, বাঙ্গুয়া, চালা, জিধুরী, গাড়ামাসি, মুকন্দগাতি, কামারপাড়া, তামাই, কাজিপুর, আদাচাকী, বানিয়াগাতি, চক নলুয়া, নিশি বয়ড়া, সেন ভাঙ্গাবাড়ি, চন্দনগাতি, গাবগাছি, বিশ্বাসবাড়ি,. জোকনালা, ভুতিয়াপাড়া, শালদাইড়, খাস সোনামুখি, ক্ষিদ্রজোকনালা, শেলবরিষা,
	চৌহালী	১৫২টি	বেতিল, চাঁদপুর, সদিয়া, মাঝগ্রাম, এলঙ্গিআটা, শংকরহাটি, দেওয়ানতলা, উল্লাপাড়া, খামারগ্রাম, এনায়েতপুর, ধুলিয়াবাড়ী, বিন্দহ, মহেশপুর, শাহপুর, গোলাবাড়ী, কান্দিপাড়া, ইজারাপাড়া, রামজীবনপুর, উত্তর বারবয়লা, দক্ষিণ বারবয়লা, মৌহালী, রেহাই ইজারাপাড়া, বোয়ালকান্দি, রেহাইমৌশা, উড়াপাড়া,

			গাড়াবাড়ী, রসুলপুর, সন্তুশা, কোচগ্রাম, মালিপাড়া, বসন্তপুর, স্থল, হাটবয়রা, নয়াপাড়া, বয়রা, দিঘলকান্দি, স্থলচর, লাঙ্গালমুড়া, দশসিকা, খাস দশসিকা, হটিবাড়ী, ফলসাটিয়া, বিষ্ণুপুর, কান্দাপাড়া, মন্ডলভোগ, রেহাই মন্ডলভোগ, মিশ্রিগাতি, স্থল নৌঘাটা, চালুহারা, বাইশবাড়ী, তেঘরি, গোস্বাইবাড়ী, কুরাগাছা, রেহাই ফলসাটিয়া, খাস ফলসাটিয়া, ছোট চৌহালী, বড় চৌহালী, গোপীনাথপুর, চর জাজুরিয়া, খাস ধলাই, রেহাই কাউলিয়া, হুইপাড়া, রুয়াজানী, বার পাখিয়া, মুরাদপুর পূর্ব, মুরাদপুর পশ্চিম, চর ধিতপুর, ঘোরজান, বালিয়াকান্দি, হাট ঘোরজান, দক্ষিণ বরঙ্গাইল, উত্তর বরঙ্গাইল, দক্ষিণ তেঘরি, বোচারগাতি, ফুলহারা, বাকুলিয়া, শম্ভুদিয়া, ব্রি দাশুরিয়া, পাকুটিয়া, পাঁচ শিমুলিয়া, পয়লা, থাক মধ্য শিমুলিয়া, চৌবাড়িয়া, আরাজী বিল জলহর, সিংগুলি, উমরপুর, আতিয়া ধুপুলিয়া, কাটালিয়া, ধুপকাঠি, ইউসুফ শাহী সলংঙ্গী, আগ শিমুলিয়া, গোরেখী, দত্তকান্দি, পাচুরিয়া, হাপানিয়া, পাতরাইল, মিনাদিয়া, শম্ভুদিয়া-১, শম্ভুদিয়া- ২, রেহাই পাত শিমুলিয়া, ধুপুলিযা, বাউশা, বিল জলহর,চান্দের, খাস কাউলিয়া, চর কুরকী, বৈন্যা, চর কোদালিয়া, খাস পুকুরিয়া, মিটাইল, শাকপাল, বীর মাশুকা, খাস আর মাশুকা, দেলদারপুর, এওয়াজী ধুপুলিয়া, এওয়াজী পাকুলিয়া, এওয়াজী সূরা, এওয়াজী গয়নাকান্দি, এওয়াজী কাঠালিয়া, এওয়াজী আর মাশুকা, এওয়াজী সিংগুলী, হিজুলিয়া, আরমাশুকা, খাস দেলদারপুর ও বীরবাউনিয়া, রেহাই পুকুরিয়া, চর নাকালিয়া, বিনা নই পূর্ব, বিনা নই পশ্চিম, বাঘুটিয়া পূর্ব, বাঘুটিয়া পশ্চিম, ঘোসুরিয়া, হাটাইল উত্তর, হাটাইল দক্ষিণ, চৌবাড়িয়া উত্তর, চৌবাড়িয়া দক্ষিণ, চর সলিমাবাদ, মশিপুর-১, মশিপুর-২, গাড়াদহ, গাড়াদহ ভায়া বিশ্বাস, নবীপুর, বারৈ টেপরী ও মাকরকোলা।
	উল্লাপাড়া	২০৩টি	ধরাইল, চেংটিয়া, সামাইল দহ, মাঝি পাড়া, রহমিপুর, গঙ্গারামপুর, বিনায়েকপুর, শমিলা, মোড়দহ, বাঙ্গালা, চক বাঙ্গালা, মধ্য মহষেপুর, ভয় নগর, বয়ড়া, পশ্চমি সাতবাড়িয়া, আফার, মধূকোলা, পিয়ারাপুর, বানিয়াকৈড়া, প্রতাপ, আলিয়ারপুর, ঘোনা, দক্ষণি গাইলজানি, উত্তর মোহনপুর, কৈগাতি, পশ্চমি মহষেপুর, ফাজলি নগর, গাড়শ্বের, বলোই, গজাইল, খানপুর, খোদ্দ গজাইল, ভায়রা, দঘিল গাঁ, চয়ড়া, চান্ডাল গাঁতি, আগদঘিল গাঁ, পাছ দঘিল গাঁ, বোড়িয়া, কমল মরচি, বগুড়া, বতেকান্দি, পংখারুয়া, খোলহাড়িয়া, দত্ত খাড়ুয়া, খোদ্দ বংকরিট, উধুনিয়া, বাবুলী দহ, হাটিকুমরুল, চড়িয়াউজরি, চড়িয়া, চড়িয়াশিকার, হাসান পুর, ধোপাকান্দি, পাঁচলিয়া, রানী নগর, আলোকদিয়া, দাদনপুর, বাদুল্লাপুর, রশদিপুর, তারুটিয়া, পাটধারী, বাকুন্ডা, আমডাংগা, হাববিপুর, বাখুঁয়া, ভট্টকাওয়াক, রতন কাওয়াক, মন্ডল জানি, পারতেতুলিয়া, খালিয়াপাড়া, মাগুড়াডাঙ্গা, চালা, পংরৌহা, গোয়ালজানি, পূর্ণিমাগাতি, পুকুরপাড়, ছয়বাড়ীয়া, উত্তর বেতুয়া, মিজাপুর ভেংড়ী, ঘিয়ালা, ফলিয়া, কোমলকান্দি, মধুপুর, পূবরাম কৃষ্ণপুর, রশিপাড়া, গোপালপুর, পারকুল, পুঠিয়া, খোশালপুর, পশ্চমি কৃষ্ণপুর, সনেগাঁতি, দাদপুর, ফরদিপুর, বামনঘিয়ালা,

			কালাসিংবাড়ী, ভেংড়ী, পাগলা, বোয়ালিয়া, গুয়াগাঁতি, ব্রক্ষকপালিয়া, পূর্বদেলুয়া, ভূতগাছা, বড়হর, মৈত্র বড়হর, সড়াতৈল, তেতুলিয়া, জামালপুর, ধুনচী, খাসচর জামালপুর, ডৈফলবাড়ী, আঙ্গারপাড়া, র্দূগাপুর, দক্ষনি মোহনপুর, বধনগাছা, বাল্লোপাড়া , দহকোলা, কোনাবাড়ী, এলংজানী, পারএলংজানী, বলতৈল, স্বল্প মামুদপুর, সূজা, কালিয়াকৈড়, পশ্চমি বংকরিট, র্পূব বংকিরাট, দক্ষনিবেতুয়া, কৈবত্ততগাঁতী, পশ্চমি বামন গাঁও, নাদা, হাজীপুর, চন্ডিপুর, আলীপ্রাম, রামাইল গ্রাম, রাহুলিয়া, চন্দ্রগাতী, ছোট কোয়ালীবেড়, খাদুলী, বড় কোয়ালীবেড়, শ্রী পাঙ্গাসী, আগ গয়হাট্টা, চকপাঙ্গাসী, সয়ৈদপুর, শকুলহাট, নরসিংহ পাড়া, আড়ুয়া পাঙ্গাসী, চকখাদুলী, হাওড়া, চাকশা, বড়পাঙ্গাসী, সলপ, রামগাঁতী, ভাবকী, গোবন্দিপুর, বামাইল, কানসোনা, শ্রীবাড়ী, হাড়িভাঙ্গা, কোনাবাড়ী মধু, র্পূবলক্ষীকোলা, নওকৈর, জোলাহাটি, সোনতলা, তারাবাড়ীয়া, নলসোন্দা, রামনগর, বন্যাকান্দি, কালীগঞ্জ তেতুলিয়া, রাঘববাড়ীয়া, র্পূবকৃষ্ণপুর, দমদমা, কোচবতেকান্দি, শাওকোলা, র্পূবভদ্রকোল, মাটিকোড়া, বতেবাড়ী, রামকান্তপুর, র্পূবসাতবাড়ীয়া, পঞ্চক্রোশী, রাখালগাছা, দাদপুর, নগরকয়ড়া, জঙ্গালখামার, খামারপাড়া, সড়াতলা, চড়ুইমুড়ী, হোড়পাড়া, মুহিষাখোলা, বাঘলপুর, আগকয়ড়া, র্দূগানগর, নন্দীগাঁতী, পাইকপাড়া, পারসোনতলা, বালসাবাড়ী, যোগিনীবাড়ী, মরিচা, মহানন্দপাড়া, র্পূবমহশেপুর, পশ্চমি লক্ষীকোলা, ভরৈব, ক্ষুদ্র মনোহারা, বড় মনোহারা, হমেন্তবাড়ী, শ্যামপুর, প্লু বামনগাঁও, বড়ো পাতিয়া, মূল বাড়ীয়া, রাজমান, রাউতান, ভাটবেড়া, ভাদালিয়াকান্দি, রাঙ্গাটিয়া, সল্প মনোহারা, ডুবডাঙ্গা, সলঙ্গা , বনবাড়ীয়া, গোজা, নাইমুড়ি, সাতটকিরী, তলেকুপি, বড়ো, দক্ষনি পাড়া ভরমোহনী, আংগারু, জগজীবনপুর , চৌবিলা , সিংগা, রুয়াপাড়া, শরফি সলঙ্গা, উত্তর পুস্তিগাছা, শহরিয়ারপুর, আগরপুর, খোদ্রসমিলা, রৌহাদহ, নলুয়া দিঘি, মাহমুদপুর, খৈইশ্বর, চৈত্রাহাটি, কৈমাঝিড়া, জালসুখা, পাঁচান, কুমার গাইলজানি, পশ্চমি রামকৃষ্ণপুর, দক্ষনি পুস্তগাছা, নন্দকুশা, শলি, কালিকাপুর, হরনিচরা, ভট্টমাঝিরা, বাদেকুশা, অলদিহ, ভেংড়ী, রহিমাবাদ, শ্রীকোলা, বারইয়া, ঝিকিড়া, ঘাষেগাঁতী, এনায়তেপুর, ভট্টকাওয়াক, বাখুঁয়া (আংশকি), সিংহগাঁতী (আংশকি), শ্রীফলগাঁতী, নেওয়ারগাছা
	শাহাজাদপুর	২৫৪টি	বলদিপাড়া হলদিঘর, বিলইরিল, বর্জবালা, বীর আঙ্গারু, চরহরিপুর, হরিরামপুর, কায়েমকোলা, কায়েমপুর, খাড়–য়াজঙ্গালা, পশ্চিম খাড়–য়া, স্বরাতলী, শায়েস্থাবাড়িয়া, বারাই তেপরি, বহাটা গাড়াদহ, গাড়াদহ, গাড়াদহ বিশ্বাস, মাকারকোলা, মাসিপুর, নবিপুর, পুরানতেপরি, আলোকাদিয়া, বহালবাড়ি, বেজগান্তি, চক পোতাজিয়া, নগরবয়েরা, নুকালি, নুনদাহ, পোতাজিয়া, রাউতারা, সাকতালা, টেউরবান্দা, আহমেদপুর, বাঘাবাড়ি, বাঘাবুনিয়াল, বাঘুটিয়া, বড় বুনয়াদারি, বহুলবাঘুটিয়া, বিল কলমি, চক আইমা, চয়েরা, ধুনাইল, চৌহুটা বুনয়াদারি, কারশালিকা, লোকনা, মোয়াখোলা, রামকৌহরা, রুবাবাটি, সান্তোশা, শিলাচাপড়ি, বারনিয়া, বয়েরা, বেনতিয়া,

			দত্তদুরতা, দুরতামিহি, দুগালি, গালা, গারজানা, কাশিপুর, কাশচর পিছাখোলা, পাইকান্দা, তারাতাইয়া, বচড়া, বাধিখোলা, বাশুরিয়া, বোগিরহাট পুটিয়া, চকজমিরতা, কাকুড়িয়া, কিসমাট জমিরতা, নন্দলালপুর, পোরজানা, রানিখোলা, উল্টাডাব, বাজিয়ারপাড়া, বেড়াকচুটিয়া, দেয়া, ফরিদপাঙ্গাসী, হামলাখোলা, ইশ্বরদ্বী, কুমিরঘোয়ালিয়া, নগরডালা, নারুউয়া, পাঙ্গাসী ফরিদ, রয়পুর, শ্রীপালতোলা, শাহাজাদপুর (পাট), রতনকান্দি (পাট), আজবেড়া, আগনুখালী, বেলতৈল, বেতকান্দি, চর বেতকান্দি, ধরজামতেল, ঘোরশাল, গোপিনাথপুর, কাদিয়াবদলা, মালতিডাঙ্গা, মরাকাদিয়া,সাতবাড়িয়া, তেলকুপি, আড়কান্দি, ব্রহমগাঁও, জগিবাড়ি, খুকশাবাড়ি, খুকনী, রুপনাই, রুপশি, ভাটদিঘুলিয়া, ভাটপাড়া,ঘুড়িবাড়ি, গোপালপুর, হাটপাচিল, জাগতেল, জয়পুর, কচুয়া, কৈজুরী, কায়ানাথাই, মৌকুরী, থুটিয়াপাচিল, পূর্বকারুয়া, পশ্চিম চরিয়াপাচিল, আগবানঘানা, আরাজি বানাটিওর, বানাতিওর, বানিয়া শিঙ্গুলি, বড়চানতারা, ভামুরিয়া, ছোট চানতারা, দায়কান্দি, দাশুড়িয়া, দোহিতপুর, হর দিঘুলিয়া, ক্ষুদ্র দাশুড়িয়া, কুরসি, মাকড়া, পঞ্চবাংলা, সোনাতনী, শ্রীপুর, বাতিয়া, চর নরিনা, নরিনা, নারায়ানদহা, পাড়কোলা, বিহকা, সেন্টার চর, ধাউদাশ পট্টি, ঘাটিবাড়ি, জালালপুর, লুকানপাড়া, মালকান্দি, পাকুড়তলা, পূর্বশরাতেল, সায়েদপুর, শক্তিদাহপুর, পারুলকান্দি, হরিনাথপুর, পরাণপুর, রশিকপুর, পাইকপাড়া, রৌহাবাড়ী, কৃষ্ণ গোবিন্দপুর, সোনামুখী, স্থলবাড়ী, গাড়াবেড়, কবিহার, বর্শী ভাঙ্গা,ভানুডাঙ্গা, সাতকয়া, হাটশিরা, মাথাইল চাপড়, ভবানীপুর, দুর্গতিয়াপাড়া, চালিতা ডাঙ্গা, লক্ষীপুর, কাচিহারা, খুকশিয়া, পশ্চিম বেতগাড়ী, কালিকাপুর, পাটাগ্রাম, বড়ইতলা, মীরারপাড়া, আলমপুর ও গান্ধাইল, শুভগাছা, ঝুনকাইল, দোয়েল, চোরমারা, বয়রাবাড়ী, একডালা, রৌহাবাড়ী, বড়বাড়িয়া ও আমননেহার, মেঘাই, ক্ষুদ বান্ধি, কাজিপুর, বিলদুয়ারিয়া, প্রজারপাড়া, চর সিংড়াবাড়ী, পূর্ব বেতগাড়ী ও সিংড়াবাড়ী, হাটগাছা, সুতানারা, ভাটি মেওয়াখোলা, মাইজবাড়ী, ঢেকুড়িয়া, কুনকুনিয়া, পাইকরতলী ও বানিয়াগাছা, যুক্তিগাছা, বিশিরগা, উজান মেওয়াখোলা, শানবান্দা, পীরগাছা, গোদার বাগ, বিলদলি, দাদবয়রা, খাসরাজবাড়ী, হাটশিরা, লক্ষীপুর, হাজরাহাটি, ভানু ডাঙ্গা, চর ভানু ডাঙ্গা, খুকশিয়া, গাড়াবেড়, গোদাগাড়ী, ভেটুয়া জগন্নাথপুর, চর ডগলাশ, চর মোমিন, ছালাল, সিন্দুর আটা, ঘুনাথপুর, জোড়মণি, গুজাবাড়ী, গুয়াখড়া, ভোলারদিয়া, রাজনাথপুর, চর নটি পাড়া, চর গিরিশ, বাউয়া মারী, উত্তর তেকানী, ফুলজোড়, নাটুয়ারপাড়া, খাস শুড়িবেড়, রেহাই শুড়িবেড়, জোড় গাছা, পানাগাড়ী, পার খুকশিয়া, জুমার খুকশিয়া, মানিক দাঈড়, আদিত্যপুর, কোনাবাড়ী, কিনারবেড়, দক্ষিণ তেকানী, চর পানাগাড়ী, চরদোরতা, চরপানাগাড়ি, পারদোরতা, চরজগন্নাথপুর, কাজলগ্রাম, নিশ্চিন্তপুর, গোয়ালবাথান,উত্তর ছালাল, শালদহ, ছিন্নাহ, চর শালদহ, শালগ্রাম, ভাওরামারী, দীঘল কান্দি, মাজনাবাড়ী, পূর্ব মাজনাবাড়ী, উত্তর কুমারিয়া বাড়ী ও দক্ষিণ কুমারিয়া বাড়ী।

	তাড়াশ	১৭৮টি	তাড়াশ, কহিত, ক্ষুদ্রমাঝি, বনপাড়া, ঘোলচাড়িয়া, বড়গ্রাম, চরজয়কৃষ্ণপুর, মঙ্গলবাড়িয়া, ষোলাপাড়া, চরমাগুরা, খাটিগাছা, কাউরাইল, বোয়ালিয়া, চরগোপীনাথপুর, মথুরাপুর, কলামূলা, চক কলামূলা, খসালপুর, জৈন্তিপুর, ভানর গাড়ী, বড়ইচড়া, ভেংরী, রোকনপুর, তারাটিয়া, হাড়িসোনা, কুন্দাশোন, দামড়া, দেওঘর, পাড়িল বড়ইচড়া, চক দেবী রামপুর, চৌড়া, পাড়িল, লাউতা, গোন্তা, চাদপুর, উপ সিলেট, নামা সিলেট, মানিক চাপড়, গুল্টা, গুল্টা গোলাপুর, পান্তুরা, পদ্মপাড়া, তালম আদার পাড়া, তালম, কাটাবাড়ী, কুশাবাড়ী, পোয়াতি, সগুনা, মাকরশোন, লালুয়া মাঝিড়া, কামারশোন, ধাপ তেতুলিয়া, ভেটুয়া, কুন্দইল, আরাজী ভেটুয়া, বিন্নাবাড়ী, বিল বিন্নাবাড়ী, বিল টেপিগাড়ী, সরাপপুর, ঝুড়ঝুড়ি, সোনাপাতিল, ওয়াশীন, বলভা, বেনাশীন, চক সরাপপুর, কাঞ্চনেশ্বর, চলাগাড়ী, জাহাঙ্গীরগাতি, পৌষা, বিলাসপুর, কাস্তা, মালশীন, গুরমা, ক্ষোদ্র মাধাইনগর, ধনকুনশী, মরা শকুনা, উত্তর মথুরাপুর, গুয়ারাখি, শুভার, মাদারজানি, ভিকমপুর, ভাদাস, মাধাইনগর, বারুহাস, সরাবাড়ী, সাচানদিঘী, দিঘড়িয়া, সানরা, মনোহরপুর, বস্তুল, পলাশী, বটগাড়ী, ছোট পোয়াতা, বড় পোয়াতা, লাঙ্গালমুড়া, লাউসোন, রানীদিঘী, পেংগুয়ারী, কাজীপুর, শিবপুর, বৈদ্যনাথপুর, বিনসারা, আসানবাড়ী, চৌবাড়িয়া, চক মির্জাপুর, কোহিত তেতুলিয়া, কুসুম্বি, চৌবাড়িয়া চকি, বিনোদপুর, নওগা, হাসানপুর, বিনোদভাটরা, বড়ভাটরা, মহষিকুটি, দেবীপুর, মহষিরৌখালী, বীররৌহালী, পঙরৌহালী, ভায়হাট, কালূপাড়া, খালকুল্লা, মাটিয়ামালিপাড়া, চৌপাকিয়া, ইসলামপুর, বানিয়াবহুর, চকরসুল্লা, শাকোয়াদিঘী, খোলাবাড়িয়া, কালিদাসীনিলি, দেওড়া, দেশীগ্রাম, দুলিশ্বর, শাকমল, জন্তিহার, উষাইকোল, নাড়াতেঘরী, মেঘার চড়া, ভোগলমান, সদানন্দপুর, ক্ষিরপোতা, উত্তর শ্যামপুর, বলদীপাড়া, সিঙ্গারপাড়া, শিলংদহ, পশ্চিম পাইকড়া, কুমাল্লু, বিষমডাঙ্গা, ভাটারপাড়া, ঘেচুগাড়ী, আরঙ্গাইল, কর্নঘোষ, রাধাকান্তপুর, ধলাপাড়া, ক্ষিরশীন, গুড়পিপুল, চন্ডিভোগ, টাগরা, বড় মাঝ দক্ষিণা, ছোট মাঝ দক্ষিণা, কৃষ্ণপুর, দীঘি শকুনা, মাগুরা বিনোদ, মাগুরা মকুন্দ, ঘরগ্রাম, দবিলা, ললুয়াকান্দি, হামকুড়িয়া, দক্ষণি শ্যামপুর, হামকুটিয়া, চর হামকুটিয়া, নাদু সয়ৈদপুর,
	কামারখন্দ	৫৫টি	রসুলপুর, বারাকান্দ, শাহবাজপুর, ধলশ্বের, তাজলপাড়া, শ্যামপুর, বাঁশবাড়ীয়া, কাজীপুরা, চৌবাড়ী, বলরামপুর, রায়দৌলতপুর, দশসকি কুড়া উদয়পুর, কুড়া, কুড়া উদয়পুর, পন্তেক, জামতলৈ, কণসূতী, কামারখন্দ, পাকুরয়ি, টংরাইল, ধোপাকান্দ, হালুয়াকান্দ, টংরাইল, টংরাইল, নান্দনি মধু, ভারার চর, ভদ্রঘাট, চরৈগাঁত, ধামকলৈ, বানয়িগাঁত, মঘোই ভদ্রঘাট, ক্ষদ্রিঘাট, মধ্য ভদ্রঘাট, দোগাছ, উদয়কৃষ্ণপুর, পুরান দোগাছ, মুগ বলেই, সয়ৈদগাঁত, চৌদুয়ার, বয়িরা, ছোট ধোপাকান্দ, নান্দনি কামালয়ি, গাড়াবাড়ী,চরগাড়া বাড়ী, ঝাটবিলোই, কোনাবাড়ী, স্বল্পমাহমুদপুর, জয়নেবড়ধুল, খামার বড়ধুল, ময়নাকান্দ, পাঁচবাড়য়ি, চালা, চকশাহবাজপুর, ভারাংগা, ঝাঐল, চাঁদপুর, মামুদাকোলা, বাগবাড়ী, বালুকোল, তঘেরী, পাইকশা, লাহড়ি বাড়ী
	০৯টি	**১৪৭২টি**	

১.৩.৩ জনসংখ্যা:

সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট জনসংখ্যা-৩০,৯৭,৪৮৯জন, পুরুষ-১৫,৫১,৩৬৮, মহিলা-১৫,৪৬,১২১ ও মোট পরিবারের সংখ্যা-৭,১৫,০১২ টি রয়েছে।

উপজেলার নাম	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা	ভোটার
সিরাজগঞ্জ সদর	২৭৯১১৩	২৭৬০৪২	২৭৭৫৭	৫৫৫১৫	৫২৩৭৫	৫৫৫১৫৫	১২৫৪৮৫	৩৫৩৭৮৮
কাজিপুর	১৩৪৯৯২	১৩৯৬৮৭	১৩৭৬২	২৭৪৬৮	২৬২২৫	২৭৪৬৭৯	২৭৪৬৭৯	১৮৩৩১৫
রায়গঞ্জ	১৫৮৬০৪	১৫৯৫৬২	১৫৮৮৩	৩১৭৬৬	৩০২৬৫	৩১৭৬৬৬	৭৭১৯৮	১০২২২৭
তাড়াশ	৯৭৪৪৭	৯৯৭৬৭	৯৮৬০	১৯৭২১	১৮৭১৪	১৯৭২১৪	৪৮৯৪২	১২৭১২৭
উল্লাপাড়া	২৬৯৪৮১	২৭০৬৭৫	২৭০০৮	৫৪০১৫	৫২০১২	৫৪০১৫৬	১২৩৮৬৪	৩৪৭০৪০
শাহাজাদপুর	২৮৩৩৩০	২৭৭৭৪৬	২৮০৫৩	৫৬১০৭	৫১৩২৫	৫৬১০৭৬	১২৩৮৬৪	৩৪৭০৪০
চৌহালী	৮০২৫২	৭৯৮১১	৯৬০৩	১৯২০৭	১৬০৬৩	১৬০০৬৩	৩৯৮৭২	৮৭২৮৪
বেলকুচি	১৭৯৭৩৮	১৭৩০৯৭	২৪৬৯৮	৪৯৩৯৭	৩২০৬৫	৩৫২৮৩৫	৭৪৪৫০	২১৫৯৯৩
কামারখন্দ	৬৮৪১১	৭০২৩৪	৯০১২	১৮০২৪	১৩২৪৫	১৩৮৬৪৫	৩১৯১	৮৯৯৯২
মোট	১৫৫১৩৬৮	১৫৪৬১২১	১৬৫৬৩৬	৩৩১২৭২	২৯২২৪৯	৩০৯৭৪৮৯	৭১৫০১২	১৮৬৩২০৩

তথ্য সূত্র : জেলা নির্বাচন অফিস,সিরাজগঞ্জ

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠমো সংক্রান্ত তথ্য সমূহ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১.৪.১ অবকাঠামো :

বাঁধ :

সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ৮০ কিলোমিটার বাঁধ রয়েছে। বাঁধগুলোর গড় উচ্চতা আর এল (রিডিউস লেভেল) ৫.৫ থেকে ৭ মিটার। প্রতিবছর বর্ষায় বাঁধগুলো কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য প্রতিবছরই বাঁধগুলো সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে। উল্লেখ্য যে, সিরাজগঞ্জ জেলা রক্ষার জন্য যমুনা নদীর ধার দিয়ে বিশাল একটি **হার্ড পয়েন্ট** বাঁধ আছে, যার দৈর্ঘ্য ২৫৫০মিটার। বিশাল বাঁধটি পাথর, কনক্রিট দিয়ে নির্মিত। এই বাধেঁর উপর একটি ইকো পার্ক আছে। অত্র এলাকার জনগন এবং পর্যটকেরা বাঁধটি বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে।

উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ।

স্লুইচ গেইট : সিরাজগঞ্জ জেলায় ২৮টি স্লুইচ গেইট রয়েছে। এর মধ্যে ১৯ টি সচল এবং ০৯ টি অকেজো রয়েছে।

উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ।

ব্রীজ : সিরাজগঞ্জ জেলায় ব্রীজের সংখ্যা ১,৯৮৫টি রয়েছে। এর মধ্যে সড়ক ও জনপদ এর আওতাধীন ৮৩৫ টি এবং এলজিইডি-এর আওতাধীন ১১৫০ টি ব্রীজ রয়েছে। সবগুলো ব্রীজই সচল রয়েছে।

উৎসঃ সড়ক ও জনপদ বিভাগ এবং এলজিইডি, সিরাজগঞ্জ।

কালভার্ট : সিরাজগঞ্জ জেলায় কালভার্টের সংখ্যা ৩,০১৯টি রয়েছে। এর মধ্যে সড়ক ও জনপদ এর আওতাধীন ১০৪২ টি এবং এলজিইডি-এর আওতাধীন ১৯৭৭ টি কালভার্ট রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ২৯৭৫ টি সচল এবং ৪৪ টি অকেজো রয়েছে।

উৎসঃ সড়ক ও জনপদ বিভাগ এবং এলজিইডি, সিরাজগঞ্জ।

রাস্তা : সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ১,৬৭৩টি রাস্তা আছে, যার দৈর্ঘ্য ৪,৪৭৫কিলোমিটার, এর মধ্যে পাকা রাস্তা ৯২৯ কি: মি:, কাঁচা রাস্তা- ৩৪০৭ কি:মি:।রাস্তাগুলোর গড় উচ্চতা ৬ ফুট। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জেলায় মোট ৪৪৭৫ কি.মি. রাস্তার মধ্যে ১২৪২কি.মি. রাস্তা বন্যা ঝুঁকিমুক্ত।

উৎসঃ সড়ক ও জনপদ বিভাগ এবং এলজিইডি, সিরাজগঞ্জ।

সেচ ব্যবস্থা : সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ১০২৯৯০টি নলকুপ রয়েছে যার মধ্যে গভীর নলকুপ-৭৫২টি, হস্তচালিত নলকুপ সরকারী-৩১,৩৩৮টি, ব্যাক্তি মালিকানাধীন- ৬৫,৭৮৮টি, শ্যালোমেশিন-১,২৯০টিসহ মোট ৯৫,১২৬টি নলকুপ চালু রয়েছে, বন্ধ আছে ৩,৮২২টি নলকুপ। সিরাজগঞ্জ জেলার সেচ ব্যবস্থার তালিকা সংযুক্ত করা হলো।

তথ্য সূত্র : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন।

হাটবাজার :

সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ৫০টি হাট বাজার রয়েছে, হাট বাজর গুলো শনিবার, মঙ্গালবার ও বৃহস্পতিবার বসে। ৫০টি হাট বাজারের মধ্যে দোকানের সংখ্যা ১১,২৮৫টি, এবং সমিতির সংখ্যা ৫০টি। সিরাজগঞ্জ জেলার হাট বাজারের তালিকা সংযুক্ত করা হলো।

উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সিরাজগঞ্জ।

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ:

ঘরবাড়ি :

সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ঘরবাড়ি/পরিবার/খানার সংখ্যা ৭,১৫,০১২টি, এর মধ্যে পাকা ঘর-২,৫০,২৫৪টি এবং কাঁচা ঘর-৪,৬৪,৭৫৮টি রয়েছে। এর মধ্যে কাঁচা, পাকা, আধাপাকা, ছনের এবং টিনের ঘর উল্লেখযোগ্য। কাঁচাঘর সাধারণতঃ মাটি, টিন, ছন, ইকর, বাঁশ ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়। পাকা ঘর তৈরি করা হয় ইট, বালি, সিমেন্ট, রড, পাথর ইত্যাদি দিয়ে। আবার আধাপাকা ঘর ইট, বালি, সিমেন্ট, রড ও টিন দিয়ে তৈরি করা হয়। এছাড়া, ছনের ঘর ছন ও ইকর বেড়া দিয়ে এবং টিনের ঘর টিন, কাঠ ও লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়।

উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সিরাজগঞ্জ।

পানি :

সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ১,০২,৯৯০টি নলকুপ রয়েছে যার মধ্যে গভীর নলকুপ-৭৫২টি, হস্তচালিত নলকুপ সরকারী-৩১,৩৩৮টি, ব্যাক্তি মালিকানাধীন- ৬৫,৭৮৮টি, শ্যালোমেশিন-১,২৯০টিসহ মোট ৯৫,১২৬টি নলকুপ চালু রয়েছে, বন্ধ আছে ৩,৮২২টি নলকুপ।সিরাজগঞ্জ জেলার নলকূপের তালিকা সংযুক্ত করা হলো।

তথ্য সূত্র : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, সিরাজগঞ্জ।

পয়:নিষ্কাশন :

সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ৪,৪৪,১২২টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে। এর মধ্যে ১,৫৫,৪৪৩টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করায় পায়খানাগুলো বন্যার সময়ে ব্যবহার উপযোগী থাকে। সিরাজগঞ্জ জেলার ৬৫% অধিবাসী স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। সিরাজগঞ্জ জেলার পয়:নিষ্কাশন-এর তালিকা সংযুক্ত করা হলো।

তথ্য সুত্র : মো: তবিবুর রহমান,০১৭১৪-৯৭২৯৮২, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর,সিরাজগঞ্জ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান:

সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ৬২৯ টি সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ৫,৬৭৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে মোট ৩,০৩,৩৭৫ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এর মধ্যে মোট ৩৪৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২,৪১৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। এতে ২,৫২,১৪০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এছাড়া, জেলার মোট ১৪৮ টি সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১,৪৫২ জন শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ৫২,১৯৬ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। জেলার মোট ৯৬ টি মাদ্রাসায় ১,২৩৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। এতে ৩২,৮৭০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। জেলায়-২টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৫ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। এতে ৯৮২জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে।

উৎসঃ উপজেলা প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অফিস, সিরাজগঞ্জ।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান:

সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ৪,০৪৪টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ৩,৫৬৭টি মসজিদ, ৪৭৭টি মন্দির রয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংযুক্ত করা হলো।

তথ্য সূত্র :জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সিরাজগঞ্জ

ধর্মীয় জমায়েতের স্থান (ঈদগাহ):

সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ১,২৯১ টি ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাহ) রয়েছে। ঈদগাহগুলো জেলার ০৯ টি উপজেলায় বিদ্যমান।

উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস,সিরাজগঞ্জ

স্বাস্থ্য সেবা:

সিরাজগঞ্জ জেলায় ১ টি জেলায় জেনারেল হাসপাতাল, ১ টি মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্র, ১ টি বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, ১ টি ডায়েবেটিক হাসপাতাল, ৮ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৬৫ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ৩৪৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩১টি রয়েছে। জেলায় চক্ষু হাসপাতালসহ মোট ৩৪ টি বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রয়েছে। জেলার এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মোট ১১৭ জন ডাক্তার ও ১৫১ জন নার্স রয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলার স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের তালিকা সংযুক্ত করা হলো।

উৎসঃ **জেলা সিভিল সার্জন অফিস**, সিরাজগঞ্জ

ব্যাংক:

সিরাজগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন ব্যাংকের মোট ৯৮ টি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক,ওয়ান ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ব্যাংকগুলো এখানে কৃষিঋণ, ব্যবসা ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ, আমানত সংগ্রহ ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। সিরাজগঞ্জ জেলার ব্যাংকের তালিকা সংযুক্ত করা হলো।

উৎসঃ জেলার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, সিরাজগঞ্জ।

পোষ্ট অফিস :

সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ২১৪ টি পোস্ট অফিস রয়েছে। পোস্ট অফিসগুলো সিরাজগঞ্জ জেলার ০৯ টি উপজেলায় অবস্থিত। পোস্ট অফিসগুলো এখানে চিঠি ও পার্সেল আদান প্রদান, রেভিনিউ ও জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, পোস্টাল অর্ডার, মানি ট্রান্সফার ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে।

উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সিরাজগঞ্জ।

ক্লাব ও সংস্কৃতিক কেন্দ্র:

সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ৭৩১ টি ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও ৯৫টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো সিরাজগঞ্জ জেলার ০৯ টি উপজেলায় অবস্থিত। ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো এখানে বিভিন্ন রকমের সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করছে।

উৎসঃ জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ।

 # এনজিও/ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ:

ক্রমিক নং	এনজিও'র নাম	কি বিষয়ে কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
০১	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)	সঞ্চয়, অনুদান, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন, স্বাস্থ্যসেবা, চরজীবিকায়ন।	৮৪৪৫	চলমান
০২	মানবমুক্তিসংস্থা (এমএমএস)	প্রতিবন্ধী উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন, স্বাস্থ্যসেবা, চরজীবিকায়ন।	৭২১৫	চলমান
০৩	ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)	পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, সঞ্চয়, বনায়ন।	১০৬২৫	চলমান
০৪	সোসিও হেলথ এন্ড রিহাবিলেটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, এসিড সন্ত্রাস নির্মুল,মানবাধিকার, স্বাবলম্বী, কৃষি।	৭৩৭৬৬	চলমান
০৫	গণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি	২১৩৫	চলমান
০৬	গণ কল্যাণ সংস্থা	সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, নারীর ক্ষমতায়ন, কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন।	৩৪৬৮	চলমান
০৭	দীপসেতু	সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, নারীর ক্ষমতায়ন, কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন, স্যানিটেশন।	৪৮৩৪	চলমান
০৮	হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এইচআরডিপি)	শিক্ষা উপকরণস রবরাহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠভরাট, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।	৩২১৪	চলমান
০৯	সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম (সুক)	সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ,নারীর ক্ষমতায়ন, প্রশিক্ষণ।	২৯৭৪	চলমান
১০	পল্লী রক্ষা সংস্থা (পরস)	সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ,নারীর ক্ষমতায়ন, প্রশিক্ষণ।	২৮৪৫	চলমান
১১	পটল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (পিএসইউএস)	সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, প্রশিক্ষণ।	১৯৮৭	চলমান

ক্রমিক নং	এনজিও'র নাম	কি বিষয়ে কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
১২	বাংলাদেশ ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দি বস্নাইন্ড (বিএনএসবি)	বিনামূল্যে গরীব রোগীদের চক্ষু চিকিৎসা।	২০৩৬	চলমান
১৩	শিসউক	অভিবাসীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকরণ, শিক্ষা স্বাস্থ্য,এইচআইভিএইচ।	৩১০২	চলমান
১৪	উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি (ইউডিপিএস)।	সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, পশু সম্পদ উন্নয়ন।	২৪৩৬	চলমান
১৫	শক্তি ফাউন্ডেশন	সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, পশু সম্পদ উন্নয়ন।	৪৩১২	চলমান
১৬	আরচেস	সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন।	৩১২০	চলমান
১৭	সাউথ এশিয়াপার্টনাশীপ (স্যাপ)	সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ, প্রাঃশিক্ষা বিষয়ক, অন্ধ শিশুদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পুনর্বাসন, নারীর ক্ষমতায়ন।	৪২৮৭	চলমান
১৮	ব্র্যাক	ক্ষুদ্রঋণ,সঞ্চয়, গবাদি পশুপালন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্যানিটেশন, উফশী বীজ উৎপাদন।	১০৮৩৫	চলমান
১৯	লেপ্রা বাংলাদেশ	যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন।	২৪৯৬	চলমান
২০	আশা	ক্ষুদ্রঋণ, সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ।	৫৬৩৪	চলমান
২১	মেরী ষ্টোপস ক্লিনিক	প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা	১৯৮৫	চলমান
২২	নারী ও শিশু কল্যাণ সংস্থা (এনএসকেএস)	ক্ষুদ্রঋণ, সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ।	২৬৩৪	চলমান
২৩	সিরাজগঞ্জ উত্তরণ মহিলা সংস্থা	এ্যাডভোকেসি, মানবাধিকার, ওয়ার্কশপ, নারী ক্ষমতায়ন।	২৩৪৫	চলমান
২৪	এডিডি, বাংলাদেশ	প্রতিবন্ধী উন্নয়ন, পুনর্বাসন ইত্যাদি।	৩৪৬৮	চলমান
২৫	প্রোগ্রাম ফর পিপুল ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি)	স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবিইউনিসেফপ্রকল্প)।	৩৫২৪	চলমান
২৬	দীপ শিখা	ক্ষুদ্রঋণ, কৃষি, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মহিলা উন্নয়ন, আর্সেনিক, বনায়ন, পশুপালন, রাস্তা মেরামত, আদিবাসী উন্নয়ন।	৭৬২৫	চলমান
২৭	নিজেরা করি	সোস্যাল মোবিলাইজেশন, ভয়েস এ্যান্ডডেমোক্রাসী।	৪৬৮১	চলমান
২৮	গুডনেইবাস বাংলাদেশ	কৃষি, স্বাস্থ্য, যুব উন্নয়ন, স্থানীয় এনজিওদেরকে ক্ষমতায়ন করা।	৩৫৪৬	চলমান

ক্রমিক নং	এনজিও'র নাম	কি বিষয়ে কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
২৯	বুরো বাংলাদেশ	ক্ষুদ্রঋণ, রেমিটেন্স, স্যানিটেশন, বৃক্ষরোপন, প্রশিক্ষণ।	৬৪৮২	চলমান
৩০	পরিবর্তন	সমাজের দুঃস্থ ভূমিহীন ও দরিদ্র মানুষের সহায়তা, শিক্ষা,স্বাস্থ্য, প্রতিবন্ধী, বনায়ন, পাঠাগার ও ঋণ সহায়তা।	৫৯৮৭	চলমান
৩১	ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ	শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, দুর্যোগ ও পুনর্বাসন।	৫৬২৪	চলমান
৩২	দারিদ্র নিবারণ কেন্দ্র (ডিএনকে)	মাইক্রোক্রেডিট, গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য	৪৩২১	চলমান
৩৩	তিলোত্তমা মহিলা স্বেচ্ছা সেবী সংস্থা	প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য ও সংক্রমণ রোগ বিষয়ক নিয়ন্ত্রক।	৩৫২১	চলমান
৩৪	মুসলিম এইড ইউকো বাংলাদেশ ফিল্ড অফিস	ক্ষুদ্রঋণ, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন, বৃক্ষরোপণ	৩৪৫২	চলমান
৩৫	পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ (পিএসএফ)	পরিবার পরিকল্পনা ও শিশু সেবা	৪২৩৬	চলমান
৩৬	উত্তরায়ন জন কল্যাণ মহিলা সমিতি (ইউজেএমএস)	--	২৩১৫	চলমান
৩৭	হিউম্যান এইড সিরাজগঞ্জ (হ্যাস)	শিক্ষা, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষা প্রকল্প, চিকিৎসা প্রকল্প, ইয়াতিম প্রকল্প, সেলাই প্রশিক্ষণ।	৬৮৪৩	চলমান
৩৮	চাইল্ড সাইট ফাউন্ডেশন (সিএসএফ)	কমপ্রিহেনসিভ প্রোগ্রাম ফর বস্নাইন্ডচিলড্রেন ইন বাংলাদেশ	২৪৫৪	চলমান
৩৯	সেন্টার ফর মাস এডুকেশন ইন সায়েন্স (সিএমইএস)	সুবিধা বঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের সাধারণ শিক্ষা, প্রযুক্তি শিক্ষা এবং জেন্ডার শিক্ষা	৪৩১৫	চলমান
৪০	সেল্টার	মানব পাচার প্রতিরোধ মূলক সচেতনতা কার্যক্রম।	৬৪৩০	চলমান
৪১	বাংলাদেশ প্রগতি সংস্থা (বিপিএস)	সম্পদ সমাবেশীকরণের মাধ্যমে বাসত্মবায়ন, গৃহায়ণ প্রকল্প, পানি ও পয়ঃনিষ্কাষণ, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পূনর্বাসন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সামাজিক বনায়ন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, দূর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা, এইচআইভি/এইডস গণসচেতনতা ও পুকুরপুনঃ খনন ও মৎস্যচাষ।	৮৬১৫	চলমান
৪২	প্রাকটিক্যাল এ্যাকশন-বাংলাদেশ		১৩৫৪	চলমান

ক্রমিক নং	এনজিও'র নাম	কি বিষয়ে কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
৪৩	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোসাল এডভান্সমেন্ট (বাসা)	ভূমিহীন, প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি ও বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (ফুডফ্যাসিরিটিপ্রকল্প)	৪৩৫২	চলমান
৪৪	ইকো সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গারনাইজেশন (ইএসডিও)	ক্ষুদ্রঋণ, নিরাপদপানি, স্যানিটেশন, শিক্ষা, ভিজিডি মহিলাদের প্রশিক্ষণ।	৫৩১৫	চলমান
৪৫	ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রুরাল -পূয়র (ডরপ)	ক্ষুদ্রঋণ, নিরাপদপানি, স্যানিটেশন।	৪৩২৬	চলমান
৪৬	গ্রাম উন্নয়ন কর্ম কেন্দ্র (গাক)	ক্ষুদ্রঋণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।	৪৩২৮	চলমান
৪৭	কারিতাস বাংলাদেশ	স্বাস্থ্য, এ্যানিমেল, পশু সম্পদ উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ মাধ্যমে, বন্যার্তদের পুনর্বাসন।	৫৩১৫	চলমান
৪৮	ওয়াটার এইড	নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যগত আচরণ পালনের মাধ্যমে বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র কমিউনিটির জীবন যাত্রার মান উন্নতকরা।	৬৩২৮	চলমান
৪৯	ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)	শিখন কর্মসূচি (উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা)	১৫৫০	চলমান

খেলার মাঠ:

সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ৪৯৯ টি খেলার মাঠ রয়েছে। খেলার মাঠগুলো সিরাজগঞ্জ জেলার ০৯ টি উপজেলায় অবস্থিত। । এর মধ্যে ৭৫ টি খেলার মাঠ বন্যা লেভেলের উপরে হওয়ায় দুর্যোগের সময় এগুলো কাজে লাগে। ঐ সময় মাঠে মানুষ ও পশু সম্পদ আশ্রয় নিতে পারে। উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সিরাজগঞ্জ।

কবরস্থান/শ্মশান ঘাট:

সিরাজগঞ্জ জেলায় মোট ১০০৭ টি কবরস্থান ও ১৭২ টি শ্মশানঘাট রয়েছে। এগুলো সিরাজগঞ্জ জেলার ০৯ টি উপজেলায় অবস্থিত। অধিকাংশ কবরস্থান বন্যা লেভেলের উপরে হওয়ায় দুর্যোগের সময় বা বর্ষাকালে মৃতদেহ সৎকার করা সহজ হয়। অপরপক্ষে, বেশিরভাগ শ্মশানঘাট বন্যা লেভেলের নীচে হওয়ায় দুর্যোগের সময় বা বর্ষাকালে মৃতদেহ সৎকার করা কষ্টকর হয়। উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সিরাজগঞ্জ।

যোগাযোগ ও পরিবহন মাধ্যম:

জেলার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হল বাস, মিনিবাস, সিএনজি, লেগুনা, মোটর সাইকেল, ট্রাক, পিকআপ, লঞ্চ, নৌকা ও ইঞ্জিনচালিত নৌকা। স্থানীয় জনগণ বাস, মিনিবাস, সিএনজি, লেগুনা, মোটর সাইকেল, লঞ্চ, নৌকা ও ইঞ্জিনচালিত নৌকা ইত্যাদি পরিবহনের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করে থাকে। এছাড়া, ট্রাক, পিকআপ, লঞ্চ, ইঞ্জিনচালিত নৌকা ইত্যাদি পরিবহনের মাধ্যমে মালামাল একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে থাকে। উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সিরাজগঞ্জ।

বন ও বনায়ন :

সিরাজগঞ্জ জেলায় বঙ্গবন্ধু যমুনা ইকো পার্ক আছে যার আয়তন ৬০০। বন বিভাগের উদ্যোগে সেখানে আকাশমনি, শিশু, ঝাউ, আম, নিম, কৃষ্ণচুড়া, শোনালুসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রোপন করা হয়েছে। তাছাড়া সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে, বাঁধ, সওজ ও রেলওয়ের ৬৭৭কি:মি: রাস্তায় স্থানীয় সরকার, ব্যক্তিমালিকানা ও বিভিন্ এনজিওদের উদ্যোগে আকাশমনি, নিম, শিশু, কাঁঠাল, কড়ুই, মেহগনি, অর্জুন, বাবলা, চিকরাশি, বহেরা, গামার, আম, জাম, হরতকি, ও আমলকিসহ বিভিন্ন প্রজাতির বনজ ও ঔষধী গাছ রয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলার বনায়নের তালিকা সংযুক্ত করা হলো-

উৎসঃ বনবিভাগ, সিরাজগঞ্জ।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু :

বৃষ্টিপাতের ধারা:

বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৬১০ মিঃ মিঃ। সাধারণত বর্ষা মৌসুমেই পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। তবে অন্যান্য মৌসুমে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়। ইদানিং লক্ষনীয় যে, স্বাভাবিকের তুলনায় বৃষ্টির পরিমাণ কমে আসছে।

উৎস : আবহাওয়া অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ

তাপমাত্রা :

জেলার গড় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪.৬ ডিগ্রী সেন্টিঃ এবং সর্বনিম্ন ১১.৯ ডিগ্রী সেন্টিঃ। তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ করা যায় যেমন - পূর্বে শীতকাল শুরু হতো কার্তিক মাসেই। ইদানিং অগ্রহায়ণেও তেমন শীত পরিলক্ষিত হয় না। এছাড়া শীতের সময়কালও কমে এসেছে।

উৎস : আবহাওয়া অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ

ভু-গর্ভস্থ পানির স্তর:

সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ২২ থেকে ২৫ ফুট। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী হচ্ছে তবে শুষ্ক মৌসুমে খাবার পানি বা সেচের পানি তেমন সংকট হয় না।

উৎসঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ।

১.৪.৪ অন্যান্য :

ভুমি ও ভুমির ব্যবহার:

জেলার মোট জমির পরিমাণ ২,৪৪,৫৬৬ হেক্টর। আবাদযোগ্য জমি ১,৮৪,০৪০ হেক্টর, আবাদযোগ্য পতিত জমি ৮২০ হেক্টর, আবাদ অযোগ্য চরাঞ্চল ৭৩০ হেক্টর, জলাভূমি ১২১০০ হেক্টর, বনভূমি ১৬ হেক্টর, বশত বাড়ী ৪৮,৪১০ হেক্টর। এক ফসলী জমির পরিমাণ ২৬,০৭৫ হেক্টর, ২ ফসলী জমি ১,১০,৪১৮ হেক্টর, ৩ ফসলী জমির পরিমাণ ৪৬,৭২৭ হেক্টর।

কৃষি ও খাদ্য:

সিরাজগঞ্জ জেলার প্রধান প্রধান ফসলগুলো বরো ধান, রোপা আমন, আউস, বোনা আমন, গম, ভূট্টা, পাট, আখ, সরিষা, গোল আলু, শাক সবজি, ডাল জাতীয় ইত্যাদি।

প্রধান প্রধান ফসলগুলোর তথ্য নিম্নরুপ :

ফসলের নাম	আবাদকৃত জমি (হেঃ)	মোট উৎপাদন (মেঃ টন)	মন্তব্য
বোরো	১,৩৮,৬৯০	৫,৭২,২৩৮ (চাউল)	
রোপা আমন	৬৪,৯৮১	১,৪৮,০৩৫ (চাউল)	বন্যায় ক্ষতি - ৬৬৮০ হেঃ
আউশ	৬,৩০৫	১১,৯৩৫ (চাউল)	বন্যায় ক্ষতি- ১৬০ হেঃ
বোনা আমন	২২,৫০০	২০,১৩২ (চাউল)	বন্যায় ক্ষতি - ৬৬৭৭ হেঃ
গম	৪১৮০	১৩,১০৪	
ভুট্টা	৫০১৫	৩৭,৩৪১	
পাট	২৩,১৯০	১৯৭৯২২ (বেল)	বন্যায় ক্ষতি ৪৩৬৫ হেঃ
আখ	৩২৮৫	১৮৯০৭৫	
সরিষা	৫৩৪৫০	৫৩,২১৩	
চিনাবাদাম	২৮১০	৪,৬০৭	
গোল আলু	২৭১৫	৩৯,৯৩১	
শাকসবজি	৮৭৫০	১,৬০,৫৫১	
ডাল জাতীয়	২১,৭১৪	১২,৩৯৭	ক্ষতি + গোখাদ্য = ৪৫৯২ হেঃ

উৎস : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ

নদী:

সিরাজগঞ্জ জেলায় ছোট-বড় ৮ টি নদী রয়েছে। জেলার পাশ দিয়ে যমুনা নদী প্রবাহিত ও অন্যান্য নদী জেলার মধ্যে দিয়ে অন্যদিকে প্রবাহিত। প্রতি বছর যমুনার ভাঙ্গনে ৫ টি উপজেলা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নদী থাকার করণে এলাকার যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটছে। যেমন প্রচুর মাছ উৎপাদিত হচ্ছে এবং মালামাল পরিবহনে ব্যয় কম হচ্ছে। বালি, পাথর ও মাছ খুব অল্প সময়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে। অপকারের দিক থেকে বলতে গেলে প্রতি বছরে কিছু না কিছু জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ফলে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। জেলার নদীর তালিকা সংযুক্ত করা হলো-

উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ।

পুকুর :

জেলায় পুকুরের সংখ্যা ১৯,১৮৪ টি। সকল পুকুরেই কম বেশী মৎস্য চাষের মাধ্যমে এলাকাবাসী সুফলভোগ করে থাকে। সবগুলো পুকুর থেকে মাছ বিক্রয় করে প্রতিবছর বিপুল অঙ্কের টাকা আয় হচ্ছে যা সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

উৎসঃ জেলা মৎস্য অফিস, সিরাজগঞ্জ।

খাল:

সিরাজগঞ্জ জেলায় খালের সংখ্যা প্রায় ২১ টি। সিরাজগঞ্জ শহরের মধ্যে দিয়েই একটি দীর্ঘ খাল প্রবাহিত এবং এছাড়াও অন্যান্য খালেও মৎস্য চাষের মাধ্যমে জনগণ উপকৃত হচ্ছে।

উৎসঃ জেলা মৎস্য অফিস, সিরাজগঞ্জ।

বিল :

সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মোট ৫২ টি ছোট বড় বিলের সন্ধান পাওয়া যায়। যেখানে মৎস্য চাষের মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

উৎসঃ জেলা মৎস্য অফিস, সিরাজগঞ্জ।

হাওড় :

সিরাজগঞ্জ জেলায় কোন হাওড় নেই তবে চলনবিলের একটি অংশ রয়েছে যাকে বলা হয় প্লাবন ভূমি। ১৫১ টি প্লাবন ভূমি রয়েছে।

উৎসঃ জেলা মৎস্য অফিস, সিরাজগঞ্জ।

লবনাক্ততা :

সিরাজগঞ্জ জেলায় ব্যবহৃত পানিতে কোন লবণাক্ততা পাওয়া যায়নি।

উৎসঃ জেলা মৎস্য অফিস, সিরাজগঞ্জ।

আর্সেনিকের তথ্য :

সিরাজগঞ্জ জেলায় ০৫টি উপজেলায় (সিরাজগঞ্জ সদর, শাহাজাদপুর, রায়গঞ্জ, কামারখন্দ ও বেলকুচি) ০৯টি ইউনিয়নের ১৪টি গ্রামে আর্সেনিক দূষণ রয়েছে। জেলায় সর্বমোট ৯৭,১২৬টি নলকুপ আছে। যে সমস্ত নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া গেছে তার সবগুলোতে লাল চিহ্নিত করা আছে। এর ফলে এলাকার জনগন এগুলোর পানি ব্যবহার করছে না। এতে করে জেলায় কোন আর্সেনিকোসিস রোগের প্রাদূর্ভাব ঘটছে না। সিরাজগঞ্জ জেলার আর্সেনিকের তালিকা সংযুক্ত করা হলো-

উৎসঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস (বিগত ১০ বছররে):

সিরাজগঞ্জ জেলার র্দুযোগ ঝুঁকি সম্পন্ন উপজেলা গুলোর মধ্যে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা অন্যতম। প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন র্দুযোগের সম্মুখীন হয় উক্ত উপজেলা গুলোর অধিকাংশ ইউনিয়ন/ গ্রাম। বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, অতিবৃষ্টি কালবৈশাখী সহ বিভিন্ন আপদে মানুষরে স্বাভাবকি জীবনযাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। যমুনা, ইছামতি, বড়াল, করতোয়া ও হুড়া সাগর নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় র্বষা মৌসুমে নদীর দু-কুল ভাসিয়ে ঐ সমস্ত উপজেলা গুলোর অধিকাংশ ইউনিয়ন/গ্রাম ব্যাপক এলাকা প্লাবিত হয়। তাছাড়া ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় র্বষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির ফলে উপজেলা গুলোর নিম্ন এলাকার বসত বাড়ীতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। যা প্রায় ১৫ থেকে ১ মাস স্থায়ী থেকে নদী ভরাট দিন দিন প্রকোপ এ এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৪ সালে ও ২০০৭ সালে দেখা গেছে উত্তরের হিমালয়রে পাদদেশ তথা উজান থেকে নেমে আসা ঢলে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ৩-৫ দিনের মধ্যে উক্ত উপজেলাসহ সমগ্র সিরাজগঞ্জ জেলা প্লাবিত হয়ে যায়। বন্যার প্রকপে বসতবাড়ি তলিয়ে মানুষ গৃহহারা হয়ে যায়, শ্রোতের প্রকপে আধা কাচা ও কাচা ঘরবাড়ি বিলিন হয়ে যায়, ক্ষেতের ফসল ডুবে নষ্ট হয়ে যায়, রাস্তাঘাট সহ সকল ধরনরে অবকাঠামোর ক্ষতি হয়, র্সার্বিকভাবে জনজীবন বিপন্ন হয়ে উঠে। ফলে সিরাজগঞ্জ এর সমগ্র এলাকায় দুর্যোগ ঘোষনা করা হয় এবং সরকারী ও বসেরকারীভাবে উদ্ধার, ত্রান ও পুর্নবাসন র্কাযক্রম পরিচালনা করা হয় । উক্ত উপজেলা গুলোর প্রায় পরিবার তাদরে মালামাল নিরাপদে সরিয়ে আনার সময়টুকু পায়নি। এক র্পযায়ে প্রায় ২০০০ পরিবারকে উপজেলা প্রশাসন ও এনজিওর পক্ষ থেকে তাদেরকে নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়। ২০০৪ ও ২০০৭ বন্যার পানি যথাক্রমে বিপদসীমার ১০৫-১১৫ সে: মি: উপর দিয়ে প্রবাহতি হয়েছে।

দুর্যোগের ক্ষতির পরিমান ঘটার সময় এবং ক্ষতিগ্রস্থ খাতসমূহ ছক আকারে নিম্নে দেয়া হলো:

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন্ কোন্ খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
বন্যা	২০০৪ ও ২০০৭	আনুমানিক প্রায় ৫০০ কোটি	কৃষি, ঘরবাড়ী, যাতায়াত/রাস্তাঘাট, ব্রীজ/কালভাট, স্বাস্থ্য/পুষ্টি কর্মসংস্থান, বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন, মৎস্য, খাদ্যাভাব
নদীভাঙ্গান	চলমান	আনুমানিক প্রায় ৬৫০ কোটি ৬০ লক্ষ	কৃষি, ঘরবাড়ী , অবকাঠামো, জমি
কালবৈশাখী	২০১২	আনুমানিক প্রায় ৪ কোটি ৭০ লক্ষ	ঘরবাড়ী , গাছপালা
খরা	২০০৫	আনুমানিক প্রায় ২৫কোটি ৮০ লক্ষ	কৃষি, বিশুদ্ধ পানি, মৎস্য
অতিবৃষ্টি	২০০৯	আনুমানিক প্রায় ৮কোটি ৪৫ লক্ষ	জীবন ও জীবিকা, রবিশষ্য, সবজি , রাস্তাঘাট
কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহ	২০০১-২০১৩	আনুমানিক প্রায় ৬কোটি	জীবন ও জীবিকা, রবিশষ্য, সবজি ,স্বাস্থ্য

তথ্য সূত্র: সকল ইউনয়িনরে চয়োরম্যানগণ

২.২ জেলার আপদ সমুহঃ

র্দুযোগরে ক্ষতির পরিমান, ঘটার সময় এবং ক্ষয়ক্ষতি এবং খান সমূহ নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেওয়া হল:

ক্রমিক	আপদ	অগ্রাধিকার	স্তর
০১	বন্যা	বন্যা	১ম
০২	কালবৈশাখী	নদী ভাঙ্গন	২য়
০৩	কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ	কালবৈশাখী	৩য়
০৪	অতিবৃষ্টি	খরা	৪র্থ
০৫	নদী ভাঙ্গন	অতিবৃষ্টি	৫ম
০৬	খরা	কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ	৬ষ্ঠ

উৎস্য : এফজিডি, এলাকার জনগণ ও ইউনিয়ন পরিষদ।

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র বিস্তারিত বর্ননাঃ

১.বন্যা:

ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা সিরাজগঞ্জ জেলা । সিরাজগঞ্জ জেলার ৯ টি উপজেলার মধ্যে ৫ টি জেলাই বন্যা আক্রান্ত এলাকা। সাধারণতঃ আষাঢ়- শ্রাবণ মাসেই অতি বৃষ্টি ও উত্তরের আসাম হইতে আগত অতিরিক্ত পানি বন্যার কারণ। প্রতি বছরই এই এলাকায় কম বেশী বন্যা হয়ে থাকে। এতে ব্যাপকভাবে ফসলের ক্ষতি হয় এবং জানমালেরও ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে থাকে। চরাঞ্চলের মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। তবে যথেষ্ট আশ্রয় কেন্দ্র নাই। মানুষজন শহর রক্ষা বাঁধে আশ্রয় নেয়, দরিদ্র মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং কর্মসংস্থান কমে যায়। এ ব্যাপারে ব্যাপক ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

২.নদী ভাঙ্গন:

সিরাজগঞ্জ জেলার ৫ টি উপজেলাই যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। এই উপজেলা গুলিতে অনেক গুলো চরাঞ্চল রয়েছে। তাই প্রতি বছর এইসব এলাকা বর্ষার আগে এবং বর্ষার শেষে নদী ভাঙ্গানের শিকার হয়। এতে মানুষ ভূমিহীন হয়ে পড়ে, দরিদ্রতা বাড়ে, কৃষি জমি হারায় এবং ব্যাপাক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়। ব্যাপক বনায়নই পারে এই সমস্যাকে কমিয়ে আনতে।

৩.কালবৈশাখী:

সাধারণত বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাসে এ জেলায় কালবৈশাখী সংঘটিত হয়ে থাকে এবং তা ফি বছরই কমবেশী হয়ে থাকে। এতে কৃষি খাতে উৎপাদন ব্যাহত করে। ঝড়ের কারণে ইরি ধান ঝরে পড়া, শুয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে উৎপাদন হ্রাস করে। এছাড়া পাটেরও ক্ষতি হয় এবং শাক সবজির ক্ষেত লন্ডভন্ড হয়ে যায়। কালবৈশাখীর ঝড়ে বসত বাড়ির ভেঙ্গে পড়ে এবং মানুষজন আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। এছাড়া কাঁচা তৈরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কালবৈশাখীতে বিশেষভাবে আমাদের বৃক্ষ সম্পদ ভেঙ্গে পড়ে এবং আর্থিক ক্ষতিসাধিত হয়।

২০০৫ সালে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা এবং পৌরসভায় কালবৈশাখীর কারণে বনজ, ফলজ এবং ঔষধি গাছপালা ভেঙ্গে পড়ে এবং ২০% ক্ষতি হয়। কালবৈশাখীর ক্ষতির পরিমাণ কমাতে হলে বসতবাড়ি, স্কুল কলেজ মজবুত করে নির্মাণ করতে হবে এবং ব্যাপক বনায়ন দরকার।

৪.খরা :

জেলার কোন কোন এলাকায় প্রতিবছরই কৃষি জমি খরার কবলে পরে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তবে ২০০৬ সালের খরার কারণে প্রতিটি উপজেলার কমবেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তবে সদর উপজেলা পৌরসভাসহ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঐ বছর ধারণা করা হয় যে, আবাদি ফসলের প্রায় ২০% ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রচন্ড খরায় পুকুরের পানি শুকানোর কারণে এবং পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে মৎস্য খাতে ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়।

৫.অতিবৃষ্টি :

আষাঢ় - শ্রাবণ মাসে টানা বৃষ্টিপাতে জেলার কৃষি, মৎস্য, জনস্বাস্থ্য, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী ও যোগাযোগ খাতে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অতিবৃষ্টির ফলে কৃষি ফসল শাক সবজি নষ্ট হয়। মাছ নদী, খাল-বিলে চলে যায় এবং মৎস্য চাষী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এছাড়া বৃষ্টিতে ভেজার ফলে জনগণের মধ্যে সর্দ্দি, কাশি, জ্বর, নিউমোনিয়া, হাপানী, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। গবাদি পশু, হাঁস-মুরগীরও মড়ক দেখা দেয়। কাঁচা রাস্তা-ঘাট ভেঙ্গে এবং কর্দমাক্ত হয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে এবং মালামাল পরিবহন কষ্টসাধ্য হয়।

৬.শৈত্যপ্রবাহ:

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসাবে পরিচিত সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রতি বছরই কম বেশী শৈত্য প্রবাহে আক্রান্ত হয়। পৌষ- মাঘে প্রচন্ড শৈত্য প্রবাহ এবং ঘন কুয়াশার কারণে শরিষা, আলু ও শাকসবজি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। রোপা আমন ও বোরো ধানের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। এতে জনস্বাস্থ্যও ক্ষতিগ্রস্থ হয়, মানুষজন সর্দ্দি কাশি, হাঁপানী, জ্বর, আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয় বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। ২০০৬ সালের মতো শৈত্য প্রবাহ সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা ও পৌরসভার দরিদ্র জনগোষ্ঠী ব্যাপক কর্মসংস্থানের শিকার হয়।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা:

কোন কোন এলাকা কি কি কারণে কিভাবে বিপদাপন্ন তা পয়েন্ট আকাকে সংক্ষিপ্তভাবে ছকের মাধ্যমে দেয়া হলো:

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
০১. বন্যা	• ঘর বাড়ী , বসতভিটা ডুবে যায় • ফসলের ক্ষতি হয় • খাবারের সমস্যা হয় • শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভবতীর চলাচলের সমস্যা হয় • নিরাপদ পানির অভাব হয় • মানুষের বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দেয় • যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় • আশ্রয় কেন্দ্রের সমস্যা • শিক্ষা ব্যহত হয় • শিশু খাবারের সমস্যা হয় • গবাদী পশুর খাবার, স্থানান্তরের সমস্যা ও রোগব্যাধী দেখা দেয় • মৃত দেহের সৎকারেরর সমস্যা হয় • স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার সমস্যা হয়	• এই উপজেলায় আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে মোট ৩৮৫ টি স্কুল কাম শেল্টার রয়েছে। • এলাকার মানুষ পূর্বের তুলনায় বন্যা বিষয়ে অনেক সচেতন • অনেকের বন্যা মোকাবেলায় নিজস্ব সক্ষমতা রয়েছে • যোগাযোগ মাধ্যম সক্রিয় • যে কোন স্থানে দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যম আছে।

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
০২. নদীভাঙ্গান	• বাড়ী ঘর নদীর মধ্যে চলে যায় । • ফসলের জমি নদীর মধ্যে চলে যায় • রাস্তাঘাট ভেঙ্গে যায় • বেকারত্ব/দারিদ্রতা বেড়ে যায় • আশ্রয় নেয়ার জায়াগা পায় না • শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে যাওয়ায় পড়া লেখা বন্ধ হয় • খাবার সংকট দেখা দেয় • ডাক্তার বা চিকিৎসার সমস্যা হয়	• নদী ভাঙ্গান প্রতিরোধের জন্য এই উপজেলায় অবদা ও বেরি বাধঁ নির্মান করা হয়েছে। • নদী ভাঙ্গানজনিত সমস্যার সাথে নিজেরা খাপ খাইয়ে নিতে শিখেছে • আগে থেকেই এলাকার মানুষ নদী ভাঙ্গনের লক্ষণ বুঝতে পারে
০৩. কালবৈশাখী ঝড়	• ঘর বাড়ী গাছপালা ভেঙ্গে যায় ও পরিবেশের ক্ষতি হয় । • ফসল মাটিতে পরে ক্ষতি হয় • আগুন লেগে যায় • পঙ্গুত্ব বেড়ে যায় • শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে গিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হয় • প্রাণ হানি ঘটে • মানুষ ও পশু পাখীর ক্ষতি হয় • বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।	• শেল্টার রয়েছে • পর্যায়ক্রমে গাছপালা লাগানো হচ্ছে • পূর্বে তূলনায় মানুষ এখন সচেতন • বাড়ির চারপাশে গাছপালা লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে • আবহাওয়া বার্তা যথাসময়ে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা আছে • যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যোগাযোগ মাধ্যম পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত
০৪. খরা	• ফসল পুড়ে নষ্ট হয়ে যায় । • পানির অভাব দেখা দেয় • গরমের প্রাভাবে বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দেয় • গবাদী পশুর খাবারের সংকট হয় • মাছ চাষের সমস্যা হয় • প্রাণী কূলের মৃত্যু হয় • গাছপালা মারা যায়।	• পানি সরবাহের জন্য ২৫৬ টি গভীর নলকুপের ব্যবস্থা রয়েছে।
০৫. অতিবৃষ্টি	• ফসল নষ্ট হয় • পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় • রাস্তা ঘাট ডুবে যায় । • রাস্তা ঘাট ভেঙ্গে যায়।	• কিছু পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রয়েছে। • ঘরে বসে কাজ করার মতো কর্মসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
০৬. শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা	• ফসলের ক্ষতি হয় • রোগ বালাই বৃদ্ধি পায় • বীজতলা নষ্ট হয় • প্রাণ হানি ঘটে • পোল্ট্রি সম্পদের ক্ষতি হয় • পশু সম্পদের ক্ষতি হয় • কাজে যেতে না পারায় তাত শিল্পের উৎপাদন কম হয়।	• সরকারী ও বেসরকারীভাবে গরীবদের মাঝে কিছু কিছু শীত বস্ত্র বীতরণ করা হয়ে থাকে • পোল্ট্রি চাষের জন্য ঘরে তাপ মাত্রা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। • শিশুদের টিকাদান ব্যবস্থা করা হয়েছে

তথ্য সূত্র: সকল ইউপির চেয়ারম্যানগণ

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

কোন কোন গ্রাম কি কি কারণে কিভাবে সর্বাধিক বিপদাপন্ন তা সংক্ষিপ্ত বর্ননা সহ নিম্নে ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
বন্যা	**১. সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা**- ইউনিয়ন সমূহ- ছোনাগাছা, রতনকান্দি, সিরাজগঞ্জ সদর, খোকসাবাড়ি, কাওয়াকোলা, সায়াদাবাদ। **২. কাজিপুর উপজেলা-** ইউনিয়ন সমূহ- নাটুয়ারপাড়া, খাসরাজবাড়ি, কাজিপুর, সোনামুখী, চালিতাডাঙ্গা, নিশ্চিন্তপুর, গান্ধাইল, শুভগাছা ও চরগিরিশ। **৩. বেলকুচি উপজেলা-** ইউনিয়ন সমূহ- রাজাপুর, বেলকুচি সদর, দৌলতপুর, বড়ধূল ও ভাঙ্গাবাড়ি **৪. শাহাজাদপুর উপজেলা-** ইউনিয়ন সমূহ- গালা, সোনাতনী, কৈজুরী, জালালপুর, রুপবাটি, পোতজিয়া, শাহাজাদপুর সদর ও কায়েমপুর **৫. চৌহালী উপজেলা-** ইউনিয়ন সমূহ- চৌহালী সদর, বাঘুটিয়া, সাদিয়াচাঁদপুর, স্থল, ঘোরজান ও উমরপুর	• বন্যা সহনশীল জাতের চাষাবাদ সম্পর্কে ধারণা নেই • এলাকা নিচু • বসতভিটা নিচু • বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নেই • আবাদী জমি নিচু • বন্যা সময়ের পরিবর্তন	২১,১৩,২৮০ জন
নদীভাঙ্গান	**১. সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা**- ইউনিয়ন সমূহ- ছোনাগাছা, রতনকান্দি, সিরাজগঞ্জ সদর, খোকসাবাড়ি, কাওয়াকোলা, সায়াদাবাদ।	• ঢেউয়ের আঘাতে নদীর পাড় ভেঙ্গে • পলি পড়ে নদী ভরাট হলে	৮৪৮৫০০ জন

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
	২. কাজিপুর উপজেলা- ইউনিয়ন সমূহ- নাটুয়ারপাড়া, খাসরাজবাড়ি, কাজিপুর, সোনামুখী, চালিতাডাঙ্গা, নিশ্চিন্তপুর, গান্ধাইল, শুভগাছা ও চরগিরিশ। **৩. বেলকুচি উপজেলা-** ইউনিয়ন সমূহ- রাজাপুর, বেলকুচি সদর, দৌলতপুর, বড়ধূল ও ভাঙ্গাবাড়ি **৪. শাহাজাদপুর উপজেলা-** ইউনিয়ন সমূহ- গালা, সোনাতনী, কৈজুরী, জালালপুর, রুপবাটি, পোতজিয়া, শাহাজাদপুর সদর ও কায়েমপুর **৫. চৌহালী উপজেলা-** ইউনিয়ন সমূহ- চৌহালী সদর, বাঘুটিয়া, সাদিয়াচাঁদপুর, স্থল, ঘোরজান ও উমরপুর	• নদীর গতিপথ পরিবর্তন হলে • পাড়ের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে • নদীর আকার নদী ভাঙ্গনের কারণ • নদীর স্বাভাবিক গতি বাঁধা গ্রস্থ হলে • অতিবৃষ্টি হয়ে • চরের গাছ ও কাঁশবন ধ্বংসের ফলে • গাছ ও বনাঞ্চল নিধনের ফলে • জোয়ার ভাটার কারণে	
খরা	উপজেলার সমগ্র ইউনিয়ন	• পর্যাপ্ত গাছ পালা না থাকায় • খরা সহনশীল জাতের ফসল সম্পর্কে ধারণা না থাকা • বৃষ্টির অভাব • বিকল্প সেচের অভাব • প্রচন্ড রোদের তাপ • পুকুর, নদী-নালা, খাল-বিল, গভীরতা কম থাকায় • পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া • বৃষ্টির পানির সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা • গভীর নলকুপ পর্যাপ্ত না থাকায়	১১,০৫,৮৩৬ জন
কালবৈশাখী ঝড়	উপজেলার সমগ্র ইউনিয়ন	• কালবৈশাখী সহনশীল গাছপালা না থাকা • ঘর বাড়ী নিয়মিত মেরামত না করা	১৩,৫২,৩৩৬জন

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
		• দূর্বল ঘর বাড়ী • আর্থিক সক্ষমতা না থাকা • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো দূর্বল • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ পরিকল্পনার অভাব • ঘর বাড়ীর চারপাশে গাছপালা না থাকা • পরিকল্পনা ছাড়া বাড়ী করা। • সচেতনতার অভাব। • ঝড়ের পূর্বাভাস না পাওয়া	
শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা	**১. সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা**- ইউনিয়ন সমূহ- ছোনাগাছা, রতনকান্দি, সিরাজগঞ্জ সদর, খোকসাবাড়ি, কাওয়াকোলা, সায়াদাবাদ। **২. কাজিপুর উপজেলা-** ইউনিয়ন সমূহ- নাটুয়ারপাড়া, খাসরাজবাড়ি, কাজিপুর, সোনামুখী, চালিতাডাঙ্গা, নিশ্চিন্তপুর, গান্ধাইল, শুভগাছা ও চরগিরিশ। **৩. বেলকুচি উপজেলা-** ইউনিয়ন সমূহ- রাজাপুর, বেলকুচি সদর, দৌলতপুর, বড়ধূল ও ভাঙ্গাবাড়ি **৪. শাহাজাদপুর উপজেলা-** ইউনিয়ন সমূহ- গালা, সোনাতনী, কৈজুরী, জালালপুর, রুপবাটি, পোতজিয়া, শাহাজাদপুর সদর ও কায়েমপুর **৫. চৌহালী উপজেলা-** ইউনিয়ন সমূহ- চৌহালী সদর, বাঘুটিয়া, সাদিয়াচাঁদপুর, স্থল, ঘোরজান ও উমরপুর	• নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থান হওয়ায় কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ বেশী প্রভাব ফেলে। • গাছপালা না থাকার কারণে	৮৫ হাজার পরিবার

তথ্য সূত্র:সকল ইউনিয়ন পরিষদ

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ:

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজের ব্যাপারে অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে এবং ভবিষ্যতের পূর্বাভাস ঠিক করে কর্মপন্থা স্থির করার প্রক্রিয়ার ফল হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা।

নিম্নে খাতসমুহের বিস্তারিত বর্ননা ও ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়, ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

খাতসমূহ	আপদ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	**বন্যা**	২০০৪ ও ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার ৩৫টি ইউনিয়নের ১৫০০০ একর জমির ফসল পানিতে ডুবে ৪৫০০০ পরিবার আর্থিক ভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে। সেই সাথে এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পরে।	• বন্যা সহনশীল জাতের ফসলের চাষাবাদের প্রচলন করতে হবে। • আগাম ফসল চাষাবাদ করতে হবে। • কৃষি খাতে উন্নয়নের জন্য পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
	নদীভাঙ্গন	প্রতিবছরের ন্যায় নদী ভাংতে থাকলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার ৭২০ একর বসতভিটা সহ আবাদী জমী নদী গর্বে বিলীন হয়ে ঐ এলাকার গ্রাম গুলোর ৪৩,০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	
	খরা	খরার কারণে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা ৩৫টি ইউনিয়নের ১৫৩০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল পানি অভাবে পুড়ে যেতে পারে। এবং এর প্রভাবে ঐ গ্রাম গুলোর ৭০,০০০পরিবারের খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।	
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা ৩৫টি ইউনিয়নের ১৬০০০ একর জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল বিনষ্ট হতে পারে । যার প্রভাবে ঐ সকল ইউনিয়নের মানুষের খাদ্যের সংকট দেখা দিতে পারে এবং পরবর্তীতে কৃষি বীজের অভাব দেখা দিতে পারে।	
মৎস্য	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা ৩৫টি ইউনিয়নের ১৪০০টি পুকুর ও খালের পাড় ভেসে ছোট বড় পোনা মাছ সহ চলে যেতে পারে । যার প্রভাবে ঐ এলাকায় মাছে সংকট ও পরবর্তীতে মাছ চাষের জন্য পোনা, মা মাছের সংকট দেখা দিয়ে পারে এবং ঐ এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী ও জেলেদের আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে ।	• **বাঁধ মেরামত ও তৈরী করা** • **টেকশই পুকুর প্রস্তুত করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা** • **মৎস্যচাষীদের জন্য**

খাতসমূহ	আপদ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গনের প্রভাবে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা ৩৫টি ইউনিয়নের সবমিলিয়ে ১০৫০ টি পুকুরের নদী গর্ভে বিলীন হয়ে ঐ এলাকার প্রতিটি মৎস্য চাষী ও জেলেদের আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে ।	**প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা** • **৩ স্তর বিশিষ্ট মৎস্য চাষ করা** • **ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র মৎস্যচাষীদের জন্য সহায়তা প্রদান করা**
	খরা	খরার কারণে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা ৩৫টি ইউনিয়নের ৩২০০ টি পুকুরের পানি শুকিয়ে মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে সেই সাথে এলাকায় মাছের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।	
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা ৩৫টি ইউনিয়নের ১৫০০টি পুকুরের মাছ খাল বিলে বের হয়ে মৎস্য চাষীদের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে ।	
পশুসম্পদ	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা ৩৫টি ইউনিয়নের গরু,ছাগল,ভেড়ার খাদ্যাভাব সহ জীবন ঝুঁকির সম্ভবনা রয়েছে এবং যার ফলে ঐ এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে ।	• **মাটির কিল্লা নির্মান করা** • **সরকারী পতিত জমিতে গবাদি পশুর চরনভুমি তৈরি করা** • **পশুরখাদ্য তৈরি করার জন্য মিল তৈরি করার জন্য উদ্ভুত করা** • **পশাপশি জমিতে একত্রে পাতি হাঁস, মৎস্য, সবজি চাষ করা** • **আপদ সহনশীল সংকর জাতীয় পশুপাখি চাষে উদ্ভুত করা** • **পশুর টিকা সরবারহ নিশ্চিত করা**
	খরা	২০০৮ সালের মত আবার খরা দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা ৩৫টি ইউনিয়নে খরার প্রচন্ড তাপে মাঠ ঘাটের ঘাষ পুড়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। এবং বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে। যার প্রভাবে পশু সম্পদ ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হতে পারে।	
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার গবাদীপশু সহ অন্যান্য পশুপাখি মারা যেতে পারে এবং আহত হতে পারে। যার ফলে ঐ সকল ইউনিয়নে পশু পালনে মানুষের আগ্রহ কমে যেতে পারে।	
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার প্রায় ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট তলিয়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে । যার প্রভাবে পশুর মৃত্যুও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।	

খাতসমূহ	আপদ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
স্বাস্থ্য	বন্যা	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার ৪০০০০ পরিবারের প্রায় বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গভবতী ও শিশুর পানি বাহিত রোগ দেখা দিয়ে স্বাস্থ্যর প্রভাব পড়ে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে ।	• স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা • প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনিয় ওষধ সরবারহ নিশ্চিত করা • পর্যাপ্ত টিকা ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা
	খরা	খরা কারণে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা ৩৫টি ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও শিশুসহ সকল শ্রেনীর মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই দেখা দিয়ে মানুষের জীবন নাশ করতে পারে।	
	শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা	প্রতি বছর এভাবে শৈত্য প্রবাহ ও ঘন কুয়াশা বাড়তে থাকলে মানুষ ও পশু পাখির রোগবালাই বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষ করে প্রবল শীতে শিশু,বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বেশী আক্রান্ত হতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে ফসলের ক্ষয় ক্ষতি বৃদ্ধি পেতে পারে।	• বেশী করে গাছ পালা লাগানো • শীত বস্ত্র বীতরণ করা • শীত বস্ত্র পরিধানের এবং ঠান্ডা জনিত রোগবালাই সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা
জীবিকা	বন্যা	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর লোকের কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকারত্ব জীবন কাটাতে পারে যার ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এর প্রভাবে ঐ এলাকার প্রতিটি মানুষের জীবন উন্নয়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে।	• **টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান করা** • **টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করা** • **মহিলাদের জন্য বসতবাড়ীতে আয়ের ব্যবস্থা করা** • **স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জীবিকা** • **জনগোষ্টি ভিত্তিক বনায়ন সৃষ্টি করা** • **সমাজিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা**
	নদীভাঙ্গন	২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার সকল এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী, জেলে, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, চাকুরীজীবি, বিভিন্ন পেশার মানুষ আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে এবং জীবন জীবিকার উপর প্রভাব পড়তে পারে।	
	খরা	২০০৮ সালের মত আবার খরা দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা ৩৫টি ইউনিয়নের ২৫০০০০ পরিবারের জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব পড়ে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।	

খাতসমূহ	আপদ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রায় নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট, আবাদি জমি, তাঁত কারখানা ইত্যাদি অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা হয়ে দিনমুজুরী, ব্যবসায়ী, তাঁত কারিগর শ্রেণী পেশাজীবি মানুষের কর্মসংস্থান হারিয়ে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যা জীবন ও জীবিকার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।	**টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান করা**
গাছপালা	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রতিটি প্রাণী অক্সিজেন ও মানুষের কাঠ, ফল, ইত্যাদির অভাব দেখা দিতে পারে ।	রাসত্মা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা ; বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করন। প্যারাবন সৃষ্টি করা; পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা।
	খরা	খরা দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার সকল ইউনিয়নের ব্যপক গাছ পালা মরে ও বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার গাছপালা ভেঙ্গে গিয়ে বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	
অবকাঠামো	**বন্যা**	বেলকুচি উপজেলাতে ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার বিশেষ করে রাস্ত ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও হাটবাজারের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ফলে এলাকার মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ সেবা বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।	-রাস্তা উচু ও পাকা করা -বেড়িবাধ নির্মাণ ও সংস্কার করা; -প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ করা -স্লুইজগেট নির্মান করা -পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা -অবকাঠামো স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা; ● দুর্যোগ সহনশীল বাড়ী নির্মান করার জন্য
	নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গন দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার রাস্ত ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও হাটবাজারেনদীর গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। সব মিলে এর উপজেলার ৬০,০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	
	কালবৈশাখী	সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা গুলোতে কালবৈশাখী ঝড় হলে ২০১৩ সালের মত আঘাত হানলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি এবং ব্যবসা	

খাতসমূহ	আপদ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
		প্রতিস্ঠানের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।	সুদমুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা • *বেড়িবাধ নির্মাণ ও সংস্কার করা;*
তাঁত শিল্প	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার ৮৫০০০ তাঁত শিল্প পানিতে ডুবে তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	• তাত ঘর উচু স্থানে স্থাপন করা • ক্লাস্টার ভিত্তিক তাত কারখানা করা • তাতিদের ঋণের ব্যবস্থা করা • নদীর তীবর্তী এলাকা থেকে তাত কারখানা সরিয়ে নিয়ে নিরাপদ স্থানে স্থাপন করা
	নদীভাঙ্গন	২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার ২৫টি ইউনিয়নের তাঁতি পরিবারগুলি মারাত্বকভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে ।	
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, বেলকুচি, শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার সকল ইউনিয়নের তাতি পরিবার ও ততের সাথে সম্পৃক্ত পরিবারগুলি আর্থিক ভাবে ব্যপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে।	

তথ্য সূত্র : সকল ইউনিয়ন পরিষদ

২.৭ সামাজিক মানচিত্র :

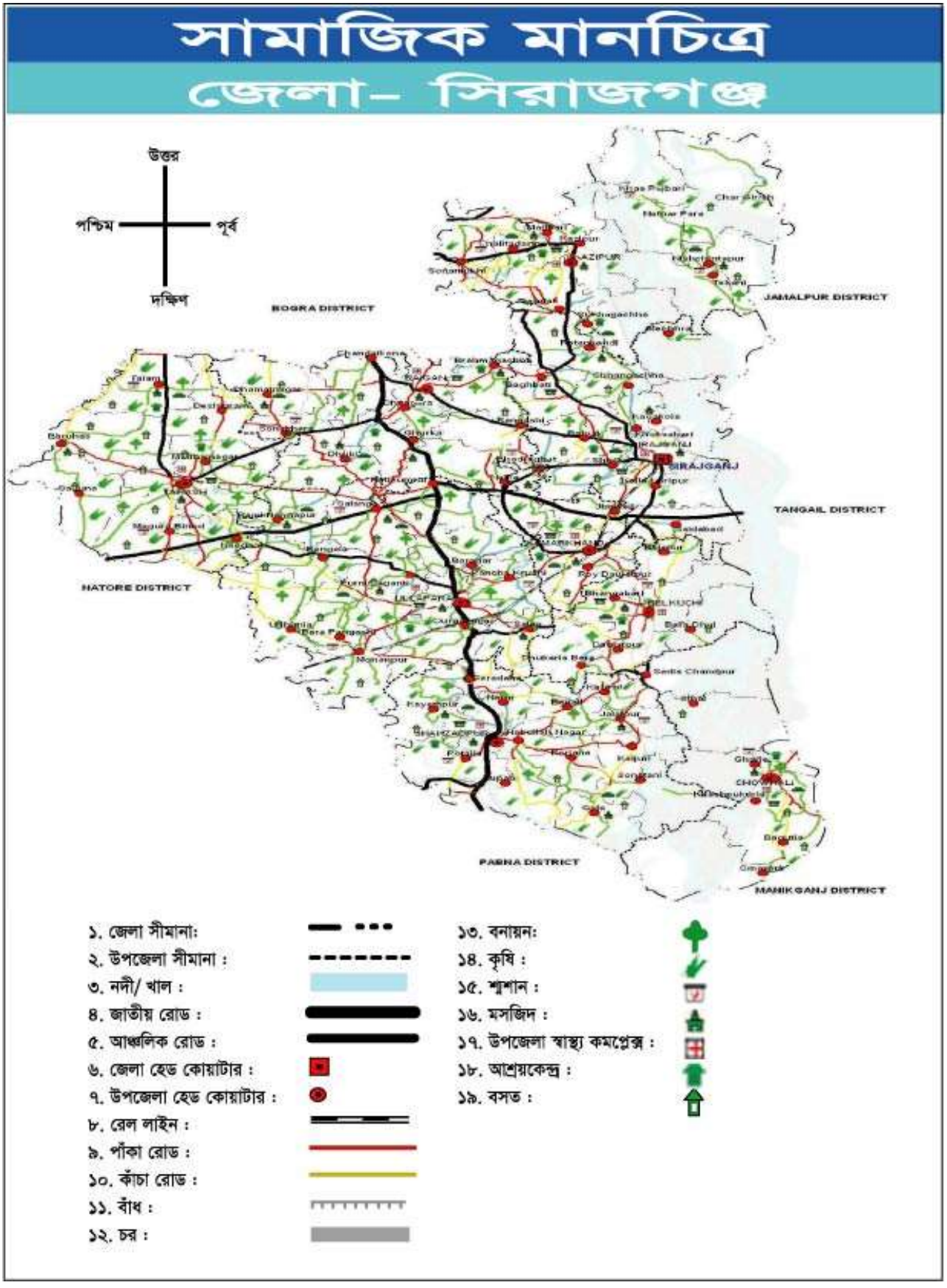

২.৮ আপদ ও ঝুকির মানচিত্র :

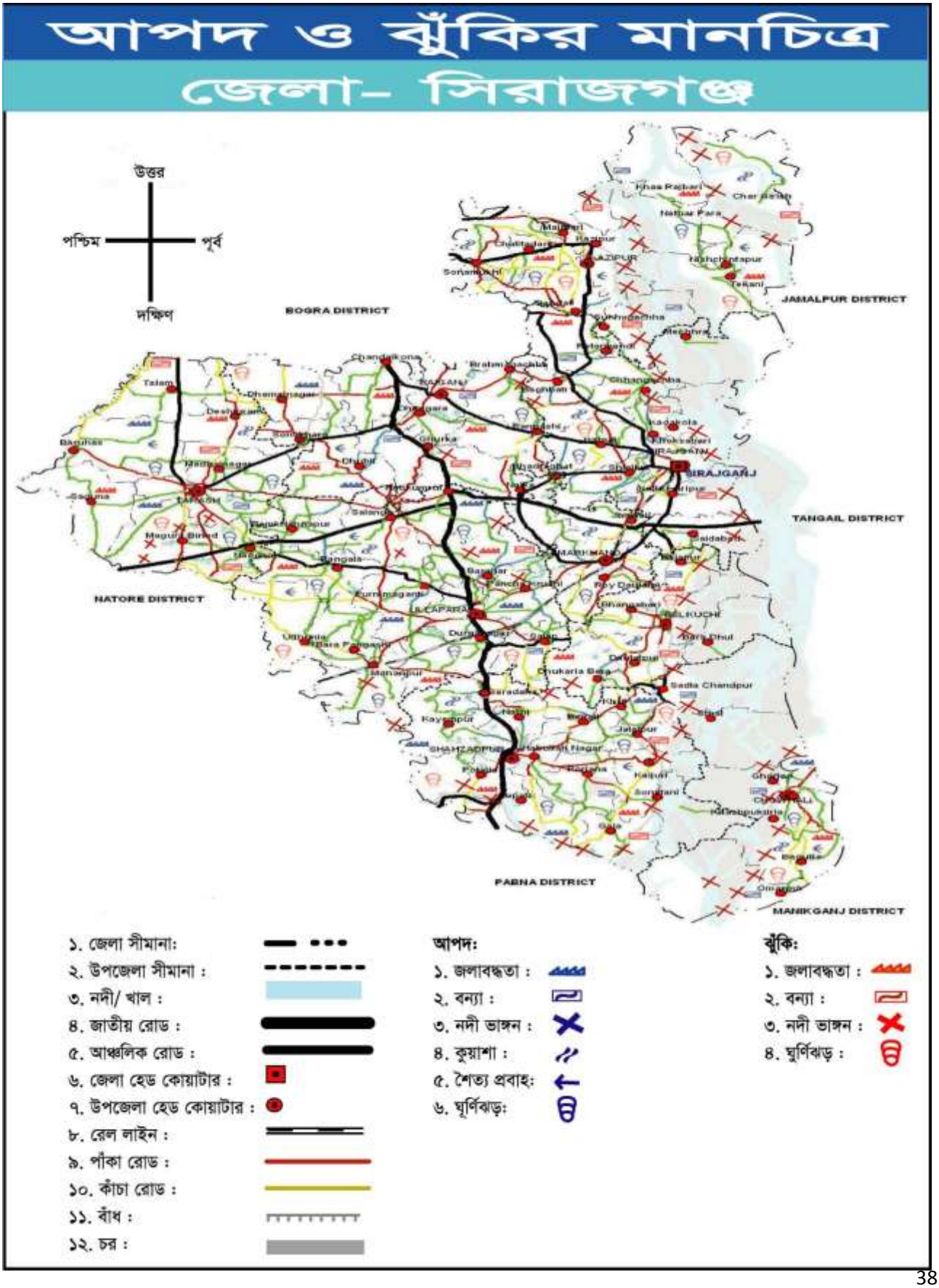

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

কোন কোন আপদ কোন কোন মাস গুলোতে আঘাত করতে পারে তা সংক্ষিপ্ত আকারে টেবিলের মাধ্যমে তুলে ধরা

ক্রমিক	আপদসমূহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	বন্যা												
২	নদীভাঙ্গান												
৩	খরা												
৪	কালবৈশাখী/ ঝড়												
৫	অতিবৃষ্টি												
৬	শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশা												

<u>দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ:</u>

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন্ কোন্ মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন্ কোন্ মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। প্রি-সিআরএ কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যামে জানা যায়:

- বন্যা সিরাজগঞ্জ জেলার অন্যতম প্রধান আপদ। বন্যা এই এলাকার ঘরবাড়ি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জীবন জীবিকার ব্যাপক ক্ষতি করে। এটি জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকে ।
- সিরাজগঞ্জ জেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ফসল ও গবাদিপশু নদীভাঙ্গনে প্রতি বছর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখানে নদীভাঙ্গন ঘটে মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত।
- শেত্যপ্রবাহ এ অঞ্চলের একটি অন্যতম সমস্যা। যমুনা, ইছামতি, হুরাসাগর, করতোয়া, বড়ালসহ অন্যান্য নদী তিরবর্তী এলাকা বিধায় এখানে কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহের প্রভাব বেশী এছাড়া উত্তরের হিমালয়ের থেকে আশা শৈত্য আবহাওয়া এ অঞ্চলে অনেক অসুখ বিসুখের প্রভাব বিস্তার করে।
- ঘূর্ণিঝড় আর একটি মারাত্মক আপদ। ঘূর্ণিঝড় এই এলাকার ঘরবাড়ি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি করে। এটি মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং সেপ্টম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে।

সিরাজগঞ্জ জেলার খরা সংঘঠিত আপদের মধ্যে একটি। খরার কারণে এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। আবার এই খরার কারণে সংরক্ষিত পুকুরের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের চরম সঙ্কট। জুন মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই এলাকাতে খরা দেখা যায়।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি:

কোন কোন মাসে জীবিকার বা কর্মসংস্থানের কি অবস্থা হয় তা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	জীবিকার উৎস	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
০১	কৃষি												
০২	মৎস্যজীবী												
০৩	দিনমুজুর												
০৪	ব্যবসা												

জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি বিশ্লেষন:

- জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ এখানে নভেম্বর থেকে শুরু করে মে মাস পর্যন্ত কৃষি কাজ থাকে তবে ডিসেম্বর জানুয়ারী এবং এপ্রিল মে মাসে কৃষি কাজ বেশি থাকে। এছাড়া অন্যান্য মাসগুলিতেও্ কিছু কিছু কৃষি কাজ করতে দেখা যায়।
- **যমুনা, ইছামতি, হরাসাগর, করতোয়া, বড়ালসহ অন্যান্য নদীর** তীরবর্তী উপজেলা হওয়ায় সারা বছরই এলাকার জেলেরা মাছ ধরার কাজ করতে পারে । তবে জুলাই মাস থেকে মৎস্য জীবীদের কাজ বেশী দেখা যায়।
- এলাকার প্রধান দিনমুজুরের ক্ষেত্র হলো তাত শিল্প কারখানা। তাত প্রধান এলাকা হওয়ায় এখানে তাত শ্রমিকিদের কাজ প্রায় সারা বছরই থকে
- অত্র এলাকার প্রধান ব্যবসা তাত ব্যবসা। সিরাজগঞ্জ জেলার ৬৫% লোক তাঁত শিল্পের সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত রয়েছে।

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা:

এলাকার প্রধান জীবিকা সমূহ কি কি এবং জীবিকা সমুহকে কোন কোন আপদ/দুর্যোগ ক্ষতি করে তা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

ক্রঃ নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগ সমূহ				
		বন্যা	নদীভাঙ্গন	কালবৈশাখী ঝড়	খরা	অতিবৃষ্টি
০১	কৃষি	■	■	■	■	■
০২	মৎস্য	■	■		■	■
০৩	দিনমুজুর	■	■	■	■	■
০৪	ব্যবসায়ী	■	■	■	■	■

সিরাজগঞ্জ জেলায় জীবিকাসমুহের মধ্যে তাঁতশিল্প অন্যতম প্রধান। সুতরাং এ এলাকায় বন্যার ফলে তাঁতশিল্প সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। সকল ধরনের আপদের কারণেই কৃষি খাত ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে। মৎস্য খাতে বেশী ক্ষতি করে থাকে বন্যা অতিবৃষ্টি ঔ খরা। বন্যার ফলে এলাকার পুকুর ভেসে মাছ পুকুর থেকে বের হয়ে যায় আবার খারার কারণে পানি শুকিয়ে চাষের ক্ষতি হয় এবং চাষি ক্ষতি গ্রস্থ হয়। সব ধরণের আপদের কারণেই দিনমুজুর ও ব্যবসায়ীরা ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে থাকে।

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনা:

সিরাজগঞ্জ নদীবাহিত নীচু ভূমি এলাকা এবং অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ একটি জেলা যেখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। এই জেলার প্রধান দুর্যোগগুলো হল আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড়, অতিবৃষ্টি, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ও আর্সেনিক দূষণ ইত্যাদি। সিরাজগঞ্জ নদীবাহিত নীচু ভূমি এলাকা হওয়ায় এটি একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা। ব্যাপক মাত্রায় আগাম বন্যা কবলিত একটি এলাকা সিরাজগঞ্জ জেলা। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই সীমান্তের ওপার থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে মুলতঃ সিরাজগঞ্জে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে সাধারণতঃ আগাম বন্যা সংগঠিত হয়ে থাকে। এতে অত্র জেলার বিভিন্ন বোরো ফসল নষ্ট হয়। অত্র জেলা ব্যাপক মাত্রায় মৌসুমী বন্যা কবলিত একটি জেলা। প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত এ জেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতেও প্রাণহাণী ঘটে। সিরাজগঞ্জ জেলায় বজ্রপাতে প্রতিবছর অনেক মানুষ মারা যায়। অত্র জেলায় নদী ভাঙ্গন বেড়ে চলেছে। এ জেলার সদর, বেলকুচি, চৌহালী, কাজীপুর ও শাহাজাদপুর উপজেলায় সাধারণতঃ নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। এ জেলায় নদীভাঙ্গন সাধারণতঃ আষাঢ় মাস হতে পৌষ মাস পর্যন্ত হলেও কার্তিক মাস হতে চৈত্র মাস পর্যন্ত নদী ভাঙ্গন বেশী হয়ে থাকে। এছাড়া, আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত অল্প পরিমাণে নদী ভাঙ্গন দেখা যায়। এর ফলে এলাকার বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, বীজতলা, ফসলের জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সিরাজগঞ্জ জেলায় আর্সেনিক দূষণ রয়েছে। দূষণের মাত্রা ৬০ পিপিবি'র উপরে। এ-এলাকায় অগভীর নলকূপগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রন থাকায় তা মানুষের খাওয়ার কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এলাকার পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াতে অগভীর নলকূপগুলোতে পানি পাওয়া যায় না এবং গভীর নলকূপগুলোতে পানি উঠাতে খুবই কষ্ট হয়। সবচেয়ে বেশি আসেনিক দূষণ পরিলক্ষিত হয় বর্ষার পূর্ববর্তী সময়ে যার মাত্রা হলো ১০০ পিপিবি এবং সর্বনিম্ন পরিলক্ষিত হয় বর্ষাকালে যার মাত্রা হলো ৬০ পিপিবি। আশংকা করা হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে গভীর নলকূপগুলোতেও আর্সেনিক, আয়রনমুক্ত সুপেয় পানি পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক জরীপের ফলাফলে দেখা যায়, জেলার ১,০২,৯৯০ টি নলকূপের মধ্যে ৭,৩৪২ টি নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। যার শতকরা হার হল ১৫.৪০। যদিও এ জেলায় কোন আর্সেনিকোসিস রোগের প্রদুর্ভাব দেখা যায়নি তথাপি বর্তমান জরীপের ফলাফল ভবিষ্যতে উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

জেলা/উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিত করণ :

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান সমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশুসম্পদ	মৎস্য সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
নদী ভাঙ্গন	■	■	■	■	■	■	■	■		■
খরা	■	■	■	■					■	
কালবৈশাখী ঝড়	■	■			■			■		
অতিবৃষ্টি	■		■			■				

জেলার প্রধান দুর্যোগগুলো হল বন্যা, নদীভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড়, খরা, অতিবৃষ্টি ও শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি। এসব দুর্যোগের মাধ্যমে মূলতঃ বিভিন্ন সামাজিক উপাদান যেমন, ফসল, গাছপালা, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য, আশ্রয়কেন্দ্র, বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। উপরোক্ত আপদ দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক উপাদানের উপজেলাভিত্তিক ঝুঁকিসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

- প্রবল বর্ষণ ও নদী ভাঙ্গন-এর ফলে বন্যা হলে কিংবা ২০০৭ সালের বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সিরাজগঞ্জ জেলার **সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায়** ১৪১৩৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২৩৭৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১১১ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ২৬৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৪৫ কিঃমিঃ রাস্তা, ১২ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ২৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৬৩ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ২৯৬৪২ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও নদী ভাঙ্গন-এর ফলে বন্যা হলে কিংবা ২০০৭ সালের বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সিরাজগঞ্জ জেলার **বেলকুচি উপজেলায়** ১২১৪৩ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ১৮৩৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৬১১ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১৪৫২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩৭ কিঃমিঃ রাস্তা, ২১ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১২৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৫৪৩২ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও নদী ভাঙ্গন-এর ফলে বন্যা হলে কিংবা ২০০৭ সালের বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সিরাজগঞ্জ জেলার **চৌহালী উপজেলায়** ১৪৭০৩ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২৯০৫হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৭৩০টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ),২১২৪টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৮ কিঃমিঃ রাস্তা, ২৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১১ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৪৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ২১২৩৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও নদী ভাঙ্গন-এর ফলে বন্যা হলে কিংবা ২০০৭ সালের বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সিরাজগঞ্জ জেলার **কামারখন্দ উপজেলায়** ১৩১৩৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২১৪৪ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৪২৩ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১৪৫৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৫ কিঃমিঃ রাস্তা, ২০ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৩৭ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৫৪৫৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও নদী ভাঙ্গন-এর ফলে বন্যা হলে কিংবা ২০০৭ সালের বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সিরাজগঞ্জ জেলার **কাজিপুর উপজেলায়** ১৫৩০৫হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২৬০৮ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৯৩৩টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১৮৬৪টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৯কিঃমিঃ রাস্তা, ২৬ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ২৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১১ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৫১ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৮৫৭৫ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও নদী ভাঙ্গন-এর ফলে বন্যা হলে কিংবা ২০০৭ সালের আগাম বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সিরাজগঞ্জ জেলার **রায়গঞ্জ উপজেলায়** ১১১০৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২০৪২ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৭১৩ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১৮১৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩১ কিঃমিঃ রাস্তা, ২৩ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৮ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৭৪ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৭৪৬৪ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও নদী ভাঙ্গন-এর ফলে বন্যা হলে কিংবা ২০০৭ সালের বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সিরাজগঞ্জ জেলার **শাহাজাদপুর উপজেলায়** ১৭২৯৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২৫৩৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১২৭৩ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ৩২৩৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩৫ কিঃমিঃ রাস্তা, ২৭ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ২২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৯ টি মৎস্য খামার, ৭২টি দুগ্ধজাত খামার, ১১২টি তাঁতশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ২৮৫ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ২৫১৪২ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও নদী ভাঙ্গন-এর ফলে বন্যা হলে কিংবা ২০০৭ সালের বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সিরাজগঞ্জ জেলার **তাড়াশ উপজেলায়** ১৪১০৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২৬০৯ হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ৬১২টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ১৫৬৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৯ কিঃমিঃ রাস্তা, ২১ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ১৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৭ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ১৩৯ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ১৫১৪১ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও নদী ভাঙ্গন-এর ফলে বন্যা হলে কিংবা ২০০৭ সালের বন্যার মতো বন্যা আঘাত হানলে সিরাজগঞ্জ জেলার **উল্লাপাড়া উপজেলায়** ১৪১৪৫ হেক্টর জমির ফসলাদি (সম্পূর্ণ), ২৫৩৭হেক্টর জমির ফসলাদি (আংশিক), ১১৭৩ টি ঘরবাড়ি (সম্পূর্ণ), ২৬২৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৩০কিঃমিঃ রাস্তা, ২৫ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ, ২৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১২ টি মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং ২১৪ টি গবাদি পশু মারা যেতে পারে। এর ফলে ৩২৩১২ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- **সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায়** অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে ৩০০ টি বসতভিটা, ৩ কি.মি. রাস্তা এবং ১৯০ হেক্টর ফসলী জমি, ৫০ টি টিউবওয়েল, ২১০ টি পায়খানা এবং ২১৩ টি গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। যার ফলে ১২১৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- **বেলকুচি উপজেলায়** অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে ২৫১ টি বসতভিটা, ৪ কি.মি. রাস্তা এবং ১৮০ হেক্টর ফসলী জমি, ৬৫ টি টিউবওয়েল, ১৮৫ টি পায়খানা এবং ১৯৫ টি গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে ১০৭৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- **চৌহালী উপজেলায়** অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে ৩৩৫ টি বসতভিটা, ৮ কি.মি. রাস্তা এবং ১৭৫ হেক্টর ফসলী জমি, ১২৫ টি টিউবওয়েল, ১৬৫ টি পায়খানা এবং ২৮৩ টি গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে ২৭১৯ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- **কাজিপুর উপজেলায়** অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে ৩২৫ টি বসতভিটা, ১০ কি.মি. রাস্তা এবং ১৯৫ হেক্টর ফসলী জমি, ২০৪ টি টিউবওয়েল, ১৯৩ টি পায়খানা এবং ১৮৩ টি গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে ১৯৮৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- **শাহাজাদপুর উপজেলায়** অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে ২৭৪ টি বসতভিটা, ৬ কি.মি. রাস্তা এবং ১৬৩ হেক্টর ফসলী জমি, ১৪৫ টি টিউবওয়েল, ১৫৩ টি পায়খানা এবং ২৯১ টি গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে ২০১৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- **সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০০৫ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৫৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১১৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৬ টি বিদ্যুতের খুটি, ১৫৬ টি গাছপালা, ও ১৭২ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৭২৪৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- **বেলকুচি উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০০৫ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৪৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১২৬ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৩ টি বিদ্যুতের খুটি, ১৩৪ টি গাছপালা, ও ১৪২ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৪৪২১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- **চৌহালী উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০০৫ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ২৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৮৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১১ টি বিদ্যুতের খুটি, ৭৮ টি গাছপালা, ও ১৩৬ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ২৭৫৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- **কামারখন্দ উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০০৫ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৩৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১০৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৩ টি বিদ্যুতের খুটি, ২৬ টি গাছপালা, ও ১৩২ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৩৬৫১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- **কাজিপুর উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০০৫ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৬৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২১৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৭ টি বিদ্যুতের খুটি, ৭৫ টি গাছপালা, ও ২০৯ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৬২৩৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- **রায়গঞ্জ উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০০৫ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৩৪ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৮৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৩ টি বিদ্যুতের খুটি, ৪৫টি গাছপালা, ও ১০৩ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ২৩৬৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- **শাহাজাদপুর উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০০৫ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৬৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২০৯ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৯ টি বিদ্যুতের খুটি, ৭৩ টি গাছপালা, ও ১৪৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৬৮৩৪ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- **তাড়াশ উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০০৫ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৩৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৯৪ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৩ টি বিদ্যুতের খুটি, ৪৫ টি গাছপালা, ও ১২৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৫৩৪৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- **উল্লাপাড়া উপজেলায়** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০০৫ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৪৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২০৬ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ০৯ টি বিদ্যুতের খুটি, ৭৩ টি গাছপালা, ও ১৭৫ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৪৫১২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ভবিষ্যতে অত্র জেলায় আর্সেনিক দূষণ আরো বাড়তে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সিরাজগঞ্জ জেলার মানুষ আর্সেনিকোসিস রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র জেলায় ঘন ঘন বন্যা, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষিখাতের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক কৃষিখাতের যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় বন্যায় ১২৩১১ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ২৫৮৪ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৪৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **বেলকুচি উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় বন্যায় ১৩৬৪৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৩৭৪২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১১০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **চৌহালী উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় বন্যায় ১০১৪২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ),৬৪০৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ২৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **কামারখন্দ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলায় বন্যায় ৮৩০৪ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ১৭৪২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **কাজিপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় বন্যায় ১৮৩৪৪ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৮৬১২হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১২৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **রায়গঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় বন্যায় ১৫৩৪২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৬৩৪৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১১৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে

খাতসমূহ	বর্ননা
	ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **<u>শাহাজাদপুর উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর উপজেলায় বন্যায় ২৩৬১২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ১০১১৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১৩২ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **<u>তাড়াশ উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলায় বন্যায় ১৪৫২৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ৪৫৭২ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১০৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **<u>উল্লাপাড়া উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় বন্যায় ৩১৫৩৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল (সম্পূর্ণ), ১১৫২৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল (আংশিক) এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১৮৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।
মৎস্য	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলায় ঘন ঘন বন্যা আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র জেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত। সিরাজগঞ্জ জেলায় মাছের অভয়াশ্রম নষ্ট হচ্ছে যা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। এতে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তাই নয় এর ফলে মাছের বৃদ্ধিও কম হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক মৎস্যসম্পদের যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **<u>সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৭ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ১৮ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **<u>বেলকুচি উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় আগাম বন্যায় ৪ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৬ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **<u>চৌহালী উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় আগাম বন্যায় ৯ টি এবং

খাতসমূহ	বর্ননা
	মৌসুমী বন্যায় ১৭ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **কামারখন্দ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলায় আগাম বন্যায় ৪ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৭ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **কাজিপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৫ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৯ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **রায়গঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ৪ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৯ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **শাহাজাদপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৭ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ১১ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **তাড়াশ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলায় আগাম বন্যায় ৩ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ৫ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **উল্লাপাড়া উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় আগাম বন্যায় ৯ টি এবং মৌসুমী বন্যায় ১৫ টি পুকুরের মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড় ও খরা ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক গাছপালার যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ২৭৫ টি গাছ, কালবৈশাখী ঝড়ে ৫৬ টি গাছ এবং নদীভাঙ্গনে ১২৪ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
	বেলকুচি উপজেলা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ২৩৬ টি গাছ, কালবৈশাখী ঝড়ে ১৬৪ টি গাছ এবং নদীভাঙ্গনে ১৬৩ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **চৌহালী উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ২৭৪ টি গাছ, কালবৈশাখী ঝড়ে ২৩৫ টি গাছ এবং নদীভাঙ্গনে ১৪২ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **কামারখন্দ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ২১৪ টি গাছ, এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১০২ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। **কাজিপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১৭৬ টি গাছ, কালবৈশাখী ঝড়ে ১০৯ টি গাছ এবং নদীভাঙ্গনে ১৪৭ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **রায়গঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১৪৩ টি গাছ, কালবৈশাখী ঝড়ে ৯৪ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **শাহাজাদপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১৮৩ টি গাছ, কালবৈশাখী ঝড়ে ২১৭ টি গাছ এবং নদীভাঙ্গনে ১৩৯ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **তাড়াশ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ১৩৪ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৫৮ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **উল্লাপাড়া উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ৩১০ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৪০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলায় ঘন ঘন আগাম বন্যা ও মৌসুমী বন্যা আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে স্বাস্থ্যখাত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে মানুষ আহত হয় এবং প্রাণহানী ঘটতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক স্বাস্থ্যখাতের যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা**

খাতসমূহ	বর্ননা
	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় বন্যায় মোট ৫৫৫১৫৫ জন সংখ্যার মধ্যে ২% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ২.৫% লোক ডায়রিয়া, ১.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ২% লোক টাইফয়েড, ১.৩% লোক আমাশয়, ১.৮% লোক চর্মরোগ এবং ৩% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **বেলকুচি উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় বন্যায় মোট ৩৫২৮৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৫% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৩% লোক ডায়রিয়া, ২% শিশু নিউমোনিয়া, ২% লোক টাইফয়েড, ১.৩% লোক আমাশয়, ১.৩৭% লোক চর্মরোগ এবং ১.৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **চৌহালী উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় বন্যায় মোট ১৬০০৬৩ জনসংখ্যার মধ্যে ২% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৪% লোক ডায়রিয়া, ২% শিশু নিউমোনিয়া, ২.৫% লোক টাইফয়েড, ২.৩% লোক আমাশয়, ১.৩% লোক চর্মরোগ এবং ৩% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **কামারখন্দ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলায় বন্যায় মোট ১৩৮৬৪৫ জনসংখ্যার মধ্যে ২.১% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ২.৫% লোক ডায়রিয়া, ০.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৭% লোক টাইফয়েড, ১.২% লোক আমাশয়, ২.৫% লোক চর্মরোগ এবং ২.৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **কাজিপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় বন্যায় মোট ২৭৪৬৭৯ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৫% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৩.৫% লোক ডায়রিয়া, ২.৩% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৭% লোক টাইফয়েড, ১.৯% লোক আমাশয়, ১.৯% লোক চর্মরোগ এবং ৩.৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **রায়গঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গগঞ্জ উপজেলায় বন্যায় মোট ৩১৭৬৬৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৩% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ২.৫% লোক ডায়রিয়া, ১.৪% শিশু নিউমোনিয়া,১.৪% লোক টাইফয়েড, ১.৩% লোক আমাশয়, ১.৬% লোক চর্মরোগ এবং ২.১% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **শাহাজাদপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর উপজেলায় বন্যায় মোট

খাতসমূহ	বর্ননা
	৫৬১০৭৬ জনসংখ্যার মধ্যে ২% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৪% লোক ডায়রিয়া, ২.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ২.৫% লোক টাইফয়েড, ২.২% লোক আমাশয়, ২.৭% লোক চর্মরোগ এবং ৩.১% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **তাড়াশ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলায় বন্যায় মোট ১৯৭২১৪ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৩% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ২.৫% লোক ডায়রিয়া, ১.২% শিশু নিউমোনিয়া, ১.৮% লোক টাইফয়েড, ১.৩% লোক আমাশয়, ১.৮% লোক চর্মরোগ এবং ২.৪% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **উল্লাপাড়া উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় বন্যায় মোট ৫৪০১৫৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৪% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, মৌসুমী বন্যায় ৩.৪% লোক ডায়রিয়া, ১.২% শিশু নিউমোনিয়া, ১.১% লোক টাইফয়েড, ১.৫% লোক আমাশয়, ১.৪% লোক চর্মরোগ এবং ২.২% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, খরা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে যা মানুষের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক জীবিকার যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৭৬২১ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৮৭৪২ জন কৃষিজীবী, ২৩৫৫ জন মৎস্যজীবী, ৭০৯৫ জন দিনমজুর ও ৬৮১ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৪৬৭ জন কৃষিজীবী, ২৭৪৬ জন দিনমজুর ও ৪৯৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বেলকুচি উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৩৬০২ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৫৬৩৪ জন কৃষিজীবী, ২৪১২ জন মৎস্যজীবী,৭৩১৫ জন দিনমজুর ও ৪৯১ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৪০৫ জন কৃষিজীবী, ৪৫৮ জন দিনমজুর ও ৪৩৮ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **চৌহালী উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় আগাম বন্যায় ৯৪০৩ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৫৬০৪ জন কৃষিজীবী, ২৩০৪ জন মৎস্যজীবী, ৬১৩৫ জন দিনমজুর ও ৩০৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৪৩২ জন কৃষিজীবী, ২৩০৫ জন দিনমজুর ও ৩৮৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
	<u>কামারখন্দ উপজেলা</u> জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলায় আগাম বন্যায় ৮৪৫৫ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৫৫৩৩ জন কৃষিজীবী, ২৩৫৫ জন মৎস্যজীবী, ৪৬৫৫ জন দিনমজুর ও ৪১৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩১১২ জন কৃষিজীবী, ২৩০৫ জন দিনমজুর ও ৩৯৯ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **<u>কাজিপুর উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৩১০৫ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৬৩০৪ জন কৃষিজীবী, ২৩৩৫ জন মৎস্যজীবী, ৬৫১১ জন দিনমজুর ও ৪১২ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩১১৫ জন কৃষিজীবী, ২১৫৫ জন দিনমজুর ও ৫০১ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **<u>রায়গঞ্জ উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৪১৩৮ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৫৬৪৫ জন কৃষিজীবী, ২৩০৮ জন মৎস্যজীবী, ৫৬৫৫ জন দিনমজুর ও ৪৬৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৬০৮ জন কৃষিজীবী, ২৫৫৫ জন দিনমজুর ও ৪৮৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **<u>শাহাজাদপুর উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৯১৩২ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৮১১১ জন কৃষিজীবী, ২৬৩২ জন মৎস্যজীবী, ৮১৪৫ জন দিনমজুর ও ৫৯২ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৪৪১১ জন কৃষিজীবী, ৫৭৭ জন দিনমজুর ও ৩৪৬ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **<u>তাড়াশ উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলায় আগাম বন্যায় ৯১২৫ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৩১৪৪ জন কৃষিজীবী, ১৫৩৫ জন মৎস্যজীবী, ৪১১৯ জন দিনমজুর ও ৩৫৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৫২৩ জন কৃষিজীবী, ২১১২ জন দিনমজুর ও ৩১১ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **<u>উল্লাপাড়া উপজেলা</u>** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৮২০৫ জন কৃষিজীবী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৭৪০৩ জন কৃষিজীবী, ২৬০৪ জন মৎস্যজীবী, ৮০১৩ জন দিনমজুর ও ৫৯২ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৪২৯২ জন কৃষিজীবী, ২৭১৩ জন দিনমজুর ও ৫৯১ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক পানিসম্পদের যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

খাতসমূহ	বর্ননা
	সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় বন্যায় ১০৫ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৫১১ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **বেলকুচি উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় বন্যায় ৫৬৫ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ১১১ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **চৌহালী উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় বন্যায় ১০৯ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৮৭ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **কামারখন্দ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলায় বন্যায় ৯৫ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৪০৫ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **কাজিপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় বন্যায় ১১২ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৩৭৫ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **রায়গঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় বন্যায় ১২৫ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৫১৩ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **শাহাজাদপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর উপজেলায় বন্যায় ১১৫ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৫৬৫ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের

খাতসমূহ	বর্ননা
	পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **তাড়াশ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলায় বন্যায় ৯৩ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৪০৫ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **উল্লাপাড়া উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় বন্যায় ১৩৭ টি টিউবওয়েল এবং আর্সেনিক দূষণে ৫১৯ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সিরাজগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যেমন রাস্তাঘাট, বেরীবাঁধ, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভবিষ্যতে ইহা আরো ব্যাপক আকার ধারন করতে পারে। ভবিষ্যতে অত্র জেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে উপজেলাভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় আগাম বন্যায় ৮ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ৪৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৭ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ২৭১ টি বাড়িঘর (আংশিক), ২২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৯ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ১৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৩২৫ টি বাড়িঘর, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৮৩ টি বাড়িঘর, ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৭ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বেলকুচি উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় আগাম বন্যায় ১২ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ২৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫২ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ১২৫১ টি বাড়িঘর (আংশিক), ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৫১ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ১০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৩০২ টি বাড়িঘর, ১৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২১টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩৩২ টি বাড়িঘর, ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৭ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **চৌহালী উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলায় আগাম বন্যায় ৮ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ১৭ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৪৫ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ১৫৪ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৩ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ০৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ২৬৫ টি বাড়িঘর, ৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৬৪ টি বাড়িঘর, ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৭ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **কামারখন্দ উপজেলা**

খাতসমূহ	বর্ননা
	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলায় আগাম বন্যায় ১৫ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ৪২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫৭ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৫৩০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ১৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২৫ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ২৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ২৫৬ টি বাড়িঘর, ৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৫৬ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **কাজিপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ২৫ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ৩৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫৩ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৫৩৬টি বাড়িঘর (আংশিক), ২৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১২ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ১২ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ১৮২ টি বাড়িঘর, ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১০ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৪৫ টি বাড়িঘর, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৩ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **রায়গঞ্জ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় আগাম বন্যায় ৯ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ৩৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৩৫ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৭১৩ টি বাড়িঘর (আংশিক), ১৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৮ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ৯ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৪৫৯ টি বাড়িঘর, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৫৭ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৭ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **শাহাজাদপুর উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ২৭ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ৫৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৮৫ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ৪৫২ টি বাড়িঘর (আংশিক), ২৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২৫ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ৩৬ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫৩২ টি বাড়িঘর, ৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩২৮ টি বাড়িঘর, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১০ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **তাড়াশ উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলায় আগাম বন্যায় ২৫ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ৪৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫২ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ১৭৭ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৪০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২৫ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৫৮ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৮২৭ টি বাড়িঘর, ২৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৩৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৫০৭ টি বাড়িঘর, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৪ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **উল্লাপাড়া উপজেলা** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় আগাম বন্যায় ২৮ কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ৬০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৫৪৭ টি বাড়িঘর (সম্পূর্ণ), ১২৫৭ টি বাড়িঘর (আংশিক), ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২৯

খাতসমূহ	বর্ননা
	কিলোমিটার ভেড়িবাঁধ, ৩৬ কিলোমিটার রাস্তাঘাট, ৩১২ টি বাড়িঘর, ১৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৫৬ টি বাড়িঘর, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১৫ টি বিদ্যুতের খুটি ও তার ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায় : দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ:

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
বন্যা: সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রায় প্রতি বছর বন্যার কারণে জেলার প্রায় সকল উপজেলার কৃষি খাত বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে বোনা আমন, রোপা আমন, আউস ধান ও ইরি ধান, পাট, ইক্ষু, তিল, তিসি, সব্জি ইত্যাদি ফসলের ক্ষতি হতে পারে।	- বাঁধ ভেঙ্গে পানি প্রবেশ করা - বন্যার সতর্কবার্তা না পৌছানো - বন্যা সহনশীল ফসল চাষ না করা - বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা - জনগণের সচেতনতা অভাব	- খালগুলো পলি জমে ভরাট হওয়া - নদীর গভীরতা কমে যাওয়া - পর্যাপ্ত পরিমাণ কালভার্ট না থাকা - উজানে বাঁধ না থাকা - বন্যা সহনশীল ফসল চাষে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা - বন্যা সহনশীল ফসল চাষে বীজ সরবরাহ না করা	- বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার না করার - বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ না থাকা - সরকারি/বেসরকারি ভাবে রাস্তা মেরামত ও বন্যারোধে ব্যবস্থা না নেওয়া - অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা ঘাট নির্মাণ - পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দীর্ঘস্থায়ী না হওয়া
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাসহ অন্যান্য উপজেলার ব্রীজ, কালভার্ট, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পোষ্ট অফিস, কমিউনিটি ক্লিনিক, মসজিদ,	- উজানে প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হওয়া - বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ না করা - অতি বৃষ্টি	- পূর্ব প্রস্তুতি না থাকা - বাড়িঘর উঁচু না থাকা - বিভিন্ন শিক্ষা, সেবামূলক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং খেলার মাঠ উঁচু না থাকা	- পরিকল্পনা অনুযায়ী রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার না করা

মন্দির ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।			
বন্যায় প্রায় বাড়ি ঘর কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময় কাঁচা ঘর পানিতে ধক্ষসে পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে আধাপাকা এবং পাকা ঘরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে জেলার সকল উপজেলা বিশেষ করে চৌহালী, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, শাহজাদপর, বেলকুচি এবং কামারখন্দ উপজেলার ঘরবাড়ি বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে অনেক পরিবার আর্থিক ক্ষতিসহ আশ্রয়হীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	- সঠিক সময়ে বন্যার সতর্কীকরণ বার্তা না পৌছানো - উজানে বাঁধ ভাঙ্গা - অতিবৃষ্টি	- নদীর গভীরতা কমে যাওয়া - বাড়িঘর উঁচু না থাকা প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া - বৃক্ষ নিধন - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয়া ভূমিকা পালন না করা	- জলবায়ুর পরিবর্তন -পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের অসচ্ছতা - পরিকল্পিতভাবে বাঁধ নির্মাণ না করা
বন্যা ও বন্যা পরবর্তী সময়ে নানাবিধ পানিবাহিত রোগ যেমন সর্দি-কাশি, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া,আমাশায়, জলবসন্ত, জন্ডিস, চোখের ভাইরাস জনিত সমস্যা, ঠান্ডা-জ্বর, পেটের পীড়া, চর্মরোগসহ নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এ সময় বয়স্ক এবং শিশুরা বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাছাড়া ছোট ছোট বাচ্চা পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশী থাকে।	- ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকা - বন্যার কারণে পায়খানা নিমজ্জিত হওয়া	- সচেতনতার অভাব - প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র বিশুদ্ধ খাবার পানি ও খাবার স্যালাইনের ব্যবস্থা না থাকা	- ইউনিয়ন পর্যায়ে হাসপাতাল ও ক্লিনিক না থাকা
নদীভাংগন: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহজাদপুর ও বেলকুচি উপজেলায় নদী ভাঙ্গনের প্রবণতা বেশী দেখা যায়। যমুনা নদী ভাঙ্গনের ফলে জেলার	- নদীতে পানির স্রোত বেড়ে যাওয়া - উজানে পাহাড়ি ঢলে হঠাৎ নদীর পানি বৃদ্ধি	- নদীর গভীরতা কমে যাওয়া	- নদীর গভীরতা হ্রাস পাওয়া - নদীতে চর জাগা

উল্লেখিত উপজেলার কৃষিজমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এর ফলে খাদ্যের ব্যাপক ঘাটতি হতে পারে।			
বন্যায় কাঁচা ও ইটবসানো রাস্তা ডুবে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় বন্যার পানির চাপে কাঁচা রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে সম্পর্ণরপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় বৃদ্ধ, মহিলা ও স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত, রোগী আনা নেয়া ও মালামাল পরিবহনে অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পায়। ২০০৭ সালের মত ভয়াবহ বন্যা হলে জেলার কাজিপর, শাহজাদপুর, বেলকুচি, সদর, তাড়াশ এবং উল্লাপাড়া উপজেলার অনেক রাস্তা এবং কালভার্ট সম্পূর্ণ বা আংশিক বিনষ্ট হয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হতে পারে।	- রাস্তা নিচু হওয়া - নদীতে বোল্ডার না ফেলা	- নদীতে পাইলিং না থাকা - অতিমাত্রায় বৃক্ষ নিধন করা	- নদী খনন না করা - পরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর নির্মাণ না করা
বন্যার কারণে অনেক কৃষি ও অকৃষি শ্রমিকদেরকে কর্মহীন দিন কাটাতে হয়। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন ও নারীদেরও কর্মসংস্থানের অভাব দেখা দেয়। এ সময় এলাকার সাধারণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী দূর্বিসহ কষ্টে জীবন-যাপন করে থাকে।	- আকষ্মিক বন্যা - নদীর বাঁধ ভাঙ্গা - অতি বৃষ্টির	- বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকা - পুজি বা সঞ্চয় না থাকা - পূর্ব প্রস্তুতি না থাকা	- দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা না থাকা
	- অসময়ে বন্যা - বন্যা নিয়ন্ত্রনে বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ না করা - পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা	- পুকুরের পাড় নিচে থাকা - খালগুলো সংস্কার না হওয়া	- সরকার ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদাসীনতা - বন্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি নীতিমালা না থাকা

	না থাকা - বন্যার পূর্বাভাস না পাওয়া	পর্যাপ্ত কালভার্ট ও স্লুইস গেট না থাকা - খালগুলো অবৈধ দখল হওয়া	
	- অতি বৃষ্টি - অসময়ে বন্যা - বন্যার পানি আটকে যাওয়া - পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকা - তাৎনিক সেচের ব্যবস্থা না থাকা	- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ না থাকা - ড্রেন বা নালা না থাকার কারণে - আবাদী জমি নিচু থাকার কারণে	- অপরিকল্পিত ভাবে - রাস্তাঘাটা তৈরী - স্লুইচ গেট না থাকা - খাল ও পুকুর পুনঃ খনন না করা
	- উজানে বাঁধ ভাঙ্গা - বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ না থাকা - নদীর তীরবর্তী এলাকায় বেলে মাটি হওয়া	- নদীর গতিপথ পরিবর্তন হওয়া	- আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন - নদীর গভীরতা কমে যাওয়া

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ :

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
বন্যা: সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রায় প্রতি বছর বন্যার কারণে জেলার প্রায় সকল উপজেলার কৃষি খাত বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে বোনা আমন, রোপা আমন, আউস ধান ও ইরি ধান, পাট, ইক্ষু, তিল, তিসি, সব্জি ইত্যাদি ফসলের ক্ষতি হতে পারে।	- বন্যা সতর্কীকরণ বার্তা প্রেরণ - বন্যার পূর্বে ফসল রোপন করা	- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ -স্লুইস গেট নির্মাণ -পর্যাপ্ত কালভার্ট নির্মাণ করা - খালের গভীরতা বৃদ্ধি করা	-আগাম ও বন্যা সহনশীল জাতের বীজ উদ্ভাবন করা - স্থানীয় সরকারের তদারকি করণের ব্যবস্থা করা -নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাসহ অন্যান্য উপজেলার ব্রীজ, কালভার্ট, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পোষ্ট অফিস, কমিউনিটি ক্লিনিক, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি	-ব্রীজ কালভার্টের দুই পাশে ব্লক দেওয়া - নিচু রাস্তা উঁচু করা	- প্রযোজ্য স্থানে ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ করা - বাড়িভিটা উঁচু করা - বিভিন্ন শিক্ষা, সেবামূলক ও ধর্মী প্রতিষ্ঠান, এবং খেলার	- পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ করা - পরিকল্পনা অনুযায়ী রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার করা

ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।		মাঠ উঁচু করা	- আশ্রয় কেন্দ্র/ মাটির কেল্ল্য নির্মাণ করা - আশ্রয় কেন্দ্রের রাস্তা সংস্কার করা
বন্যায় প্রায় বাড়ি ঘর কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময় কাঁচা ঘর পানিতে ধক্ষসে পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে আধাপাকা এবং পাকা ঘরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০৭ সালের মত বন্যা হলে জেলার সকল উপজেলা বিশেষ করে চৌহালী, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, শাহজাদপর, বেলকুচি এবং কামারখন্দ উপজেলার ঘরবাড়ি বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে অনেক পরিবার আর্থিক ক্ষতিসহ আশ্রয়হীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	- বাড়ীর ভিটা উঁচু করা - শক্ত খুটি দিয়ে ঘর বাড়ী নির্মাণ করা - ঝুঁকিপূর্ণ বাড়ী পাকা করা - বাড়ীর ঢালে গাছ লাগানো	- বাড়ীর পাশে পর্যাপ্ত গাছ লাগানো - বাড়ী নির্মাণের জন্য জনগণকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা	- আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা - বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ নির্মাণ - স্লুইস গেট নির্মাণ
বন্যা ও বন্যা পরবর্তী সময়ে নানাবিধ পানিবাহিত রোগ যেমন সর্দি-কাশি, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, আমাশায়, জলবসন্ত, জন্ডিস, চোখের ভাইরাস জনিত সমস্যা, ঠান্ডা-জ্বর, পেটের পীড়া, চর্মরোগসহ নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এ সময় বয়স্ক এবং শিশুরা বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাছাড়া ছোট ছোট বাচ্চা পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশী থাকে।	- ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা - প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, বিশুদ্ধ খাবার পানি ও খাবার স্যালাইন বিতরণের ব্যবস্থা করা	- মাইকিং এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে সতর্কীকরণের ব্যবস্থা করা - উঁচু স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন করা - স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মাণ করা	- ইউনিয়ন পর্যায়ে হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্থাপন করা
<u>নদীভাংগন:</u> সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহজাদপুর ও বেলকুচি উপজেলায় নদী ভাঙ্গানের প্রবণতা বেশী দেখা যায়। যমুনা নদী ভাঙ্গানের ফলে জেলার উল্লেখিত উপজেলার কৃষিজমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এর ফলে খাদ্যের ব্যাপক ঘাটতি হতে পারে।	- টিন/বাঁশ দ্বারা পানির চাপ কমানো - ব্লক দ্বারা নদীর পাড় বাধা - নদী হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বাড়ী-ঘর নির্মাণ করা	- প্রতি বছর ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদী খনন অব্যাহত রাখা - নদীর তীরে বনায়নের ব্যবস্থা করা - নদীর পাড় ও রাস্তার পার্শ্ব দিয়ে বক দিয়ে বাঁধাই করা	- নদীর ধার দিয়ে পাথর ফেলে বাঁধ দেয়া

বন্যায় কাঁচা ও ইটবসানো রাস্তা ডুবে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় বন্যার পানির চাপে কাঁচা রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে সম্পর্ণরপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় বৃদ্ধ, মহিলা ও স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত, রোগী আনা নেয়া ও মালামাল পরিবহনে অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পায়। ২০০৭ সালের মত ভয়াবহ বন্যা হলে জেলার কাজিপর, শাহজাদপুর, বেলকুচি, সদর, তাড়াশ এবং উল্লাপাড়া উপজেলার অনেক রাস্তা এবং কালভার্ট সম্পূর্ণ বা আংশিক বিনষ্ট হয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হতে পারে।	নদীতে বোল্ডার ফেলা	- অধিক পরিমাণে গভীর শিকঁড় যুক্ত ও পানি সহনীয় গাছ লাগানো - পাইলিং করা	- পরিকল্পনা মাফিক নদী খনন করা - পরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর নির্মাণ করা
বন্যার কারণে অনেক কৃষি ও অকৃষি শ্রমিকদেরকে কর্মহীন দিন কাটাতে হয়। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন ও নারীদেরও কর্মসংস্থানের অভাব দেখা দেয়। এ সময় এলাকার সাধারণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী দূর্বিসহ কষ্টে জীবন-যাপন করে থাকে।	- বন্যাকালীন সময়ে নৌকা ও মাছ ধরা জালের ব্যবস্থা করা - পূর্ব প্রস্তুতি থাকা - দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা - ভূমিহীনদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা	- আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও আয়বর্ধক কাজের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা - ভূমিহীনদের বিনা শর্তে আর্থিক সহায়তা প্রদান - সরকারি উদ্যোগে বাড়ী ঘর নির্মাণ	- বিভিন্ন কল কারখানা স্থাপন করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা - বিনা সুদে দীর্ঘ মেয়াদী সুদের ব্যবস্থা করা - সরকারি উদ্যোগে ঘাস জমি ভূমিহীনদের মাঝে বরাদ্দ দেওয়া
২০০৭ সালের মত বন্যা হলে জেলার প্রায় সকল উপজেলার পুকুরে চাষকৃত মাছ বের হয়ে ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে সিরাজগঞ্জ সদর, তাড়াশ এবং রায়গঞ্জ উপজেলার মৎস্য খাত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	- বাঁশ, চাটাই এর বেড়া দিয়ে বালির বস্তা ফেলা	-পুকুর পাড়া উঁচ করা - পুকুরের চারপাশে বৃক্ষ রোপণ করা - খাল পুনঃখনন করা -পর্যাপ্ত পরিমাণ কালভার্ট ও স্লুইস গেট নির্মাণ - খাল অবৈধ দখলমুক্ত করতে হবে	- পুকুর, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন করা -বন্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি নীতিমালা প্রয়োগ করা।
জলাবদ্ধতা সিরাজগঞ্জ জেলার একটি স্থায়ী সমস্যা না হলেও	- তাৎক্ষনিক সেচের ব্যবস্থা	- নতুন খাল খনন করা	- ব্রীজ/কালভাট নির্মাণ

অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট ও বর্ষা পরবর্তী পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা না থাকার কারণে নীচু কৃষি জমিতে পানি জমে থাকার ফলে শত শত একর আবাদী জমি অনাবাদী হয়ে পড়ে। উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, তাড়াশ এবং রায়গঞ্জ উপজেলার কৃষি খাত জলাবদ্ধতার কারণে বেশী ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে অনেক পরিবারের মধ্যে ব্যাপকভাবে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।	করা - খাল পুনঃ খনন করা	- ড্রেন ও ক্যানেলের ব্যবস্থা করা	করা - স্লুইচ গেট নির্মাণ করা
নদী ভাঙ্গনে রাস্তাঘাট, ব্রীজ কালভার্ট ও বাঁধ ভেঙ্গে জনগণের দুর্ভোগ বাড়তে পারে। ২০০৭ সালের মত নদী ভাঙ্গন হলে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার পৌরসভাসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ইউপি ভবন, ব্রীজ কালভার্টসহ অনেক অবকাঠামো নদী গর্তে বিলীন হয়ে যেতে পারে।	- নদীর তীরবর্তী রাস্তা মেরামত করা - নদীর তীরে বনায়নের ব্যবস্থা করা	- রাস্তার দুপাশে গাছ লাগানো - পরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ	- রাস্তার দুপাশে ব্লক স্থাপন করা - নদী পুনঃ খনন করা

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা :

ক্রমিক নং	এনজিও	দূর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	পরিমাণ /সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
০১	মানব মুক্তি সংস্থা (MMS)	১) দূর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য বসত বাড়িতে সবজী বাগান তৈরী, মুরগী পালন, ছাগল পালন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকরন, দূর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ও উদ্ধার কাজ সম্পর্কে জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, দূর্যোগ মোকাবেলা ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নর জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষ্যণ প্রদান ।	২৫০০-৩০০০	৪টি	চলমান
		২) চরাঞ্চলের মানুষের ক্ষ্যতির পরিমান কমিয়ে আনার জন্য মানুষের ফসল, গবাদী পশু ও ঘর-বাড়ি সমূহকে বীমার আওতায়			

		এনে ঝুঁকি হ্রাসকরন।			
০২	সোসিও হেলথ এ্যান্ড রিহেবিলিটেশন প্রকল্প	দূর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নর জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষ্যণ প্রদান।	১২০০-১৪০০	১টি	চলমান
০৩	ব্র্যাক	দূর্যোগ মোকাবেলা ও ঝুঁকি হ্রাসকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষ্যতা বৃদ্ধি এবং এলকার জনগণকে সচেতনতা	১৮০০-২০০০	১টি	চলমান
০৪	এ্যাকশান কন্ট্রেলা ফাইম	দূর্যোগে ক্ষ্যতিগ্রস্থ পরিবারের পূনর্বাসন করা	৬৫০-৮০০	১টি	চলমান
০৫	গণকল্যাণ সংস্থা	দূর্যোগ মোকাবেলায় সচেতনতা বৃদ্ধি ও দূর্যোগ কালীন সময়ে উদ্ধার কাজ পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান	১৫০০-১৮০০	১টি	চলমান

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা র্কমপরকিল্পনা :

৩.৪.১ দুর্যোগ র্পুব প্রস্তুতি :

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যা মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১.	উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা	৪৫ টি	৫৫০০০০	উপজেলা ও জেলা	ফেব্রুয়ারী- এপ্রিল	৪০%	১০%	৩০%	২০%	
২.	স্থানীয় পর্যায়ে র্বাতা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিত করণ	৪৫টি	৩৫০০০	পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা	ফেব্রুয়ারী- এপ্রিল	৪০%	১০%	৩০%	২০%	
৩.	বন্যা/ঘটিত আপদের আগাম সংবাদ প্রচারের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রনয়ন	৪৫টি	২০০০০	ইউপি, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা	ফেব্রুয়ারী- এপ্রিল	৪০%	১০%	৩০%	২০%	
৪.	আশ্রয় কেন্দ্র মেরামত	৭৫টি	১৮৭৫০০	ইউপি, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা	ফেব্রুয়ারী- এপ্রিল	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৫.	মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিচালনা	৪৫টি	২৭০০০০	ইউপি, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা	ফেব্রুয়ারী- এপ্রিল	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৬.	মহড়ার আয়োজন	২৭টি	২১৫০০০	উপজেলা ও জেলা	ফেব্রুয়ারী- মে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৭.	দুর্যোগ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৯টি	১২০০০০	ইউপি, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা	ফেব্রুয়ারী- মে	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৮.	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ফোন নং সংরক্ষণ করা	টুউগঈ ,টউগঈ এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার	-	উপজেলা ও জেলায়	ফেব্রুয়ারী- মে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	
৯.	দুর্যোগের পূর্বে সর্তকবার্তা ও জরুরী সর্তক প্রচার।	৪৫টি	২৪০০০০	জেলার সব উপজেয়ায়	দূর্যোগের ঠিক পূর্ব মুহর্তে	৪০%	১০%	৩০%	২০%	

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন:

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১.	নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীর জন্য জরুরীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়ার ব্যবস্থা করা।	৪৫	-	উপজেলা ও জেলা	দুর্যোগ কালীন সময়	৪০%	১০%	৩০%	২০%	
২.	উজানে নিকটস্থ নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে অথবা ঝড়ের পূর্বাভাস আসার সাথে সাথেই জরুরী সভা আয়োজন এবং বার্তা প্রচার করা।	৪৫	-	পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা	দুর্যোগ কালীন সময়	৪০%	১০%	৩০%	২০%	
৩.	আহত ব্যক্তিদের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	৪৫	-	ইউপি, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা	দুর্যোগ কালীন সময়	৪০%	১০%	৩০%	২০%	
৪	প্রতিদিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা	৪৫	-	ইউপি, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা	দুর্যোগ কালীন সময়	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৫	জরুরী সভা	১৫টি	৪৫০০০	ইউপি, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা	দুর্যোগ কালীন সময়	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৬	দ্রুত বার্তা প্রেরণ	-	১০০০০	ইউপি, পৌরসভা, উপজেলা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে	দুর্যোগ কালীন সময়	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৭	আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	-	-	নিকটস্থ আয়শ্রকেন্দ্রে	দুর্যোগ কালীন সময়	৩৫%	০৫%	৩০%	৩০%	
৮	দ্রুত পুনরুদ্ধার	-	২৫০০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	৪০%	১০%	৩০%	২০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
৯	স্বেচ্ছাসেবক দলকে দায়িত্ব বন্টন	-	-	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	৪০%	১০%	৩০%	২০%	
১০	আক্রান্ত এলাকায় মেডিকেল টিম প্রেরণ	২৭টি	৮০০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	১০০%				
১১	সেনিটেশনের ব্যবস্থা	৪৫০	৯০০০০০	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	১০০%				
১২	নিরাপদ পানির সরবরাহ	-	-	আশ্রয় কেন্দ্র গুলোতে	দুর্যোগ কালীন সময়	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	
১৩	জরুরী ত্রাণ বিতরণ	৪০ হাজার পরিবার	-	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মাঝে	দুর্যোগ কালীন সময়	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	
১৪	যাতায়াত ব্যবস্থা সচল রাখার ব্যবস্থা করা		-	দুর্যোগ কবলিত এলাকাতে	দুর্যোগ কালীন সময়	৫০%		৫০%		
১৫	আলো/বাতি ও জ্বালানী সরবরাহ করা	৪০ হাজর পরিবার	-	দুর্যোগ আক্রান্ত পবিার ও আশ্রয়কেন্দ্রে	দুর্যোগ কালীন সময়	৫০%	১০%	৩০%	১০%	
১৬	ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দায়িত্ব বন্টন ও তাদের কাজ তদারকি করা	-	-	সংশ্লিষ্ট এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী :

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১	উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা যত দ্রুত সম্ভব	৪৫	৪৫০০০০	-	-	৪০%	১০%	৩০%	২০%	
২	মৃত মানুষ দাফন ও গবাদি পশু অপসারণের ব্যবস্থা করা	২৭০০০	৫৪০০০০	-	-	৪০%	১০%	৩০%	২০%	
৩	আহতদের জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা	৪৫	৬৩০০০০	-	-	৪০%	১০%	৩০%	২০%	
৪	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	৪৫	-	-	-	৪০%	১০%	৩০%	২০%	
৫	অধিক ক্ষতিগ্রস্থদের পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করা	২৫০০০	৫০০০০০০	-	-	৪০%	১০%	৩০%	২০%	
৬	ক্ষতি নিরূপন	-	ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাতে	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%		
৭	ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%		
৮	কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%		
৯	অবকাঠামো (প্রাতিষ্ঠানিক) সংস্কার		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%		

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যা মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১০	রাস্তা সংস্কার		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	-	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%		
১১	কালভার্ট সংস্কার		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্থ কালভার্ট	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%		
১২	বাঁধ সংস্কার		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	২৫%	২৫%	২৫%		
১৩	চাহিদা ভিত্তিক কৃষি উপকরণ বিতরণ ও প্রশিক্ষণ		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	অত্র জেলার সকল উপজেলাতে	সারা বছর ২০১৪-২০১৬ সালের মধ্যে	২৫%	২৫%	২৫%		
১৪	প্রাণী সম্পদের চিকিৎসা ও পুনঃবাসন		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী	-		২৫%	২৫%	২৫%		
১৫	মৎস্য জীবী ও চাষিদের পুনর্বাসন		ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী			২৫%	২৫%	২৫%		

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ঝুঁকিহ্রাস সময়ে:

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১	দুর্যোগ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি			জেলা		২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	
২	স্বেচ্ছা সেবক দলকে সক্রিয় রাখা			সকল উপজেলা ও ইউনিয়নে		২৫%		৭৫%		
৩	ঝুঁকি পূণ এলাকাতে অবকাঠামো তৈরী/উন্নয়ন	২টি বাঁধ		ঝুঁকি পূণ এলাকাতে		৭৫%		২৫%		
৪	বন্যা সহনশীল জাতরে ফসল চাষে উৎসাহতি করা	২০টি মিটিং		নিচু এলাকার কৃষকদের		২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	
৫	নলকুপ ও ল্যাট্রনি স্থাপনে বিষয়ে বন্যা লেভেল বিবেচনায় রাখার জন্য সংশ্লষ্টি প্রতিষ্ঠানকে/ বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান	-		সংস্লিষ্ট বিভাগকে		১০০%	-	-	-	
৬	পুকুরের পাড় উঁচু করণ এর বিষয়ে সচতেনতামূলক কাজ করা			জেলা/উপজেলার সকল মৎস্য চাষীদের মাঝে		২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্য মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
৭	বন্যা প্রবণ এলাকাতে বসত ভিটা উঁচু করার বিষয়ে পরার্মশ প্রদান			নিচু এলাকায়		২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	
৮	শীত বস্ত্রের ব্যবস্থা করা	২০০০০		শীতে আক্রান্ত এলাকার গরিব দুঃখিদের মাঝে		৫০%	২০%	২০%	১০%	
৯	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা			জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক		২০%		৮০%		
১০	ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজ মেরামত করা	৬৫২টি		ক্ষতিগ্রস্থ উপজেলা গুলোতে		৭৫%	১০%	১৫%	১০%	
১১	ক্ষতিগ্রস্থ কালর্ভাট মেরামত করা	৫৩০টি		যে যে স্থানে কালভার্ট নষ্ট হয়েছে		৭৫%	১০%	১৫%	১০%	
১২	ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা মেরামত/সংস্কার করা	৩২৫টি		ক্ষতিগ্রস্থ উপজেলা ও ইউনিয়নের রাস্তা সমুহ		৭৫%	১০%	১৫%	১০%	

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC):

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ বিল্লাল হোসেন	জেলা প্রশাসক (সভাপতি)	০৭৫১-৬২৩৮৫
২	মোঃ জাকিউর রহিম সাহেদ	জেলা ত্রাণ ও পূর্নবাসন কর্মকর্তা (সদস্য সচিব)	০১৭১৬-৮১০১৮৩
৩	মোহাম্মাদ হাসিব সরকার	সহকারী কমিশনার (সাধারণ শাখা) (সদস্য)	০১৭১৬-৩১৩০৩১

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই উপজেলা কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হবে। যেখানে পালাক্রমে একসাথে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।
- উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রি ২৪ ঘন্টা কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- জেলা শহরের সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিস্টার থাকবে। উক্ত রেজিস্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করা হবে।
- দেয়ালে টাঙ্গানো একটি উপজেলার ম্যাপে বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫ টি বড় টর্চ লাইট, গামবুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট ইত্যাদি কন্ট্রোল রুমের মজুদ রাখা হবে।

৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনা:

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা	০৯টি	১২ মাস	ইউএনও	DDM C ও বেসরকারী সংস্থা এবং জনগোষ্টি	প্রশিক্ষণ প্রদান, সরঞ্জাম সরবরাহ, ব্যাক্তিগত যোগাযোগ	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
২.	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	৯টি	দুর্যোগ ঘোষনার পূর্ব মুহূর্তে/	কন্ট্রোল রুম পরিচালনা কমিটি	ইউজেডডিএমসি/ উপজেলা/ এনজিও	উপজেলা ভিত্তিক কন্ট্রোল রুম খুলে ২৪ ঘন্টা পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করবে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
			সতর্ক বার্তা পাওয়া মাত্র				
৩.	পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার	০৯টি	৮ মাস (এপ্রিল-নভেম্বর)	দায়িত্ব প্রাপ্ত স্বেচ্ছা সেবক	গ্রামপুলিশ	মাইক্রোফোন, মেগাফোন, মসজিদের মাইক, বাঁশি, সাইরেন ও ড্রাম বাজিয়ে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
৪.	নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা	৫৭ টি	ঐ	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	UP সদস্য	নৌকা, গাড়ী ও ভ্যান চালকের সাথে আলোচনা করে তাদের ফোন নম্বর সংরক্ষণ করা	ঐ
৫.	জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা	প্রয়োজন অনুসারে	ঐ	ঐ	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	উদ্ধার কাজ করতে পারে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করে ওরিয়েন্টেশন প্রদান এবং জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ যান্ত্রিক নৌকা ব্যবহার করে	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৬.	প্রাথমিক চিকিৎসা / স্বাস্থ্য / মৃত ব্যবস্থাপনা	০৯টি	ঐ	ঐ	ঐ	নিকটের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগাযোগ ও ফোন নং সংরক্ষণ করা	উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৭.	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	১০০০০ পরিবার	৬ মাস (জুন-নভেম্বর)	UzDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	কমিউনিটি ও সংস্থা যারা খাবার ও ঔষধ দিতে পারে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও ফোন নং সংগ্রহ করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৮.	গবাদী পশুর চিকিৎসা / টীকা	প্রয়োজন অনুসারে	ঐ	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	কমিউনিটির জনগণ	ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে	UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা
৯.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ		ঐ	ঐ	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	সরাসরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১০.	ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	০৯ টি উপজেলায়	উপস্থিত সময়	ঐ	ঐ	যে সব প্রতিষ্ঠান / ব্যাক্তি ত্রাণ দিবে তাদের সাথে যোগাযোগ করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১১.	মহড়ার আয়োজন করা	০৯টি	৩ মাস (জানু-মার্চ)	ঐ	ঐ	অধিক দুর্যোগপ্রবন এলাকায় সরাসরি স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটির জনগণকে সাথে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন আপদের উপর মহড়া করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১২.	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	১ টি	৮ মাস (এপ্রিল-নভেম্বর)	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জেলা প্রশাসন	কন্ট্রোল রুমের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা, উদ্ধার, অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সর্তকর্বাতা প্রচার:

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষণা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত হিসাবে একটানাভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণরে ব্যবস্থাদী:

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ী গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দেবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমকি চকিৎিসা প্রদান:

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য জেলা/উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদিপশু মাটি দেবার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ

- দুর্যোগপ্রবণ মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকার মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা করবেন।
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষিত থাকবে।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি, চাহিদা নিরুপণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ:

- দুর্যোগ অব্যহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে Çএসওএস ফরম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে Çডি" ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রাণ কার্ক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহাতাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমাণ বা কোন ধরনের ত্রাণ সামগ্রী, পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দর পরিমাণ ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমাণ/সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা:

- তাৎক্ষণিকভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মাণের উপকরণ যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবারকল্যাণ সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করবে।
- ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সি ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদিপশুর চিকিৎসা/টিকা :

- উপজেলা প্রাণীসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ভবন অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণী চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণী চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা:

- সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণীঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্টিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের সময় অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়ীত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়ীত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিরা-রাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়ীত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্বক্ষণিকভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানসমুহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দুরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- প্রতিটির বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে হবে।
- নিম্নে টেবিলের মাধ্যমেও দেখাতে হবে।

৪.৩ জেলা/উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা:

উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা	মন্তব্য
সিরাজগঞ্জ সদর	২৫	১০	৪৬৭৫	
কাজিপুর	৩৩	১২	৬১০৫	
শাহাজাদপুর	৪৫	১৩	৮২৩৫	
উল্লাপাড়া	১২৫	১৩	২১৮৭৫	
তাড়াশ	২৮	৮	৫২৩৬	
বেলকুচি	৯৮	৬	১৭৫৪২	
কামারখন্দ	৭৫	৪	১৩৭২৫	
রায়গঞ্জ	৩৯	৯	৭০৯৮	
চৌহালী	৪৬	৭	৮১৮৮	
০৯টি	**৫১৪টি**	**৮২টি**	**৯২৬৭৯ জন**	

৪.৪ উপজেলা ভিত্তিক আশ্রয়কন্দ্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন:

স্কুল কাম শেল্টার:

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
1.	বেলকুচি	আজুগড়া স: প্রা: বিদ্যালয়	মো: আব্দুর রউফ	০১৮১৯-৭৯৭৩৮	
2.		আজুগড়া উত্তর পাড়া স: প্রা: বিদ্যালয়	মো: আব্দুল মজিদ	০১৯১৩-৪৭২৬৩	
3.		জামতৈল স: প্রা: বিদ্যালয়	মো: আবু সমা	০১৭৩৯-৩৩৭৯৬	
4.		গোপালপুর পূর্ব পাড়া স: প্রা: বিদ্যালয়	মো: হাজী ওসমান গনি	০১৯২১-৪৫৯৭৯	
5.		দৌলতপুর উত্তর নারামুড়ি সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: সামছুল	০১৭৫১-৮৮৯৭৭৬	
6.		মাধবপু সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: জাহাঙ্গীর আলম	০১৭২২-২১৩০০৭	
7.		বারুপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আব্দুল ওয়াদুদ	০১৭২৩-২১৩১১১	
8.		পেস্তুক খুকনী স: প্রা: বিদ্যা:	মো: আবু বক্কর	০১৭১৫-৩৪৩২২৩	
9.		ধুলগাগড়াখালী সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আয়ুবআলী	০১৮২৭-৬৩৯৫৯৪	
10.		চর নবীপুর কান্দাপাড়া সর:	মো: আব্দুল্লা আল	০১৭৬২-৬০৫১২৯	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
		প্রা: বিদ্যা:	মামুন		
11.		চরধুল গাগড়াখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মো: আলতাফ	০১৭১৮-৮৪৪৬৫৫	
12.		দৌলতপুর উত্তর রেজি: প্রা: বিদ্যা:	মো: সামছুল হক	০১৮২৩-৬৪১১৬৮	
13.		কল্যানপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মোছা: সেলিনা বেগম	০১৭১৬-৩০২৫৮৬	
14.		দৌলতপুর উত্তর **সর**: প্রা: বিদ্যা:	মো: শামছুল হক	০১৭৮৯-৯২৩৯০৮	
15.		চর নবীপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আব্দুল্লা আল মামুন	০১৭৬২-৬০৫১২৯	
16.	বেলকুচি	ক্ষিদ্রমাটিয়া উত্তর পাড়া স: প্রা: বিদ্যা:	মো: আবু বক্কার	০১৯১৪-৪৯৫৩৭৩	
17.		চালা মুকন্দগাঁতি স: প্রা: বিদ্যা:	মো: আব্দুল মোন্নাফ	০১৮১৯-০১৮৫৩৬	
18.		জিধুরী রেজি: প্রা: বিদ্যা:	মো: আনোয়ার হোসেন	০১৭১২-৩৯১৬৮৬	
19.		চক সোহাগপুর স: প্রা: বিদ্যালয়	মোছা: রশিদা খাতুন	০১৮১৯-০৫৬০০৮	
20.		সূবর্ণসাড়া স: প্রা: বিদ্যালয়	মো: আব্দুল ওহাব	০১৭১৬-৬৭১৪৮১	
21.		সোহাগপুর বালিকা স: প্রা: বিদ্যালয়	মো: আব্দুল কুদ্দুস	০১৭৩১-৯৮১৯৯৬	
22.		শেরনগর নতুন পাড়া মডেল স: প্রা: বিদ্যা:	মো: রাশিদুল ইসলাম	০১৭২৮-৫৬৯৫০৪	
23.		বিন্নাবাড়ী সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আব্দুল কাদের	০১৭২৪-০৮০৮৮৫	
24.		ক্ষিদ্র চাপড়ী সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আ: করিম	০১৭৪৬-৬৩৫৬২৯	
25.		বালিয়া পাড়া রেজি: প্রা: বিদ্যা:	মো: মনির	০১৭৩৫-২২২৬৯৯	
26.		বড়ধুল রেজি: প্রা: বিদ্যা:	মো: ওমর আলী	০১৭৪৫-১৭৯২৭৭	
27.		মেহেরনগর রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়	মো: আব্দুল হাই	০১৭১৭-৩২১৬৯৯	
28.		চরবেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মো: রুহুল আমীন	০১৭১৮-৩১৮২২৯	
29.		ষোলশত জাঙ্গালীয়া সর: প্রাথমিক বিদ্যালয়	শ্রী বিশ্বজিত কুমার	০১৭২১-৪৩২৩৯১	
30.		ধুকুরিয়া পূর্ব পাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: শহিদুল ইসলাম	০১৭২৪-৫৮২৫৯২	
31.		ধুকুরিয়া দক্ষিণ পাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: সাত্তার আলী	০১৭১৮-১৫৮৫৭৭	
32.		খামার উল্লাপাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	নিমাই চন্দ্র ঘোষ	০১৭১৩-৭১৩৭৪৫	
33.		খামার উল্লাপাড়া দক্ষিণ পাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: এলাহী বক্স	০১৭১৯-৬১৬৩৪৮	
34.		সড়াতৈল সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: মাহমুদুল	০১৭৩৭-১০৯৪৭১	
35.		সগুনা সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আ: সাত্তার	০১৭২৭-২১৯০৬০	
36.		কেএমটি পাড়া সর: প্রাথ: বিদ্যালয়	মো: মফিজ উদ্দীন	০১৭৩৫-১০০৬৬০	
37.		মবুপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: ফরিদুল	০১৭২৮-০০৭৫৩৭	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
38.		কেসি লক্ষিপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: মনিরুজ্জামান	০১৯১৩-৮৫৪৪১২	
39.	বেলকুচি	লক্ষিপুর পশ্চিমপাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: মোহন	নাই	
40.		ধুকুরিয়া পূর্ব পাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: শহিদুল ইসলাম	০১৭২৪-৫৮২৫৯২	
41.		গোপালপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: সাত্তার	০১৮২৩-০৩১৮২০	
42.		মেটুয়ানী এম আর সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আব্দুল আজিজ	০১৭১৯-৯২৯২৬০	
43.		সড়াতৈল দক্ষিণ পাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: ইব্রাহীম	০১৭২৯-৬৩৩৪৫৯	
44.		ধুলদিয়ার নতুনপাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: সাজ্জাদ হোসেন	০১৭২৫-০১৪৩০৫	
45.		চর গোপালপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আব্দুল খালেক	নাই	
46.		কেসি খামার উল্লাপাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আব্দুর কাদের	০১৭১৪-৪৬২২৯২	
47.		পারসগুনা নতুন পাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: ছানোয়ার	০১৭২৯-৪৫০৪৪	
48.		লক্ষিপুর নতুনপাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: ফারুক	০১৭১৬-১৫৭৭৭৯	
49.		চাঁদ মেটুয়ানী নতুন পাড়া সর: প্রাথ: বিদ্যা:	গোলাম মোহাম্মদ	০১৭২৭-৪৬৩৪০০	
50.		সড়াতৈল পশ্চিম পাড়া সর: প্রাথ: বিদ্যালয়	মো: আ: মজিদ	০১৭৩৪-১০৫৮৮০	
51.		চর মেটুয়ানী সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: মাহমুদুল আলম	০১৭১৯-৬০৮৮১১১	
52.		চর খাশিয়া মেটুয়ানী সর: প্রা: বিদ্যা:	মোছা: ফরিদা ইয়াসমিন	০১৭২৯-৯৮৮০০২	
53.		চর মেটুয়ানী বিল পাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আব্দুল খালেক	নাই	
54.		ব্রাক্ষণগ্রাম সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: নুরনবী	০১৯৩৬-৯৪৬৬৯৪	
55.		খাস ব্রাক্ষণগ্রাম সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: হায়দার আলী	নাই	
56.		কেসি লক্ষিপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: মনিরুজ্জামান	নাই	
57.		ধুকুরিয়া বালিকা সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: ওমর আলী	০১৯২২-৩৮৪৪৬৪	
58.		সাতলাঠি সর:প্রা: বিদ্যালয়	আ: খালেক	০১৭১৫-৮০৫১৪৮	
59.		ধুকুরিয়া বেড়া উত্তর সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আব্দুর রহমান	০১৭২৪-৮৬০৪২১	
60.		বেড়া মৌলভীপাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: নুরনবী	০১৭১৯-৫৩৪৭৬৩	
61.		চর সমেশপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	রঞ্জিত কুমার	০১৭২০-৯৮০২৩২	
62.		মাইঝাইল সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: সাইফুজ্জামান	০১৭১৯-৬৬৪৫৫৬	
63.		রান্ধুনীবাড়ী সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: সামছুল হক	০১১৯০-১৩৫৭১৫	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
64.		নাগফাটা সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: মনিরুল	০১৯৩৭-২৫৮৯৮৮	
65.		রাজাপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মোছা: আফরোজা বেগম	০১৭২৭-১৬৪৩৯৩	
66.		সমেশপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: হযতর আলী	০১৭১২-২০৬৭৮২	
67.		ভাতুরিয়া দক্ষিণ পাড়া মাইঝাইল সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: রেজাউল	০১৭১৬-৩৩২৭৪৭	
68.		ফাতেমা রহমান সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: মনিরুল ইসলাম	নাই	
69.		মকিমপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আশরাফুল ইসলাম	০১৭১৮-৫৭০০৬৬	
70.		আমবাড়ীয়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: নজরুল ইসলাম	০১৭১১-৩০১৯৮০	
71.		আগুরিয়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: সেলিম	০১৭১৮-৬৬৪৮০৯	
72.		শাহাপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মোছা: আনোয়ারা বেগম	০১৭১৪-৫৭০৯৫১	
73.		নাগগাতী সর: প্রা: বিদ্যা:	বিশ্বনাথ সুত্রধর	০১৭১৪-৭০৬২১২	
74.	বেলকুচি	তামাই বাজার সর: প্রা: বিদ্যালয়	মোছা: শিউলি	০১৭১০-০৬৮৪২১	
75.		রয়না পাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মোছা: মর্জিনা খাতুন	০১৯১৩-২৮৩৪০৪	
76.		তামাই খন্দকার পাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আ: হালিম	০১৭১২-৩৫১০৮৫	
77.		নিশি বয়ড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মোছা: রুমা খাতুন	০১৯২৫-১২২৪৩৫	
78.		চর বানিয়া গাতি সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: খর্শিদুল ইসলাম	০১৭২১-৭১৯৩০০	
79.		খাস সোনামুখি সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আ: হাই	০১৭২৯-৬১৪১০০	
80.		দক্ষিণ বানিয়াগাতি সর: প্রা: বিদ্যা:	মোছা: রহিমা নাসরীন	০১৭৪৬-০২৬০৯৪	
81.		গাড়ামাসি সর: প্রা: বিদ্যা:	শ্রী জয় সংকর	০১৭১৮-৭২২৫৮৫	
82.		কেসি শালদাইড় সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আ: খালেক	০১৭১৭-০১৭৬২৪	
83.		চর নিশি বয়ড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: ওমর আলী	০১৭১৭-৬৭৩০২৪	
84.		কোনাবাড়ী সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: শাহালম	০১৭৩১-১০৯৪০৬	
85.		ক্ষিদ্রজোকনালা সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: শামছুল বারী	০১৭২১-৩৮২১১৬	
86.		উত্তর চন্দন গাতি সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: মেহের আলী	০১৭২৬-৮২৮২৭০	
87.		আদাচাকি দক্ষিণ পাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মোছা: নারগীস	০১৭২৫-৬৪৪৬৭২	
88.		ভাঙ্গাবাড়ী সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আ: রশিদ	০১৭১০-০৫৬০৮৬	
89.		তামাই যুক্ত সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: মাহবুব হাসান	০১৭৩২-০২১৫৮২	
90.	বেলকুচি	মূলকান্দি বার পাখিয়া সর: প্রা: বিদ্যা:	শ্রী বিকাশ চন্দ্র সিংহ	০১৭১০-৬৪৪৬৭৫	
91.		দেলুয়া সর: প্রা: বিদ্যা:	শ্রী দেবব্রত	০১৭১৫-২২৪২৩৩	
92.		দেলুয়া কান্দি সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: শফিউল আলম	০১৭২৭-৮৫৪৮৩৫	
93.	বেলকুচি	বেলকুচি ডিগ্রী কলেজ	মো: মোস্তাফিজুর রহমান	০১৭১৯-৪৫৪৫৭৫	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
94.		সোহাগপুর নতুন পাড়া এ এইচ উচ্চ বিদ্যালয়	শাজাহান	০১৭২১-২৮৪৫৪৩	
95.		বেলকুচি বহুমখী মহিল ডিগ্রী কলেজ	সামছুল আলম	০১৭১৯-৪১৮২১২	
96.		দেলুয়া ইসলামীয়া আলিম মাদ্রাসা			
97.	কামারখন্দ	দশসিকা সর:প্রা:বিদ্যা:	মোছা: রোমানা পারভিন সহকারী প্রধান শিক্ষক	০১১৯৮-৯৪৫৪৩১	
98.		কুড়া উদয়পুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: হায়দার আলী	০১৯২২-৯৮৩৮৪০	
99.		চরকুড়া সর:প্রা: বিদ্যা:	মোছা: হামিদা প্রধান শিক্ষক	০১৭২৫-৬৭৮৪৪১	
100.		পেস্তককুড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: বেল্লাল হোসেন	০১৯২২-৯০৫০৯১	
101.		জামতৈল ধোপাকান্দি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যা:	আ: রাজ্জাক প্রধান শিক্ষক	০১৭২৫-৭৮২৬৮৭	
102.		জামতৈল ধোপাকন্দি পাইলট উচ্চ বিদ্যা:	সাইফুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭১২-৬২২৬১৩	
103.		জামতৈল ধোপাকন্দি সর: প্রা: বিদ্যা:	বিলকিস জাহান প্রধান শিক্ষক	০১৭১২-৮৮৫০১৫	
104.		জামতৈল মডেল সর: প্রা: বিদ্যা:	মোছা: সুলতানা পারভিন	০১৭৭৪-৯২৭৪৬৮	
105.		চর টেংরাইল সর:প্রা: বিদ্যা:	মোছা: আমিনা খাতুন প্রধান শিক্ষক		
106.		মাঝি টেংরাইল রেজি: বেস: প্রা: বিদ্যা:	শুকুমার প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৮-২৫৩৩৪১	
107.		মফিজউদ্দিন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়	আ: রশিদ প্রধান শিক্ষক	০১৭৪৬-৪৯৮৫৯১	
108.		হালুয়াকান্দি সর: প্রা:বিদ্যা:	মোছা: মোশেদা খাতুন প্রধান শিক্ষক	০১৭১৫-৮০২৯১৭	
109.		আলোকদিয়ার সর:প্রা: বিদ্যা:	সুরাইয়া আক্তার প্রধান শিক্ষক	০১৭১৯-৮২১৪৮৮	
110.		বড়পাকুরিয়া রেজি:বেসর: প্রা:বিদ্যা:	আ: রাজ্জাক প্রধান শিক্ষক	০১৭২৫-৫৬৭৭৮৬	
111.		কণসূতী সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: নজরুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭৪৪-৫১৬১৩৮	
112.		নান্দিনা মধু সর:প্রা: বিদ্যা:	মোছ খানম প্রধান শিক্ষক	০১৭২৮-৫৮৭৯১০	
113.		রসুলপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মাসুদ আহম্মেদ প্রধান শিক্ষক	০১৭১৭-৪৭৭৩৫৯	
114.	কামারখন্দ	রসুলপুর কালী বাড়ী সর: প্রা: বিদ্যা:	ডা: আবু হানিফ প্রতিষ্ঠাতা	০১৭২৪-৬২৩০৮১	
115.		রসুলপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	আ: রশিদ মওলানা শিক্ষক	০১৭২১-২২১৫৭০	
116.		বারাকান্দি সর: প্রা: বিদ্যালয়	জান্নাতুলনেছা প্রধান শিক্ষক	০১৭১৪-৫১৩০৩০	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
117.		গোপালপুর সর: প্রা: বিদ্যালয়	রফিকুল ইসলাম	০১৭১২-৮৩৯৮৬৩	
118.		শাহবাজপুর সর: প্রা: বিদ্যালয়	মোছা: শারফিন	০১৭৪৩-৬৩৪৭৫৬	
119.		শাহবাজপুর রেজি: বেসর: প্রা: বিদ্যা:	আ: রশিদ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক	০১৭১৬-৯৪২৪৪২	
120.		ঝাটিবাড়ী সর: প্রা: বিদ্যা:	নুরুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৭-৮৯৯৭৩৮	
121.		ধলেশ্বর সর: প্রা: বিদ্যা:	মল্লিকা বিশ্বাস প্রধান শিক্ষক	০১৭১৯-৯৩১৬৭১	
122.		ঠাকুরঝীপাড়া রেজি: বেসর: প্রা: বিদ্যা:	মো: হাশান আলী প্রধান শিক্ষক	০১৭৩১-৫০৯৭১৩	
123.		শ্যামপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: ইকবাল হোসেন প্রধান শিক্ষক	০১৭৪৭-২৮২৫৫৩	
124.		হায়দারপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	স্কুল কমিটির সভাপতি রায়হান কবির	০১৭৩১-৫০৯৭১৩	
125.		বাঁশবাড়ীয়া সর: প্রা: বিদ্যা:	আসুতোষ সাহা প্রধান শিক্ষক	০১৭১১-১৩৮৯৭৭	
126.		চর বাঁশবাড়ীয়া রেজি: বেসর: প্রা: বিদ্যা:	আ: ছালাম প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮-৯৩৫৯৬২	
127.		কাজিপুরা সর: প্রা: বিদ্যা:	মোছা: সুলতানা রাবেয়া প্রধান শিক্ষক	০১৭২৫-৬৭৫৫২৯	
128.		চৌবাড়ী সাবের মেহেরুন বালিকা উচ্চ বিদ্যা:	মোছা: নাছিমা আক্তার প্রধান শিক্ষক	০১৯১৩-৭০৩০১৬	
129.		চৌবাড়ী সর: প্রা: বিদ্যা:	শহিনুর সুলতানা প্রধান শিক্ষক	০১৭১৬-৫৫২৪০৭	
130.		চৌবাড়ী ইসলামীয়া উচ্চ বিদ্যালয়	মো: আ: বারী প্রধান শিক্ষক	০১৭১০-৭২২১১২	
131.		বলরামপুর সর: প্রা: বিদ্যালয়	মোছা: ছায়েরা খাতুন প্রধান শিক্ষক	০১৭২১-৩৮২৩৭১	
132.		রায়দৌলতপুর দক্ষিন সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আনোয়ারা হোসেন প্রধান শিক্ষক	০১৭১০-৮৬৪৭৬২	
133.		রায়দৌলতপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	শারমিন জাহান সহকারী শিক্ষক	০১৭৭৩-০৬২০১৩	
134.		রায়দৌলতপুর উত্তর উচ্চ বিদ্যালয়	মো: সারোয়ার হোসেন প্রধান শিক্ষক	০১৯৮৩-৮২৬৫৪২	
135.		চর ভদ্রঘাট রেজি: বেসর: প্রা: বিদ্যা:	আ: বাছেদ সহ: প্রধান শিক্ষক	০১৭১০-২৫৫৭৬৯	
136.	কামারখন্দ	বাজার ভদ্রঘাট সর: প্রা: বিদ্যা:	বিজেন্ডলাল বিশ্বাস প্রধান শিক্ষক	০৭২৮৫-৬৭৯৮৭	
137.		ধোপাকান্দি রেজি: বেসর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আশ্রাফ প্রধান শিক্ষক	০১৭১৫-৩৮৬১২২	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
138.		উদয়কৃষ্ণপুর সর: প্রা: বিদ্যা:	আফরোজা সুলতানা প্রধান শিক্ষক	০১৭৩১-২৮৬৩৫৭	
139.		চর নুরনগর সর: প্রা: বিদ্যা:	শায়লা আফরোজা প্রধান শিক্ষক	০১৭২৭-৯৮৮৪৩৮	
140.		ঝাটিবেলাই সর: প্রা: বিদ্যালয়	জহুরুল মাষ্টার প্রধান শিক্ষক	০১৯১৫-৫১৩৬৭০	
141.		ঝাটিবেলাই সাদেক আলী উচ্চ বিদ্যালয়	আ: কালাম আজাদ প্রধান শিক্ষক	০১৭১৫-৬৪৩৫৫৪	
142.		মুগবেলাই সর: প্রা: বিদ্যালয়	আ: রাজ্জাক প্রধান শিক্ষক	০১৭২৬-৩২৬১২২	
143.		সৈয়দগাঁতী বেসর: রেজি: প্রা: বিদ্যা:	আ: খালেক প্রধান শিক্ষক	০১৯৬৮-৮৪২৩৪	
144.		মুগবেলাই লুৎফিয়া দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	মো: আইয়ুব খান প্রধান শিক্ষক	০১৭২৭-৬৪০৮৪২	
145.		মধ্য ভদ্রঘাট সর: প্রা: বিদ্যা:	তাহমিনা ইয়াসমিন প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮-৯৪৫৩৬৭	
146.		কুঠিরচর সর: প্রা: বিদ্যা:	শুকুমার চন্দ্র সাহা প্রধান শিক্ষক	০১৭২৪-৩৫৭১৭২	
147.		বৈদ্য দোগাছি সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আমিনুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭২৪-৮৬০২৯৮	
148.		মেঘাই ভদ্রঘাট রেজি: বেসর: প্রা: বিদ্যা:	আ: রাজ্জাক প্রধান শিক্ষক	০১৭২১-৮০১৫১৭	
149.		চৈরগাঁতি রেজি: বেস: প্রা: বিদ্যা:	মো: আ: কালাম আজাদ প্রধান শিক্ষক	০১৯৬৫-১৩৩২০৪	
150.		নান্দিনা কামালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	মো: মাহমুদুল আলম প্রধান শিক্ষক	০১৭১২-৬০৬৪১২	
151.		চৌদুয়ার সর: প্রা: বিদ্যা:	আনোয়ারা বেগম ভার প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক	০১৭৫৪-৭৩১৪৩৩	
152.		বিয়ারা বেসর: রেজি: প্রা: বিদ্যা:	মাওলানা আ: কাশেম প্রধান শিক্ষক	০১৭৩১-৪৩৯৪২১	
153.		চাঁদপুর বেসর: রেজি: প্রা: বিদ্যা:	শামছুউদ্দিন সহকারী প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৫-২২৬৪৬৪	
154.		মামুদাকোলা বেস: রেজি: প্রা: বিদ্যা:	মো: আ: মান্নান প্রধান শিক্ষক	০১৭১২-৯৮৮১২৬	
155.		চালা সর: প্রা: বিদ্যা:	আবুল কালাম প্রধান শিক্ষক	০১১৯৫-১৫২৯৫৭	
156.		এম.ভি ভারাঙ্গা সর: প্রা: বিদ্যা:	বিমল কুমার বসক প্রধান শিক্ষক	০১৭২০-৯৬৮০২৭	
157.	কামারখন্দ	বাগবাড়ী আ: জলিল স্মৃতি উচ্চ বিদ্যা:	সিরাজুল হক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক	০১৭২৫-৬৭৫৮১২	
158.		বাগবাড়ী সর: প্রা: বিদ্যা:	মোছা: দিলরুবা পারভীন প্রধান শিক্ষক	০১৫৫২-৪৮৬৯৮৯	
159.		বালুকোল সর: প্রা: বিদ্যা:	রবিউল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৮১৮-৮৭৫৪৯৯	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
160.		বাগবাড়ী রিজিয়া মকছেদ রেজি: বেস: প্রা: বিদ্যা:	আনোয়ার হোসেন প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮-০৪৭২৮০	
161.		পাইকোশা সর: প্রা: বিদ্যালয়	ওমর আলী প্রধান শিক্ষক	০১৭১৯-৪১৭০৮১	
162.		সাইলদার রেজি: বেসর: প্রা: বিদ্যা:	শহীদুল প্রধান শিক্ষক	০১৫৫৩-৩৩৮৪৬৯	
163.		চর বড়ধুল সর: প্রা: বিদ্যালয়	আব্দুর ছবুর খান প্রধান শিক্ষক	০১৭৫২-০৬৩৩৫১	
164.		বড়ধুল আদশ উচ্চ বিদ্যা:	শাহারিয়ার আলম প্রধান শিক্ষক	০১৭৪৭-৭৪৭৯৯২	
165.		খামার বড়ধুল সর: প্রা: বিদ্যালয়	শাহাবুদ্দিন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক	০১৭২৫-৯৫০৫৭০	
166.		জয়েন বড়ধুল সর: প্রা: বিদ্যা:	মোছা: মেহেরুন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক	০১৭২২-৬৪৬৭৬৩	
167.		কাশিহাটা রেজি: প্রা: বিদ্যালয়	রওশন আলম তালুকদার প্রধান শিক্ষক	০১৭১০-৮৭২৮০৩	
168.		কোনাবাড়ী সর: প্রা: বিদা:	মো: রবিউল আলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭২৬-২৩৪৪৮০	
169.		কোনাবাড়ী বেসর: রেজি: প্রা: বিদ্যা:	কানিজ জহুরা প্রধান শিক্ষক	০১৭৬৩-১৬৫৩৫৪	
170.		কোনাবাড়ী ইসহাক উচ্চ বিদ্যালয়	সামছুল হক সরকার প্রধান শিক্ষক	০১৭২৫-৮৫৬১৩৭	
171.	রায়গঞ্জ	রুপখাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**মোছাঃ আফরুনা খনম (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭৬৭-২০৫৭৮৪**	
172.		বেতুযা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**শ্রী শলন কুমার(প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭৪০-৮৬০২৫৬**	
173.		ঝাউল সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**মোঃ মজিবর রহমান (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭১৯-৯৮৫১০০**	
174.		করিলা বাড়ী সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**মোঃ মোমতাজুল ইসলাম (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭১৬-৭১০৯৮৩**	
175.		কাঠালবাড়ীয়া সর: প্রা: বিদ্যালয়	**মোঃ আঃ ছালাম (প্রধান শিক্ষক**	**০১৭১৬-৫১৩৮৭৮**	
176.		নলকা কায়েমগ্রাম সর: প্রা: বিদ্যালয়	**মোঃ জহুরুল ইসলাম (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭১৮-৯৯৫৩২৫**	
177.		এরান্দহ সর: প্রা: বিদ্যালয়	**মোঃ সাইফুল ইসলাম (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭১৮-৭৫৮১২৩**	
178.		পাঙ্গাসী সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**মোঃ জাকির হোসেন (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭১৪-৫২৫০২২**	
179.		বেংনাই সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**মোঃ আকবার হোসেন (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭২৭-৫৬৯৬৭৫**	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
180.		চর ব্রক্ষগাছা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**মোঃ আঃ খালেক (প্রধান শিক্ষক**	০১৭১৩-৬০১৯১৭	
181.		উত্তর আমশাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**মোঃ আঃ মান্নান (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৯৩৮৭৫৬৯৫৮**	
182.		মনোহরপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**মোঃ আঃ রাজ্জাক (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭১০-৬৪৫৩৬৬**	
183.		মাটিকোড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**মোঃ আবু বক্কার সিদ্দিক (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭২৬-৬১৫২৮০**	
184.		ধামাইনগর উঃ পাড়া	**কে এম জাহাঙ্গীর হোসেন (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭৬৮-৬৩০৬০৮**	
185.		কালিয়া বাড়ীসরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**মোঃ নুরুল ইসলাম (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭৫৬-১১৪০৮০**	
186.		বেতুয়া উঃ পাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**মোঃ শহিদুল ইসলাম (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭২১-৯২৭৬৪৩**	
187.		রৌহা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**মোঃ মাহবুবুল আলম (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭৬২-৭৬১৩৫৫**	
188.		বিশ্বাসপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**মোঃ শহিদুল ইসলাম (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭৩৪-২৯৩৩৪১**	
189.		রামেশ্বর গাতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**মোঃ আঃ রাজ্জাক (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭৩১-৪৩৯৪০৪**	
190.		শ্যামনাই সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**শ্রী দিপক কুমার তাং (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭৩৬-৬২৭৮৮৫**	
191.		নারুয়া পঃপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	**মোঃ রজব আলী (প্রধান শিক্ষক)**	**০১৭২১-৭৪৬৫০২**	
192.		দশসিকা সর:প্রা:বিদ্যা:	মোছা: রোমানা পারভিন সহকারী প্রধান শিক্ষক	০১১৯৮-৯৪৫৪৩১	
193.		দশসিকা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	আব্দুস ছালাম	০১৭১২-৬৪৯৯৯৩	
194.		কুড়া উদয়পুর সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: হায়দার আলী	০১৯২২-৯৮৩৮৪০	
195.		চরকুড়া সর:প্রা: বিদ্যা:	মোছা: হামিদা প্রধান শিক্ষক	০১৭২৫-৬৭৮৪৪১	
196.		পেস্তককুড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: বেল্লাল হোসেন	০১৯২২-৯০৫০৯১	
197.		হাজী কোরব আলী ডিগ্রী কলেজ	মো: তোক্তাল হোসেন প্রিন্সিপাল	০১৭১২-৩১৮৮১৭	
198.		জামতৈল ধোপাকান্দি বহমুখী উচ্চ বিদ্যা:	আ: রাজ্জাক প্রধান শিক্ষক	০১৭২৫-৭৮২৬৮৭	
199.		জামতৈল ধোপাকন্দি পাইলট উচ্চ বিদ্যা:	সাইফুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭১২-৬২২৬১৩	
200.	উল্লাপাড়া	চৈত্রহাটি সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	খ.ম গোলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭১১-৪৬৭৫৬৮	
201.		ক্ষুদ্রসিমলা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ আঃ রাজ্জাক প্রধান শিক্ষক	০১৭৪৫-০৫৪৭১১	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
202.		উনুখাঁ পাগলা পীর উচ্চ বিদ্যালয়	ইসমাইল হোসেন	০১৭১০-৬০৮৭০১	
203.		উনুখাঁ বাজার	স্থানীয় জন প্রতিনিধি	----------	
204.		রামকৃষ্ণপুর ইউপি ভবন	আবু বক্কর প্রাং	০১৯১৮-৭৫২৯৮২	
205.		হাটিকুমরুল ইউপি ভবন	মোঃ হেদায়েতুল আলম	০১৭১২-২৪০৭৯৫	
206.		আলোকদিয়ার সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	কে এম শরিফুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭১৯-৬১৬৮৭৮	
207.		দাদপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ গোলাম মওলা প্রধান শিক্ষক	০১৭২৯-৫৪৬৯১১	
208.		বিশ্বরোড সংলগ্ন সিরাজগঞ্জ	এলাকার জন প্রতিনিধি	----------	
209.		পাচিল সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোছাঃ জান্নতুল ফেদৌস প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৮-৪০৮১৯৮	
210.		বড়হর ইউপি ভবন	মোঃ জহুরুল ইসলাম চৌধুরী	০১৭৪৩-৬৩৪৫১৫	
211.		ধুবিও সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আমিনুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭২৮-৫০৪৯৪৭	
212.		বড়হর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আনোয়ারুল ইসলাম তোতা প্রধান শিক্ষক	০১৭১১-২৭৭৭০৩	
213.		মৈত্র বড়হর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আশরাফুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৪-৫৩১৩২৫	
214.		পূর্বদেলুয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোছাঃ মাহমুদা খাতুন প্রধান শিক্ষক	০১৭৪৩-২৯৪৭৭৭	
215.		বল্লারপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ শাহাদৎ হোসেন প্রধান শিক্ষক	০১৭২৫-৬৯৮৪৬৫	
216.		বড়হর দক্ষিণপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ জুলমাত হোসেন প্রধান শিক্ষক	০১৭১৭-৬২৫০৮৭	
217.		পূর্বদেলুয়া উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ আব্দল মাজেদ আকন্দ প্রধান শিক্ষক	০১৭২১-৩৮২৫২৮	
218.		বড়হর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	মোঃ সাইফুল ইসলাম	০১৭১২-১১৮৪৪০	
219.		বোয়ালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ মিজানুর রহমান	০১৭২৮-৬১৫৫২১	
220.		বোয়ালিয়া বাজার	চেয়ারম্যান বা এলাকার জন প্রতিনিধি	----------	
221.		সলঙ্গা ইউপি ভবন	মোঃ মোক্তার হোসেন	০১৭১০-৮৬৭১৯৭	
222.		গোজা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোছাঃ এলিজা পারভীন প্রধান শিক্ষক	০১৭১০-৭২৩০০৩	
223.		চরগোজা সরঃ প্রাঃ	মোছাঃ আনজুমান	০১৭১৯-৯২৯২২১	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
		বিদ্যালয়	আরা প্রধান শিক্ষক		
224.		জগজীবনপুর সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	প্রধান শিক্ষক	০১৭১২-৩১২১৩১	
225.		জিতেলীপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ আমির হোসেন	০১৭৪৩-১২৩০২০	
226.		প্রতাপ সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ আলী আকবর	০১৭১১-৪১০৮২৭	
227.		ঘোনা কুচিয়ামোড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আঃ জলিল	০১৭১৩-৯৩০৩০৫	
228.		ঘোনা গাইলজানী দাখিল মাদ্রাসা	মোঃ কেফায়েতউল্লাহ মুক্তিযোদ্ধা	০১৭৫৮-৬২১৫১২	
229.		শিমলা সোনাভান সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ ফরিদ উদ্দিন প্রধান শিক্ষক	০১৭২৪-২২৩৬১০	
230.		দক্ষিণ গাইলজানী সরঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোছাঃ রওশন আরা প্রধান শিক্ষিকা	০১৭২০-৬২১০২৯	
231.		ঘোনা কুচিয়ামোড়া কলেজ	মোঃ কেফায়েতউল্লাহ মুক্তিযোদ্ধা	০১৭৫৮-৬২১৫১২	
232.		বিনায়েকপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	ফুয়ারা খাতুন	০১৭১২-০৯০৪৫৩	
233.		ঘোনাকুচিয়ামাড়া দাখিল মাদ্রসা	মোঃ কেফায়েতউল্লাহ মুক্তিযোদ্ধা	০১৭৫৮-৬২১৫১২	
234.		বাঙ্গালা ইউপি ভবন নব নির্মিত	মোঃ আঃ সাত্তার	০১৭১৭-৪৯৬৮৬৪	
235.		বিনায়েকপুর নতুন বাজার	-----	---	
236.		উধুনিয়া ইউপি ভবন	মোঃ শামছুল হক	০১৭১৬-৯৭৩৬১৩	
237.		বাগমারা বিএ স্কুল এন্ড কলেজ	আবু জাফর (ভারপ্রাপ্ত)	০১৯১২-৯৬১০২৫ ০১৭৮৩-৮৩২২১৩	
238.		গজাইল সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়	সহদেব কুমার	০১৭৭২-৮০৬২৮৮ ০১৭১৯-৯২৯৬৯২	
239.		খোর্দ্দগজাইল সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আঃছালাম	০১৭২২-৭৪৩০৭৭	
240.		দিঘলগ্রাম সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ মেয়ামত আলী প্রধান শিক্ষক	০১৭৩১-৩৩৯৪৯০	
241.		চয়ড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আবুল কালাম আজাদ	০১৭৪০-৮৫৬২৫৮	
242.		কমলমরিচ সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ আকতার হোসেন, প্রধান শিক্ষক	০১৭২৬-৮৮৪৩০৮	
243.		দত্তখরুয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	প্রধান শিক্ষক	০১৭৯০-৫২৩৪৯৪	
244.		পংখারুয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	শাহজাহান,প্রধান শিক্ষক	০১৭২৯-৮৮২৫২১	
245.		আগদিঘল গ্রাম সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ নেয়ামত আলী প্রধান শিক্ষক	০১৭৩১-৩৩৯৪৯০	
246.		তেবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আজিজা সুলতানা প্রধান শিক্ষক	০১৭২৩-০৬৪০২৫	
247.		মহেষপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ এনতাজ আলী প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৪-০২৭২৯৯	
248.		বেতকান্দি হাজী আমীর আলী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৯-৮২৫৬৬৩	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
249.		ফাজিল নগর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ আঃ আজিজ প্রধান শিক্ষক	০১৭১১-৪১০৫৯৪	
250.		পাচদিঘল গ্রাম সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আঃ ছাত্তার মাষ্টার প্রধান শিক্ষক	০১৭১৯-৩৬১১৯৮	
251.		খানপুর সরঃ প্রাথঃ বিদ্যাঃ	শাহজাহান আলী প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮-৮১০১৯২	
252.		সুবৈদ্য মরিচ সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়	হাসিনা খাতুন	০১৭৪৫-৩২৩৪২৪	
253.		জিতেলীপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ আঃ রউফ	০১৭২৬-১৩৪৬৬৭	
254.		গয়হাট্টা সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ আছের উদ্দিন প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮-৭২৪৪১৪	
255.		গয়হাট্টা বার আউলিয়া মাদ্রাসা	মোঃ আঃ ওয়ায়েছ	০১৭১৫-২৩৩৯৬১	
256.		পূর্ণিমাগাঁতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ আবুল কাশেম	০১৭২৩-৪৭০৩৭৬	
257.		পুকুরপার সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	প্রধান শিক্ষক	০১৭১৭-৪২৬২৬৪	
258.		মহিষাখোলা সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	খাতুনেজান্নাত	০১৭১৭-২১১৭৭৮	
259.		দাদপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আবুল কালাম আজাদ	০১৭১৫-৬৫৯২৪৬	
260.		কয়ড়া ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রসা	মোঃ শাহজাহান আলী	০১৭৬৩-৯৭৯৫৯৪	
261.		কয়ড়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ	মোঃ আবুল হোসেন	০১৭১৫-৮৩৫৯৩৫	
262.		জুংলীপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	জাকিয়া রূপম প্রধান শিক্ষক	০১৭১৭-০১৬৪০৬	
263.		ভাদালিয়া কান্দি সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	সেরাজুল হক	০১৭১৭-৬৪১৯৭৩	
264.		রাজমান সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ শাহনাজ পারভীন	০১৭৫৪-০৩৯৪০৮	
265.		রাউতান সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	হাবিবুর রহমান	০১৭১৩-৭৪১৯০৭	
266.		ভৈরব সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আঃমালেক	০১৭৪২-৫৬৩৭৪৫	
267.		বালশাবাড়ী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	প্রধান শিক্ষক	০১৭১৫-৫৯৬৪৮৯	
268.		পাতিয়াবেড়া র সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আবু তালেব	০১৭১৮-৮৪৩১৪১	
269.		নুন্দীবেড়া রাউতান উত্তর পাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	শেফালী খাতুন	০১৭১৪-৯৩১১৬২	
270.		রুদ্রগাঁতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	শাহজাহান	০১৭১২-৫০১৬২৬	
271.		ভাটবেড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	দেলোয়ার হোসেন	০১৭১৩-৭২৫৯৩৪	
272.		মোহনপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	নারগীস সুলতানা	০১৭২৬-৪৩৩৭৭৭	
273.		পশ্চিম বংকিরাট সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	ফেদৌসী খাতুন	০১৭২২-২৬১০৪৬	
274.		বলাইগাতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আঃরহমান	০১৭২৯-৫০৪১৯৩	
275.		কালিয়াকৈড় সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আঃহালিম	০১৭২১-৬২৮১৯৭	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
276.		বর্দ্ধনগাছা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	আজিজুল হক	০১৭১১-০১৩৭১৭	
277.		গোনায়গাতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ ইউনুস আলী	০১৭৪৫-৪৯৮০৩৯	
278.		আঁচলগাতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	আলেপ উদ্দিন প্রধান শিক্ষক	০১৭১৪-৭৫১৮৪৬	
279.		বাল্লোপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	রতনা রানী চক্রবর্তী	০১৭১৮-২৭৯৬৭৫	
280.		মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয়	মোছাঃ লতা খাতুন	০১৭২৮-৮৭০০৬৭	
281.		কালিয়াকৈড় কলেজ	মোঃ হাসানুজ্জামান	০১৭১৯-৭৫১৬৮৮	
282.		মোহনপুর ইউপি ভবন	মির্জা খালিদ ইন্ডেজার	০১৭১৬-১২৮১৮৮	
283.		মোহনপুর রেল স্টেশন	স্টেশন মাষ্টার	-------	
284.		মোহনপুর কে এম ইনস্টিটিশন	আঃ হান্নান	০১৭১৩-৭২৪৩১০	
285.		হাওড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোছাঃ সালমা খাতুন	০১৭২১-৭৪৮৬৪৮	
286.		বড়পাঙ্গাসী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোছাঃ দিলরুবা পারভীন	০১৭২১-৩৩৯২০০	
287.		খাদুলী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	বিধু চক্রবর্তী	০১৭২৬-৩৫৯৪৯৩	
288.		চাকসা সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	সাবিনা পারভীন	০১৭৩৬-৪১৬৮৭০	
289.		রামাইল গ্রাম সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	হাসানুল করিম	০১৭১২-১৩৭৯৭৫	
290.		চন্দ্রগাঁতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	লায়লা সামছুনন্নাহার	০১৭৫৮-০৭০৫৭৪	
291.		আগ গয়হাট্টা সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃলোকমান হোসেন	০১৭২৮-২৩৪৬৬২	
292.		সৈয়দপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ রোকনুজ্জামান	০১৭২৫-২৪১৭১৭	
293.		বড় পাঙ্গাসী ইউপি ভবন	মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক	০১৭১১-৪১৩৪০৯	
294.		জাতীয় তরুণ সংঘ বড়পাঙ্গাসী কলেজ	কে এম আঃ মালেক	০১৭১১-৩০১৩৪১	
295.		বড়পাঙ্গাসী উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ মাহবুবুর আলম তালুকদার	০১৭৪৩-৯৪৫০০৭	
296.		চালা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ হেলাল উদ্দিন প্রধান শিক্ষন	০১৭১৮-৩২৪৪৮৯	
297.		বজ্রাপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	জেসমিন খানম	০১৭২৮-৯২৬২১২	
298.		খালিয়া পাড়া সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	মোছাঃ মনোয়ারা বেগম	০১৭৪৫-৫৯৯২৩৫	
299.		দড়িপাড়া সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ শহিদুল ইসলাম	০১৭৩১-৩২৫৯৭৩	
300.		ভদ্রকোল সরঃপ্রাঃ বিদ্যালয়	আয়নুন্নাহার	০১৭৫৪-০৩৭৭০০	
301.		ঝিকিড়া বন্দর মডেল স্কুল	টি এম আঃ রাজ্জাক	০১৭১৭-৮৫১৭৬৮	
302.		শ্রীকোলা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	হাসনা হেনা	০১৭৩৪-৬৪১৬৮৪	
303.		এনায়েতপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	ছন্দা তলা পাত্র	০১৭১৮-৯৩৫৮১১	
304.		ঘাটিনা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মাহমুদা খাতুন	০১৭১৬-৮০৮১০৫	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
305.		নয়ানগঞ্চ সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	রীনা রায়	০১৭১৫-০২৮৫০০	
306.		চরনেওয়ার গাছা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ শফিকুল আলম তালুকদার	০১৭৪৪-৪৬৯৫৪৪	
307.		সরকারী আকবর আলী কলেজ	হাবিবুল্লাহ বাহার (অধ্যক্ষ)	৫৬১৩০ ০১৭১১-৪২৮১১৪	
308.		উল্লাপাড়া বিজ্ঞান কলেজ	মোঃ আশরাফুল ইসলাম (অধ্যক্ষ)	০১৭১৮-৫৭৬৩০৩	
309.		হামিদা পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ	অধ্যক্ষ আঃ হান্নান	০১৭১২-৬৫৩৮৯০	
310.		উল্লাপাড়া ডিগ্রী কলেজ	আশরাফুল ইসলাম	০১৭১৮-৫৭৬৩০৩	
311.		উল্লাপাড়া রেল স্টেশন	স্টেশন মাষ্টার	---------	
312.		কালীগঞ্জ সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোছাঃ কোহিনুর খানম	০১৯১৬-৯৯৬২২৭	
313.		বন্যাকান্দি সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোছাঃ আরিফা খাতুন	০১৭১৮-২৬৭১৩৫	
314.		রাঘবপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	০১৭১০-৫৪০৫৭৩	
315.		মাটিকোড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ আনোয়ার হোসেন	০১৭২৮-২৩৩৩৬৫	
316.		চর সাতবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	এস এম সাজ্জাদ হোসেন	০১৭১১-৪১৩৮৫১	
317.		মনিরপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ নজরুল ইসলাম	০১৭৩৪-৩৭৫৮৫৪	
318.		বনবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ মজিল উদ্দিন	০১৭৩৪-৭৪৪১৯৬	
319.		বড়লক্ষীপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	মোঃ জহুরুল ইসলাম	০১৭১৯-৪১৬৮১৬	
320.		রামকান্তপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ ছানোয়ার হোসেন	০১৭৪৯-৩২০৯৬৩	
321.		দমদমা সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ আঃ রাজ্জাক	০১৭১৫-২৭১৬২১	
322.		রামগাঁতী সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মনোয়ারা আক্তার শিউলী	০১৭১১-২৭৭৭০৫	
323.		শ্রীবাড়ী সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	ময়নারায়	০১৭১২-৩৫১৭৯২	
324.		গোবিন্দপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ মোতালেব হোসেন	০১৭২৪-৫০৮০১০	
325.		সলপ কলেজ সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	হাছিনা খাতুন	০১৭৩৫-৪৯৭০২৯	
326.		সলপ ইউপি ভবন সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ শহিদুল ইসলাম	০১৭১২-৭৫৪০৭৯	
327.	সিরাজগঞ্জ সদর	বাগবাটি হাইস্কুল	প্রধান শিক্ষক		
328.		বাগবাটি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মো: জাহাঙ্গীর আলম (চেয়ারম্যান)	০১৭৩১-৯২৪০৮৬	
329.		বহুলী ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মো: এনামুল হক	০১৭১৬-৮৮০৪৪০	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
330.		খোশাবাড়ি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	অধ্যক্ষ	০১৭১৮-৩৯২০৩৪	
331.		ফুলবাড়ি সর: প্রা: বিদ্যা:	কামরুজ্জামান ভূইয়া, প্রধান শিক্ষক	০১৭২৫-৬৭৫৬২৪	
332.		হাটবয়রা সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আবুল খায়ের, প্রধান শিক্ষক	০১৭২৪-২১৫৬৩৬	
333.		খোকশাবাড়ী সর: প্রা: বিদ্যা:	সেলিনা খাতুন, প্রধান শিক্ষক	০১৭৪৫-৭৬০১২৫	
334.		ছাব্বিশা বহুলী সর: প্রা: বিদ্যা:	রফিকুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক	০১৭২৭-৯৬৯৭৫৪	
335.		হরিনাহাট সর: প্রা: বিদ্যা:	ইনসাপ আলী, প্রধান শিক্ষক	০১৭১২-৭৬০৬৬৬	
336.		ধুকুরিয়া সর: প্রা: বিদ্যা:	আব্দুল খালেক, প্রধান শিক্ষক	০১৭২৫-০৯০৬৩৪	
337.		চন্দিদাসগাতী সর: প্রা: বিদ্যা:	হাসিনা বেগম, প্রধান শিক্ষক	০১৭১০-৭২২৪৭৩	
338.		খামার পাইকাশা সর: প্রা: বিদ্যা:	আবু তাহের, প্রধান শিক্ষক	০১৭১৬-৩৮৩৮৩২	
339.		শিয়ালকোল সর: প্রা: বিদ্যা:	দৌলতুন নেছা, প্রধান শিক্ষক	০১৭১২-২০৬৭৮৮	
340.		ভাটপিয়ারী সর: প্রা: বিদ্যা:	মো: আব্দুল মান্নাফ, প্রধান শিক্ষক	০১৭১৯-১৩৪৮৭৪	
341.		পাইকপাড়া সর: প্রা: বিদ্যা:	সোনিয়া খান, প্রধান শিক্ষক	০১৭২০-০১২১৩৮	
342.		বাগডুমুর রেজি: প্রা: বিদ্যা:	মো: বজলার রহমান, প্রধান শিক্ষক	০১৭২৬-০৮৩৫২৪	
343.		আলোকদিয়া রেজি: প্রা: বিদ্যা:	মো: আবুল হালিম, প্রধান শিক্ষক	০১৭১৫-৮৪৫২০২	
344.		শিবনাথপুর রেজি: প্রা: বিদ্যা:	মো: আবুল কালাম আজাদ, প্রধান শিক্ষক	০১১৯৯-৪৭৮৯৩০	
345.		খোর্দ্দ শিয়ালকোল রেজি: প্রা: বিদ্যা:	মো: আব্দুস সালাম, প্রধান শিক্ষক	০১৭১০-৬৫৯৬০৩	
346.		ইটালী রেজি: প্রা: বিদ্যা:	মো: আব্দুর রহিম, প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৭-৬২৫২৫৪	
347.	কাজীপুর	কাচিহারা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	মো: আব্দুস সোবহান প্রধান শিক্ষক		
348.		পূর্ব খুকশিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	মো: লুতফার রহমান প্রধান শিক্ষক		
349.		শুভগাছা উচ্চ বিদ্যালয়	মো: গোলাম মোস্তফা সহকারী শিক্ষক		
350.		ডিক্রীদোরতা উচ্চ বিদ্যালয়	মো: আতাউর রহমান প্রধান শিক্ষক	০১৭১৭-২৯০৪৯৬	
351.		হরিনাথপুর এ.এম বহুমূখী বিদ্যালয়	মো: রফিকুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক		
352.		চরভানু ডাঙ্গা প্রা:বি:	মোছা: আয়শা খাতুন	০১৭১৬-৪০৪৮৭৭	
353.		ঘাটিশুভগাছি সর: প্রা: বি:	শেখ মো: মকবুল হোসেন	০১৭১২-৩৫১৯৯২	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
354.		তারাকান্দি সর: প্রা: বি:	মোছা: নুরুন্নেছা খাতুন	০১৭১৮-৮৫২৩৮৩	
355.		চরকাজিপুর সর: প্রা: বি:	হোসনেআরা পারভীন	০১১৯০-১৯২৩৭৫	
356.		জুমারখুকশিয়া সর: প্রা: বি:	মো: আব্দুল বারী	০১৭২০-২৫২৭৪৭	
357.		নিশ্চিন্তপুর সর: প্রা: বি:	মো: হুমায়ুন কবির	০১৭২৯-৫৩২০৪৮	
358.		শালগ্রাম হাফিজিয়া মাদ্রাসা	প্রধান শিক্ষক	-	
359.		কাজিপুর মহিলা কলেজ	মো: হাসান মনসুর অধ্যক্ষ		
360.	চৌহালী	চাদপুর এলপিএস সেন্টার	মো:উমর ফারুক চেয়ারম্যান	০১৭২৪-১৭৩৯১৭	
361.		মাজপাড়া সর: প্রা: বি:	মো: আব্দুল হাই	০১৭১৯-২৫৫০০১	
362.		বারবযলা সর: প্রা: বি:	মো: আলমগীর হোসেন প্রধান শিক্ষক	০১৭১৪-৮৭৭২৪১	
363.		মহেশপুর সর: প্রা: বি:	সম্ভুনাথ মোদক প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৯-৯৭৩২০৪	
364.		বেতিল ১নং সর: প্রা: বি:	মো: নুরুন্নবী	০১৭২৪-২২৬৫৫৫	
365.		বেতিল ২নং সর: প্রা: বি:	মো: আমিরুল ইসলাম	০১৭২৫-১৭০৮৩৪	
366.		ধুলিয়াবাড়ি সর: প্রা: বি:	মো: আব্দুল মতিন প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮-০৬৫৯৯৭	
367.		চৌহালী সর: প্রা: বি:	প্রদীপ কুমার সরকার প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮-০৬৫৯৯২	
368.		তেঘরী সর: প্রা: বি:	মো: আহসান হাবিব প্রধান শিক্ষক	০১৮২০-৫৮০৯৬৫	
369.		চরসলিমাবাদ সর: প্রা: বি:	মো: জহিরুল ইসলাম	০১৭২১-৭৪১৭৭০	
370.		পুখুরিয়া কোদালিয় সর: প্রা: বি:	এস এম সাইফুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭১৪-৬২২৭৯৯	
371.		রেহাই পুখুরিয়া সর: প্রা: বি:	মো: ছানোয়ার হোসেন	০১৭১৩-৫৩২৯১৩	
372.		স্থলচর সর: প্রা: বি:	মোহাম্মাদ আলী খান প্রধান শিক্ষক	০১৭১৭-৯২৭৬৪০	
373.		বৈন্যা সর: প্রা: বি:	মো: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, প্রধান শিক্ষক	০১৯১৪-৫৪৯০৬৩	
374.		তালগাছী সর: প্রা: বি:	নাসরীন বানু প্রধান শিক্ষক	০১৭১৪-৯২৩৭৮৭	
375.		মশিপুর সর: প্রা: বি:	মো: আ: সোবহান প্রধান শিক্ষক	০১৭১৪-৬০৭০১০	
376.		চরনবীপুর সর: প্রা: বি:	মো: নুরুল হক প্রধান শিক্ষক	০১৭১৫-৬৪৯৭৯০	
377.		চাদপুর রেজি: প্রা: বিদ্যা:	মো:আব্দুল হাকিম প্রধান শিক্ষক	০১৮১৮-৯৬২১৬৭	
378.		খাষপুখুরিয়া উত্তরপাড়া রেজি: প্রা: বিদ্যা:	মো: মাহমুদ আলম	০১৭২৭-৩২২৯৩৩	
379.		চৌহালী ডিগ্রী কলেজ	অধ্যক্ষ		
380.	শাহাজাদপুর	ফরিদ পাঙ্গাসী সর: প্রা: বি:	সুরাইয়া পারভীন প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮-৯৯৫৩১০	
381.		নরিনা মধ্যপাড়া দাখিল	অধ্যক্ষ		

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
		মাদ্রাসা			
382.		বাতিয়ার পাড়া সর: প্রা: বি:	আবু সাঈদ চৌধুরী প্রধান শিক্ষক	০১৮২৫-৯৯৮০৬৫	
383.		হরিরামপুর সর: প্রা: বি:	শাহীনা পারভীন প্রধান শিক্ষক	০১৭২১-৮০০৮৯৫	
384.		টেপরী সর: প্রা: বি:	নুরজাহান খাতুন প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৬-১৫৮৮২১	
385.		পোতাজিয়া সর: প্রা: বি:	হোসনেয়ারা খানম প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮-৮৭৬২০১	
386.		ভাইমারা সর: প্রা: বি:	মো: শাহজামাল প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৩-৮৯৪৮৮১	
387.		রেশমবাড়ী সর: প্রা: বি:	নান্টু কুমার দত্ত প্রধান শিক্ষক	০১৭১০-৭৯৯১৪৪	
388.		চরনরিনা পশ্চিম পাড়া সর: প্রা: বি:	মোবারক হোসেন প্রধান শিক্ষক	০১৭১৯-৮৬১৯৫৮	
389.		চর বাতিয়া সর: প্রা: বি:	মোছা: কামরুন্নাহার প্রধান শিক্ষক	০১৫৫৬-৪১৮৭৯২	
390.		বাতিয়া সর: প্রা: বি:	মো: সানাউল্লাহ প্রধান শিক্ষক	০১৭৪৫-০৭৮৭৮২	
391.		পোরজনা সর: প্রা: বি:	রাশেদ আহমেদ প্রধান শিক্ষক	০১১৯০-৭৭৪৭৮৭	
392.		ঘোড়শাল বালক বিদ্যালয়	মো: আব্দুল করিম প্রধান শিক্ষক	০১৭২১-২৯২২৫২	
393.		খাষসাতবাড়িয়া সর: প্রা: বি:	মোছা: সুলতানা পারভীন, প্রধান শিক্ষক	০১৭৪৫-২৫১১৬৩	
394.		কুঠিসাতবাড়িয়া সর: প্রা: বি:	মো: আবুল কাশেম প্রধান শিক্ষক	০১৮১৬-৫৪৯১১০	
395.		আগনুকালী সর: প্রা: বি:	মো: জিল্লুর রহমান প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮-৯৪৩২৬২	
396.		বাচরা সর: প্রা: বি:	মো: মোজাহার আলী	০১৭১৮-৯৫১২৮৩	
397.		জমিরতা সর: প্রা: বি:	নুরুজ্জামান	০১৭৪৯-৪৬৩২৪৫	
398.		উল্টাডাব সর: প্রা: বি:	আসাদ-উজ-জামান	০১৭১৮-৮২৪৮৩৭	
399.		নন্দলালপুর সর: প্রা: বি:	রুস্তুম আলী, প্রধান শিক্ষক	০১৭১১-৪১০৯৩৩	
400.		রুপনাই সর: প্রা: বি:	মো: আবু সাইদ, প্রধান শিক্ষক	০১৭২১-৭১২৩০৮	
401.		রুপসী সর: প্রা: বি:	বাবুল হোসেন	০১৭২৫-০৯১৮২৩	
402.		কৈজুরী সর: প্রা: বি:	নাফিজ আহমেদ প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮-২৫২০৫১	
403.		চরকৈজুরী সর: প্রা: বি:	রোজিনা পারভীন প্রধার শিক্ষক	০১৯১৫-৬৬৩২৫৬	
404.		ঠুটিয়া সর: প্রা: বি:	মাহফুজুল হক প্রধান শিক্ষক	০১৭২৪-২৪৯৭৮৬	
405.		জগতলা সর: প্রা: বি:	রেহানা পারভীন প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৪-১০৫৮৫৩	
406.		বাগধুনাই সর: প্রা: বি:	মো:সাইফুল ইসলাম	০১৭১৮-৮৩৯০৫৬	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
			প্রধান শিক্ষক		
407.		ভেড়াখোলা সর: প্রা: বি:	আবুল কালাম আজাদ প্রধান কার্যালয়	০১৭১৩-৭১৭৭২৯	
408.		দারিয়াপুর সর: প্রা: বি:	কামরুন নাহার প্রধান শিক্ষক	০১৭১৪-৭৫৪৮৮৪	
409.		নুনদহ রেজি: প্রা: বি:	শরিফ উদ্দীন প্রধান শিক্ষক	০১৭৪৮-৬১৮৯৭৬	
410.		রামখারুয়া রেজি: প্রা: বি:	নজরুল ইসলাম প্রধান শিক্ষক	০১৭২১-৮০৩৪৬১	
411.		শিবরামপুর রেজি: প্রা: বি:	আবুল হাশেম প্রধান শিক্ষক	০১৭১৪-৫৫০৪৬১	
412.		বাতিয়া পূর্ব পাড়া রেজি: প্রা: বি:	মো: আব্দুর রউফ প্রধান শিক্ষক	০১৭১০-৮৬৭৩৩৪	
413.		কাকুরিয়া রেজি: প্রা: বি:	শামছুল হক, প্রধান শিক্ষক	০১৭১৭-৮১৮৮৯৬	
414.		গোপীনাথপুর রেজি: প্রা: বি:	আব্দুল মজিদ, প্রধান শিক্ষক	০১৭৩০-০৯০৯৪৩	
415.		কাদাইবাদলা রেজি: প্রা: বি:	শফিকুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক	০১৭৩০-০৯০৮০৮	
416.		টিয়ারবন্দ রেজি: প্রা: বি:	আব্দুল জলিল, প্রধান শিক্ষক	০১৭২১-৮৫০৫৫৮	
417.		শেলাচাপড়ী রেজি: প্রা: বি:	সোলায়মান হোসেন প্রধান শিক্ষক	০১৭৩১-৩৬০২২৫	
418.		সদামারা রেজি: প্রা: বি:	নিজাম উদ্দীন, প্রধান শিক্ষক	০১৭২৯-৫৬৪৩১৬	
419.		চরবাচরা রেজি: প্রা: বি:	আলা উদ্দীন, প্রধান শিক্ষক	০১৭৪২-১৮৬৯৩০	
420.	তাড়াশ	বারুহাস সর: প্রা: বি:	মো: ফাররুখ হোসেন প্রধান শিক্ষক	০১৭২১-৭৯৫৮১৭	
421.		দিঘরিয়া সর: প্রা: বি:	মো: আব্দুল কুদ্দুস, প্রধান শিক্ষক	০১৫৫০-৩০১৭০১	
422.		কুসুম্বী সর: প্রা: বি:	মুর্শিদা জাহান প্রধান শিক্ষক	০১৭১০-৮৬৫৬০৫	
423.		বস্তুল সর: প্রা: বি:	মো: আব্দুস সামাদ, প্রধান শিক্ষক	০১৭১৯-৯২৮৮৩৭	
424.		পেঙ্গুয়ারী সর: প্রা: বি:	সুলতানা পারভীন, প্রধান শিক্ষক	০১৭৩৭-৭৫৭৫৬০	
425.		বিনসাড়া সর: প্রা: বি:	মো: সাইদুর রহমান প্রধান শিক্ষক	০১৭১৭-১৪২২৪২	
426.		অয়াশীন সর: প্রা: বি:	অসিত কুমার ঘোষ প্রধান শিক্ষক	০১৭১৫-৩১৯৬৪৮	
427.		ভায়হাট হাই স্কুল	প্রধান শিক্ষক		
428.		কুন্দইল সর: প্রা: বি:	মোছা: রাশিদা খাতুন প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮-৯১৩১৬০	
429.		লালুয়া মাঝিড়া সর: প্রা: বি:	কে,এম রফিকুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক	০১৭১২-৪২৬৪৯৪	
430.		মাকরশোন সর: প্রা: বি:	এ,কে,এম আব্দুল	০১৭১২-১২৮৯৭৮	

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (স্কুল কাম শেল্টার)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
			আজিজি, প্রধান শিক্ষক		
431.		মাগুড়া বিনোদ সর: প্রা: বি:	মো: ছাইদুর রহমান, প্রধান শিক্ষক	০১৭২০-১৫৫৮৭৯	
432.		দোবিলা দেবীপুর সর: প্রা: বি:	মো: খায়রুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক	০১৭২০-১৫৬৩২৩	
433.		কালুপাড়া বাশবাড়িয়া সর: প্রা: বি:	মো: ফজলূল হক, প্রধান শিক্ষক	০১৭১৯-২৬৫২১৮	
434.		ভেটুয়া রেজি: প্রা: বি:	মো: রেজাউল করিম প্রধান শিক্ষক	০১৯১৩-০০৫৫৮৭	
435.		বিন্নাবাড়ী রেজি: প্রা: বি:	এস এম সাইফুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক	০১৭১১-৪১২৭৫৪	
436.		মহেশ রৌহালী রেজি: প্রা: বি:	মো: আক্কাছ আলী প্রধান শিক্ষক	০১৮১৩-৭৪৬০২৩	
437.		কাঞ্চনেশ্বর রেজি: প্রা: বি:	মোছা: জান্নাতুল ফেরদৌস, প্রধান শিক্ষক	০১৯১৬-৮১৭৫৮২	
438.		চৌপাকিয়া রেজি: প্রা: বি:	মো: সাইফুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক	০১৭১৬-৮৪৪৬৪১	
439.		বিনোদ ভাটরা রেজি: প্রা: বি:	মো: নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক	০১৭২২-২৪৯৬৮৯	
440.		সান্দুরিয়া রেজি: প্রা: বি:	মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮-৯৫১৬২৪	

বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র/সরকারী/বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান:

ক্রমিক নং	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (সরকারী/বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান)	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
1.	চরবেল বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	মো: গাজী আ: সামাদ	০১৭৫৭-৬৫০১৯৪	
2.	বড়ধুল ফ্লাট শেল্টার	মো: রুহুল	০১৭১৮-৩১৮২২৯	
3.	দশকাদা বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	মো: আব্দুল আজিজ ফকির	০১৭৪০-৯৯২৩৫৯	
4.	বেলকুচি সদর ইউপি ভবন	গাজী মো: নুরুল ইসলাম	০১৯৩৭-১৩৮০৯৭	
5.	ধুকুরিয়া বেড়া ইউপি ভবন	মো: নাছিমুল হক	০১৭১২-০৬১০৮৯	
6.	দৌলতপুর ইউপি ভবন	মোছা: আশানুর বিশ্বাস	০১৮১৬-৪৭৫১৫০	
7.	ভাঙ্গাবাড়ী ইউপি ভবন	মো: নুরুল ইসলাম গোলাম	০১৭২১-০৮২১২৯	
8.	বেলকুচি পৌরসভা ভবন	হাজী মো: মফিজউদ্দীন খান	০১৮১৯-৯১৯৪২৭	
9.	দশসিকা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	আব্দুস ছালাম	০১৭১২৬৪৯৯৯৩	
10.	হাজী কোরব আলী ডিগ্রী কলেজ	মো: তোক্তাল হোসেন, প্রিন্সিপাল	০১৭১২৩১৮৮১৭	
11.	নাসরীন ওয়াজেদ মহিলা ডিগ্রী কলেজ	এস,এম ওয়াজেদ আলী প্রিন্সিপাল	০১৭১২৮৮৯৫১১	

ক্রমিক নং	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (সরকারী/বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান)	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
12.	কামারখন্দ সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা	অধ্যক্ষ	০১৭৭৪৯৬২০৭৩	
13.	চৌবাড়ী ডক্টর ছালাম জাহানারা কলেজ	মো: আ: আজিজ সরকার প্রধান শিক্ষক	০১৭১১৮১৬৫৭৪	
14.	রায়দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদ	জয়নাল আবেদীন মন্ডল চেয়ারম্যান	০১৭৩৪৮২২৪৯৩	
15.	বি এস কৃষি অফিস	আ: মালেক উপসহকারী	০১৭১২৮৫৪০৯৩	
16.	বাজার ভদ্রঘাট ভূমি অফিস	এম এ খালেক ভূমি সহকারী কমকর্তা	০১৭২৬২৫৬৬৩৩	
17.	বাজার ভদ্রঘাট গ্রামীণ ব্যাংক	মো: আনোয়ার হোসেন ম্যানেজার	০১৭১১৪১২৬৮০	
18.	বাজার ভদ্রঘাট কৃষি ব্যাংক	রাশেদ ইমরান ম্যানেজার	০১৭৫১৬৪৪৮৬	
19.	বাজার ভদ্রঘাট পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক	মো: মনিরুজ্জামান উপসহকারী মেডিকেল অফিসার	০১৭২৯৯৯৯৬৫৬	
20.	শাহকামাল বহুমুখী দাখিল মাদ্রাসা	গোলাম আযম মাদ্রাসা সুপার	০১৭১৪৬৭৭০৬৪	
21.	মুখবেলাই দাখিল মাদ্রাসা	মওলানা সানোয়ার মাদ্রাসা সুপার	০১৭১৮৮৪৩১৩৭	
22.	শহীদুল বুলবুল কারিগরী কলেজ বাগবাড়ী	বুলবুল নাহার প্রিন্সিপাল	০১৭১১৪৭২৪৮৬	
23.	পাইকোশা দারু সুন্নাত মাদ্রাসা	বজলুর রহমান প্রিন্সিপাল	০১৭৪৭৪২৭৪১৫	
24.	**উপজেলা পরিষদ ভবন**	**মোঃ আয়নুল হক (উপজেলা চেয়ারম্যান)**		
25.	**ধুবিল আয়শা-ফজলার উঃ বিঃ**	**গুলশান আরা (প্রঃশিঃ)**	**০১৭১৮-২৩৭০০৪**	
26.	**ঝাউল দাখিল মাদ্রাসা**	**মোঃ আবুল হাশেম (সুপারঃ)**	**০১৭২১-৫১২৩৪৬**	
27.	**শালিয়াগাড়ি উঃবিঃ**	**মোঃ মাহবুবুল করিম**	**০১৭১২-৯৫৪৪৫৭**	
28.	**ভাতহাড়িয়া উঃবিঃ**	**মোঃ ইসমাইল হোসেন মল্লিক**	**০১৭১৮-৫০৭২৪৭**	
29.	**হাজী ওয়াহেদ মরিয়াম ডিগ্রী কলেজ**	**অধ্যাক্ষ মোঃ রেজাউল করিম**	**০১৭১৬-৭৪৫৮৩৪**	
30.	**ধানগড়া পাইলট উঃবিঃ**	**মোঃ সাইফুল ইসলাম**	**০১৭৪০-৫৭৬৪৪৪**	
31.	**ভূইয়াগাতি উঃবিঃ**	**মোঃ আনোয়ার হোসেন**	**০১৭১৬-৭৪৬১৪২**	
32.	**সলঙ্গা ডিগ্রী কলেজ**	**আলহাজ্ব মিজা মোঃ আশরাফুল আলম**	**০১৭৭০-০৩৫৮১২**	
33.	**দাদপুর জি আর কলেজ**	**মোঃ জামাল উদ্দিন**	**০১৯২৫-৪৫৩৮৫৮**	

ক্রমিক নং	**আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (সরকারী/বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান)**	**দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি**	**মোবাইল**	**মন্তব্য**
34.	**বেগম নুরুন্ন নাহার তকবাগীশ ডিগ্রী কলেজ**	**মোঃ আঃ মোতালেব**	**০১৭১১-০৭২৮৮১**	
35.	**ফুলজোড় ডিগ্রী কলেজ**		**০১৭১৬২০৭৩৪৫**	
36.	**গ্রাম পাঙ্গাশী মহাবিদ্যালয়**		**০১৭৩১-৩৬১১৮৬**	
37.	**নিমগাছী ডিগ্রী কলেজ**	**অধ্যক্ষ মোঃ আঃ বারীক**	**০১৭৩৩-৩৩৫০৩২**	
38.	উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যায়ল	মো:আবু রায়হান	০১৭২৫-৪২৫০২৯	
39.	চরখোকশাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক		
40.	হাটবয়রা উচ্চ বিদ্যালয়	মো: শাহরিয়ার হোসেন	০১৭৩৫-৪৫৩৭২৪	
41.	খোকশাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ	মো: রাশিদুল হাসান চেয়ারম্যান	০১৭৩১-৪৩৯৬১৫	
42.	পঞ্চসোনা আশ্রয় কেন্দ্র	সৌপ্তিক আহমেদ মিঠু চেয়ারম্যান	০১৭১৩-২৬৬৬৪৫	
43.	বিশ্ব রোডের বাঁধের ধারে	মো: আব্দুল মান্নান তালুকদার, চেয়ারম্যান	০১৭১৭-০৫২০১৪	
44.	সোনামুখী ইউপি ভবন	মো: রাশেদ কবীর (চান্দু) চেয়ারম্যান	০১৭১১-৫৬৬৪১৫	
45.	গান্ধাইল ইউপি ভবন	আব্দুল্লাহ আল মামুন চেয়ারম্যান	০১৭১৬-১৮৩৬৬০	
46.	কাজিপুর ইউপি ভবন	মো: কামরুজ্জামান চেয়ারম্যান	০১৭১১-২০৬২৭৫	
47.	মনসুরনগর ইউপি ভবন	মো: আব্দুর রাজ্জাক চেয়ারম্যান	০১৭১৯-৬৪৪৬৭৩	
48.	মাইজবাড়ী ইউপি ভবন	তালুকদার জাহাঙ্গীর আলম চেয়ারম্যান	০১৭৩৩-২৯২৬০২	
49.	পাঙ্গাসী ইউপি ভবন	মো: আব্দুস সালাম ইউ পি চেয়ারম্যান	০১৭১২-৬৮৬৩৫৩	
50.	ঘুড়কা ইউপি ভবন	মোঃ হারুন -উর রশিদ ইউ পি চেয়ারম্যান	০১৭১৩-৮৬২৬০৭	
51.	ধুবিল ইউপি ভবন	মোঃ নাজমুল হোসেন (শাহজাদা) ইউ পি চেয়ারম্যান	০১৯২২-০৯০৪২১	
52.	ধামাইনগর ইউপি ভবন	মোঃ রেজাউল হক মন্ডল ইউ পি চেয়ারম্যান	০১৭১৭-৪৪২২৬৪	
53.	ব্রক্ষগাছা ইউপি ভবন	মোঃ নাসির উদ্দিন ইউ পি,চেয়ারম্যান	০১৭১৮-৫৫৮৮৭৯	
54.	নলকা ইউপি ভবন	মোঃ আবু বকর সিদ্দিক ইউ পি চেয়ারম্যান	০১৭১১-৩৪০৫৪৩	
55.	সোনাখাড়া ইউপি ভবন	মোঃ আমজাদ হোসেন (ছানা) ইউ পি চেয়ারম্যান	০১৭১২-১৪৭৭৬৫	

56.	চরখোকশাবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়	প্রধান শিক্ষক		
ক্রমিক নং	**আশ্রয়কেন্দ্রের নাম (সরকারী/বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান)**	**দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি**	**মোবাইল**	**মন্তব্য**
57.	হাটবয়রা উচ্চ বিদ্যালয়	মো: শাহরিয়ার হোসেন	০১৭৩৫-৪৫৩৭২৪	
58.	খোকশাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ	মো: রাশিদুল হাসান চেয়ারম্যান	০১৭৩১-৪৩৯৬১৫	
59.	পঞ্চসোনা আশ্রয় কেন্দ্র	সৌপ্তিক আহমেদ মিঠু চেয়ারম্যান	০১৭১৩-২৬৬৬৪৫	
60.	বেলকুচি সদর ইউপি ভবন	গাজী মো: নুরুল ইসলাম প্রাং, চেয়ারম্যান	০১৯৩৭-১৩৮০৯৭	
61.	ধুকুরিয়া বেড়া ইউপি ভবন	মো: নাছিমউল আলম, চেয়ারম্যান	০১৭১২-০৬১০৮৯	
62.	দৌলতপুর ইউপি ভবন	বেগম আশানুর বিশ্বাস	০১৮১৯-৪৭৫১৫০	
63.	ভাঙ্গাবাড়ী ইউপি ভবন	মো: নুরুল ইসলাম গোলাম, চেয়ারম্যান	০১৭১৮-১২৫৫৩৬	

এই সব আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং স্কুল কাম সেল্টারগুলো স্কুল ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। আশ্রয়কেন্দ্রে ও স্কুল কাম সেল্টার গুলোতে স্বেচ্ছাসেবকদের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নাই। আশ্রয়কেন্দ্রগুলি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সংস্কার/ মেরামতের প্রয়োজন। বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্রের সাথে বসতির সংযোগ রাস্তা ব্যবহার অনুপোযোগী। বিধায় রাস্তাগুলো পুণ:সংস্কার ও উঁচু করার প্রয়োজন। এছাড়া বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে আলোর ও খাবার পানের কোন ব্যাবস্থা নাই।

<u>আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন:</u>

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োগযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন :

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদিপশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি **:**

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতি সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসির সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়ীত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র বিষয়ে)
- এলাকাবাসির সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।
- কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেবন :

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয় কেন্দ্রে কি কি লক্ষ্য রাখতে হবে :

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরি/কিছু জরুরী ঐষধ (প্যারাসিটামল, ফ্লাজিল ইত্যাদি)/পানি শোধন বড়ি/ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- খাবার পানি ফুটানোর ব্যবস্থা রাখা
- পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা রাখা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে
- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাবার সময় তা ঠিকমত ফেরত দেয়া
- আশ্রয়কেন্দ্রে ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের দায়ীত্ব প্রদান করা।
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- গর্ভবতী, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার :

- আশ্রয়কেন্দ্র মূলত: দুর্যোগের সময় জনসাধারণের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়ারলেস ষ্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ :

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা-জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইডলাইন অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

৪.৫ জেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল নম্বর
স্কুল কাম শেল্টার	৩৩৮	জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার জেলা শিক্ষা অফিসার, সিরাজগঞ্জ	০১৭১০-৯০৬৮৩৩
		জনাব লক্ষ্মণ কুমার দাস জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সিরাজগঞ্জ	০১৭২১০৫০৬০৭
গোডাউন	১০	জনাব এস,এম, মুহসিন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিরাজগঞ্জ	০১৭১১-০৬৬২৯৩
নৌকা	৩৬৫	উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকল	
মাটির কিল্লা	০২	স্বপন কুমার দাস, চেয়ারম্যান	০১৭১৪-৫২৫৮৯০
		মো: রেজাউল হক মন্ডল, চেয়ারম্যান	০১৭১৭-৮৮২২৬৪
গাড়ী	২৫	জনাব মো: শফিকুল ইসলাম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সিরাজগঞ্জ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকল	০১৭১২৫৮৪০৯২
স্পীড বোট	১৭	জনাব মো: শফিকুল ইসলাম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সিরাজগঞ্জ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকল	০১৭১২৫৮৪০৯২

৪.৬ অর্থায়ন :

উপজেলা পরিষদ

(ক) রাজস্ব খাত:

খাতের ধরন	বাৎসরিক আয়									০৯টি উপজেলায় মোট
	সিরাজগঞ্জ সদর	কাজিপুর	রায়গঞ্জ	কামারখন্দ	উল্লাপাড়া	বেলকুচি	শাহাজাদপুর	চৌহালী	তাড়াশ	
উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ির ভাড়া প্রাপ্তি	৯,২৫,০০০	৬,৯৭,০০০	৭১৫,০০০	২,১৫০,৫০০	১,৪০০,০০০	৮৩০,০০০	৯,৮০,০০০	২,৩০০,০০০	৮৪০,০০০	৮,২৩৫,৫০০
কর, রেইট, টোল, ফিস বা অন্যান্য দাবি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ	১,৩০,০০০	১,২৬,০০০	১,৩৫,০০০	১,৫৬,০০০	১,৩৩,০০০	১,০৯,০০০	১,৫৫,০০০	৩৫,০০০	১,২০৮,০০০	১,২৪৩,০০০
হাটবাজার ইজারালব্ধ আয় (অবশিষ্ট ৪১%)	১,১৩০,০০০	১৫৭,৫৫৯	২,৫৪০,৮০০	৪,৮৯০,৫৩৫	১,৭৫৮,৮৩০	৭৩০,০০০	১১১,৫০৫	২,০০০,৫০০	২,৬৬৮,৮৮৯	১৪,৭০১,০৫৯
খেয়াঘাট/নৌকাঘাট	১,৩০০,০০০	১৬৫,৪০৪	৩১১,০০০	৪,৪১০,৫৩০	৩,৪৫,৯৮০	২,৭৬,০৯৮	১৬৭,০০০	১৬৭,৯৮৭	২,১৬,০৯৭	৫,০৫৬,৫১৭
ভূমি হস্তান্তর করের **(২%)**	৯,৩০০,০০০	২২,৪৪,২০০০	৯৭১,২১০	১৫,৯৮,০৯৯	১১,৮৯,০০০	২৩,১১,৫৬০	৮৪০,০০০	১,৩৪,০০০	৭০০,০০০	২,৫১১,২১০
ভূমি উন্নয়ন করের **(২%)**	১০৭,০০০	২০৮,৯০৮	৩১৫,০০০	১৫৬,০০০	১৫৬,৫২২	২০০,০০০	১,৯০০,০০০	৭৫,০০০	১১০,০০০	২,৯১২,৫২২
পরিষদের ন্যাস্ত বা তৎকর্তৃক পরিচালিত সম্পত্তির আয় বা মুনাফা	-	-	-	-	-	-	১৫০,০০০	-	১১০,০০০	২৬০,০০০
প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান	-	-	-	-	-	৩,২৬৬,০০০	-	-	১১০,০০০	৩,৩৭৬,০০০

পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০
পরিষদের কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য কোন অর্থ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০
সরকারের নির্দেশে পরিষদে ন্যাস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত	-	-	-	-	৩,৪০০,০০০	২৮২,০০০	-	-	-	৩,৬৮২,০০০
রাস্তা আলোকিতকরণের উপর ধার্য্যকৃত কর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০
বেসরকারিভাবে আয়োজিত মেলা, প্রদর্শনী ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের -উপর ধার্য্যকৃত ফি	-	-	-	-	-	৩০,০০০	৭,০০০	-	৪০,০০০	৭৭,০০০
ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত খাত এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার আওতা বহির্ভূত খাত ব্যতীত বিভিন্ন ব্যবসা, বৃত্তি ও পেশার উপর পরিষদকর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ও পারমিটের উপর ধার্য্যকৃত ফি	-	-	-	-	১,৯০০,০০০	২৫,০০০	-	-	-	১,৯২৫,০০০
পরিষদকর্তৃক প্রদত্ত সেবার উপর ধার্য্যকৃত ফিস ইত্যাদি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০
অন্যান্য	১২৭,০০০	-	৫,৮৭০,০০০	-	২০০,০০০	-	২৫০,০০০		৪,০০০,০০০	১০,৩২০,০০০

(খ) উন্নয়ন খাতঃ

খাতের ধরন	বাৎসরিক আয়									০৯টি উপজেলায় মোট
	সিরাজগঞ্জ সদর	কাজিপুর	রায়গঞ্জ	কামারখন্দ	উল্লাপাড়া	বেলকুচি	শাহাজাদপুর	চৌহালী	তাড়াশ	
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির থোক বরাদ্ধ	১১,৯৫২,০০০	৬৮,০০,০০০	৬২,৯২,০০০	৭৫,৮০,০০০	৪৫,০০,০০০	৬৭,০০,০০০	৫৭,০৬,০০০	৯৩,৪৮,০০০	৮৫,৫৫,৬৯০	১১,৯৫২,০০০
রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৭,০০০,০০০	৩৪৭,১২৫	৩০০০,০০০	১৮,৮৪,৮০৫	২,৬১৬,৯২২	৩৩,৮৯,০০০	৪৫,০৯,০০০	৫,৫৬,৯০০	২৯,০০,৮০০	১২,৯৬৪,০৪৭
স্থানীয় অনুদান	-	-	-	-	-	৫,০০,০০০	-	-	১,৫০০,০০০	১,৫০০,০০০
এডিপিভূক্ত বা জাতীয় প্রকল্পের অংশ ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রাপ্ত অর্থ	-	৬,৩৫০,০০০	-	৫,৮৪১,০০০	-	৮২৮৯৫০০	-	-	-	২০,৪৮০,৫০০
কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বলে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাপ্ত অর্থ (শরিক)	-	৪০০,০০০ (শরীক)	৩০০,০০০ (শরীক)	-	৬,৩০০,০০০ (ইউজেডজিপি) ২,৯০০,০০০ (শরীক)	৫০০,০০০ (শরীক)	-	-	৪০০,০০০ (শরীক)	১০৮০০০০০

সংস্থাপনঃ

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও অন্যান্যদের সম্মানী ভাতা (মাসিক)

উপজেলা চেয়ারম্যান (১ জন): ২০,৫০০ টাকা
উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (২ জন) জন প্রতি: ১৪,৫০০ টাকা
কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি
সাঁটমূদ্রক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (১ জন): ৫২০০-১১২৩৫ টাকা
গাড়িচালক (১ জন): ৪৭০০-৯৭৪৫ টাকা
এমএলএসএস (২ জন) জন প্রতি: ১৮০ টাকা প্রতিদিন
ঝাড়ুদার/মালি (১ জন) জন প্রতি: ১৮০ টাকা প্রতিদিন

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে উপজেলা পরিষদে সরাসরি অর্থায়ন করছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা, স্বচ্ছতা সর্বোপরি সুশাসনের উপর। উপজেলা পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগগুলো বিবেচনা করে যা তার উপজেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ:

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: বিল্লাল হোসেন	জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ	০৭৫১-৬২৩৮৫
০২	মো: শামছুর রহমান	সিভিল সার্জন, সিরাজগঞ্জ	০১৭১৮-৫২৫৩৮৩
০৩	পরেশ চন্দ্র সরকার	নির্বাহী পরিচালক (ভা:) এনডিপি	০১৭১৩-৩৮৩১০১
০৪	কফিল উদ্দীন আহম্মেদ	মুক্তিযোদ্ধা	০১৭১৮-৮৩৯৫৮২
০৫	মো: সাইদুর রহমান	সাংবাদিক	০১৭১২-৭৬১৮৩৩

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: বিল্লাল হোসেন	জেলা প্রশাসক	০৭৫১-৬২১৫৮
০২	এমরান হোসেন	জেলা পুশিল সুপার, সিরাজগঞ্জ	০৭৫১-৬২১৬৬
০৩	মো: জাকিউর রহিম সাহেদ	জেলা ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কর্মকর্তা, সিরাগঞ্জ	০১৭১৮-০৫৭৬৩১
০৪	মো: ইসমাঈল হোসেন	সহকারী কমিশনার সিরাজগঞ্জ	০১৭৯৮-৫০০০৩৩
০৫	মো: শাজাহান প্রামানিক	সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা পিআইও	০১৫৫৮-৩১৩১১২
০৬	পরেশ চন্দ্র সরকার	নির্বাহী পরিচালক (ভা:) এনডিপি	০১৭১৩-৩৮৩১০১

কমিটির কাজ:

- প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা আগাগোড়া পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে একবার ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ

পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন:

খাতসমূহ	আপদ	বর্ননা
কৃষি	বন্যা	২০০৪ ও ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ জমির, (আউশ, আমন, পাট, রবিশষ্য, পেয়ারা, শাকসবজি) ইত্যাদি ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে এবং এর ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার প্রভাবে ঐ এলাকার প্রতিটি মানুষের জীবন উন্নয়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে।
	নদীভাঙ্গন	প্রতিবছর এভাবে নদীভাঙ্গন দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ বসতভিটা সহ আবাদী জমি, ভেঙ্গে নদীর গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। সব মিলে এর প্রভাবে উপরোক্ত উপজেলা গুলোর ২০,০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	খরা	২০০৮ সালের মত আবার খরা দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল পানি অভাবে পুড়ে যেতে পারে। এবং এর প্রভাবে উপরোক্ত উপজেলা গুলোর ১, ৫০,০০০পরিবারের খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল বিনষ্ট হতে পারে । যার প্রভাবে ঐ সকল উপজেলায় মানুষের খাদ্যের সংকট দেখা দিতে পারে এবং পরবতীতে কৃষি বীজের অভাব দেখা দিতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ জমির, (আউশ, আমন, পাট, রবিশষ্য, পেয়ারা, শাকসবজি) ইত্যাদি ফসলের বীজতলা ও নিচু জমির ফসল পানিতে ডুবে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে এবং এর ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার প্রভাবে ঐ এলাকার প্রতিটি মানুষের জীবন উন্নয়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে এবং মানুষের খাদ্যের সংকট দেখা দিতে পারে।
মৎস্য	বন্যা	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ পুকুর ও খালের পাড় ভেসে ছোট বড় পোনা মাছ সহ চলে যেতে পারে । যার প্রভাবে ঐ এলাকায় মাছে সংকট ও পরবতীতে মাছ চাষের জন্য পোনা, মা মাছের সংকট দেখা দিয়ে পারে এবং ঐ এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী ও জেলেদের আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে ।
	নদীভাঙ্গন	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে আর ঐ বন্যার প্রভাবে নদীভাঙ্গন দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ পুকুর, ভেঙ্গে নদীর গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। সব মিলে এর প্রভাবে ঐ প্রায় ৪০০ টি পুকুরের গ্রাম গুলোর ১২০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এবং ঐ এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী ও জেলেদের আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে ।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ননা
	খরা	২০০৮ সালের মত আবার খরা দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ পুকুরের পানি শুকিয়ে গিয়ে মৎস্য চাষের বিঘ্ন ঘটাতে পারে এবং ঐ এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী ও জেলেদের আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখিন হতে পারে ।
	অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টি দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ পুকুরের পাড় নিচু থাকার কারণে অতিবৃষ্টির পানিতে ডুবে গিয়ে পুকুরের মাছ খাল বিলে বের হয়ে মৎস্য চাষীদের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে ।
পশুসম্পদ	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ গুরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ও ইত্যাদি প্রাণীরা খাদ্যাভাব সহ জীবন ঝুঁকির সম্ভবনা রয়েছে এবং যার ফলে ঐ এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে ।
	খরা	খরার কারণে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ গুরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ও ইত্যাদি প্রাণীরা খরার প্রচন্ড তাপে মাঠ ঘাটের ঘাষ পুড়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। এবং বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে। যার প্রভাবে পশু সম্পদ ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টি দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট তলিয়ে গিয়ে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে । যার প্রভাবে পশুর মৃত্যুও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	**বন্যা**	২০০৪ এবং ২০০৭ সালের মত আবার বন্যা হলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ গ্রামের প্রায় ২০০০ পরিবারের প্রায় বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গভবতী ও শিশু পানি বাহিত রোগ দেখা দিয়ে স্বাস্থ্যর প্রভাব পড়ে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে ।
	খরা	২০০৮ সালের মত আবার খরা দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই দেখা দিয়ে মানুষের জীবন নাশ করতে পারে।
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ১৭২৯০ জন লোকের লোকের পঙ্গুত্ব ও আহত হতে পারে । যার প্রভাবে তার পরিবারের অভাব অনটন দেখা দিতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ খাল বিল ভরে গিয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে পানিতে মল মুদ্র পচে গিয়ে বিভিন্ন রোগ বালাই দেখা দিতে পারে । যার ফলে ঐ সকল এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে।
	বন্যা	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে উসিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ পেশাজীবি শ্রেণীর লোকের কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকারত্ব জীবন কাটাতে পারে যার ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং এর প্রভাবে ঐ এলাকার প্রতিটি মানুষের জীবন উন্নয়নের পথে বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ননা
জীবিকা	**নদীভাঙ্গন**	২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ এলাকার প্রতিটি গ্রামের মৎস্য চাষী, জেলে, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, চাকুরীজীবি, বিভিন্ন পেশার মানুষ আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে এবং জীবন জীবিকার উপর প্রভাব পড়তে পারে।
	খরা	২০০৮ সালের মত আবার খরা দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ জমির ফসল যেমন-ধান, পাট, গম, চৈতালী ফসল ও ফলজ গাছ সহ পশু সম্পদের উপর পানি অভাবে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ঐ সমস্ত এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব পড়ে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ গ্রামের জমির ফসল গাছপালা পশুপাখি, ঘরবাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান,তাঁতশিল্প কারখানা,মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে বেকারত্বের সৃষ্টি করতে পারে যার ফলে এ উপজেলার জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে বাঁধার কারণ হয়ে দাড়াতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ নিচু এলাকার মাঠ, ঘাট, আবাদি জমি, তাঁত কারখানা ইত্যাদি অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা হয়ে দিনমুজুরী, ব্যবসায়ী, তাঁত কারিগর শ্রেণী পেশাজীবি মানুষের কর্মসংস্থান হারিয়ে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যা জীবন ও জীবিকার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।
গাছপালা	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে উক্ত উপজেলার প্রতিটি প্রাণী অক্সিজেন ও মানুষের কাঠ, ফল, ইত্যাদির অভাব দেখা দিতে পারে ।
	নদীভাঙ্গন	২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার ঔষধি, বনজ ও ফজল গাছ নদীভাঙ্গনের ফলে নদীর গর্ভে বিলীন হতে পারে। ঐ সকল এলাকার মানুষ আর্থিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে এবং জীবন জীবিকার উপর প্রভাব পড়তে পারে।
	খরা	২০০৮ সালের মত আবার খরা দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার ঔষধি, বনজ ও ফজল গাছ খরার ফলে গাছ মরে ও বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত আবার কালবৈশাখী ঝড় দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার ঔষধি, বনজ ও ফজল গাছ কালবৈশাখী ঝড়ের গাছপালা ভেঙ্গে গিয়ে বিনষ্ট হতে পারে। যার ফলে ঐ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।
	বন্যা	২০০৭ সালের মত বন্যা হলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ ঘর-বাড়ি, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র,

খাতসমূহ	আপদ	বর্ননা
অবকাঠামো		আবাদী জমি, মাদ্রাসা, বসতভিটা, সকলপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্রীজ, কালভার্ট, বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র, পাকা রাস্তা ও আধাপাকা রাস্তার, আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ফলে এলাকার মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ সেবা বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।
	নদীভাঙ্গন	২০০৭ সালের মত আবার নদীভাঙ্গন দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ ঘর-বাড়ি, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আবাদী জমি, মাদ্রাসা, বসতভিটা, সকলপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্রীজ, কালভার্ট, বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র, পাকা রাস্তা ও আধাপাকা রাস্তার ভেঙ্গে নদীর গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। সব মিলে এর প্রভাবে ঐ গ্রাম গুলোর ২০,০০০ পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	কালবৈশাখী	২০১৩ সালের মত কালবৈশাখী আঘাত হানলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ ঘর-বাড়ি, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আবাদী জমি, মাদ্রাসা, বসতভিটা, সকলপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্রীজ, কালভার্ট, বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র, পাকা রাস্তা ও আধাপাকা রাস্তার, আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	২০০৬ সালের মত আবার অতিবৃষ্টি দেখা সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ ঘর-বাড়ি, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আবাদী জমি, মাদ্রাসা, বসতভিটা, সকলপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্রীজ, কালভার্ট, বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র, পাকা রাস্তা ও আধাপাকা রাস্তার, আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে এবং উপজেলার গ্রাম গুলোতে অতিবৃষ্টির কারনে মাটি ধসে ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে জীবন ও জীবিকার পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে।
তাঁত শিল্প	**বন্যা**	২০০৭ সালের মত আবার বন্যা দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ ঘর-বাড়ি, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আবাদী জমি, মাদ্রাসা, বসতভিটা, সকলপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্রীজ, কালভার্ট, বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র, পাকা রাস্তা ও আধাপাকা রাস্তার,সব্যাপক ক্ষতি হতে পারে এবং এর ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গন দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ ঘর-বাড়ি, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আবাদী জমি, মাদ্রাসা, বসতভিটা, সকলপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্রীজ, কালভার্ট, বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র, পাকা রাস্তা ও আধাপাকা রাস্তার ভেঙ্গে নদীর গর্ভে বিলিন হয়ে যেতে পারে। সব মিলে এর প্রভাবে ঐ গ্রাম গুলোর ৬০১৫টি পরিবার ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টি দেখা দিলে সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, শাহাজাদপুর, চৌহালী ও বেলকুচি উপজেলার অধিকাংশ ঘর-বাড়ি, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আবাদী জমি, মাদ্রাসা, বসতভিটা, সকলপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্রীজ, কালভার্ট, বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র, পাকা রাস্তা ও আধাপাকা রাস্তার, অতিবৃষ্টি কারনে ঐ সকল গ্রামের প্রায় ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে এবং এর ফলে ঐ সকল গ্রামের প্রতিটি পরিবার ব্যপক ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: বিল্লাল হোসেন	জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ	০১৭১৩-২০২০৪৯
০২	মো: জাকিউর রহিম সাহেদ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমকর্তা, সিরাজগঞ্জ	০১৭১৮-০৫৭৬৩১
০৩	মো: ইসমাঈল হোসেন	সহকারি কমিশনার, সিরাজগঞ্জ	০১৭৯৮-৫০০০৩৩

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: আব্দুল হামিদ	উপ-সহকারি পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিরাজগঞ্জ	০১৭২৬-৩৪৬৬৬২
০২	মো: মকবুল হোসেন	ষ্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিরাজগঞ্জ সদর	০১৭৭৩-৬৭৫৭৭৬
০৩	মো: দিনাতুল হক দিনার	ষ্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, উল্লাপাড়া	০১৭১২-৮০৩৫১৬
০৪	মো: শাহ আলম	ষ্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, শাহাজাদপুর	০৭৫২৭-৬৪৭৭৭
০৫	দেওয়ান জাহাঙ্গীর আলম	ষ্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কাজিপুর	০১৭৩৬-৭১৩৪৬৫

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: শফিকুল ইসলাম	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ	০১৭১২৫৮৪০৯২
০২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকল	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)	-
০৩	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সকল	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)	-

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মো: বিল্লাল হোসেন	জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ	০১৭১৩-২০২০৪৯
০২	মো: জাকিউর রহিম সাহেদ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমকর্তা, সিরাজগঞ্জ	০১৭১৮-০৫৭৬৩১
০৩	এস, এম, মুহসিন	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিরাজগঞ্জ	০১৭১১-০৬৬২৯৩